

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সতর্বেপে জেনে রাখি

- ❖ **মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা জীবন :** মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রেরিত নবি ও রাসুলগণের মধ্যে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষ চরম বর্বরতা ও অজ্ঞতার মাঝে ডুবে ছিল। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃপতিত। তারা অসংখ্য মূর্তি তৈরি করত এবং মূর্তির পূজা করত। তারা পবিত্র কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। কালের এই চরম অববয়ের কারণে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তাঁর নিকট মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। মহানবি (স) মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন।
- ❖ **মহানবি (স)-এর মাদানি জীবন :** মক্কার কাফিররা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে না পেয়ে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করলেন। মক্কার তুলনায় মদিনায় শান্ত ও নির্মল পরিবেশে এসে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) গুরুত্বপূর্ণ অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, আওস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মাঝে চলমান দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ বন্ধ করলেন। মুহাজির (ইসলামের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী) ও আনসারদের (মুহাজিরদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্যকারী মদিনাবাসী) মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সৌহার্দ স্থাপন করলেন। সকল মুসলিমের মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললেন মসজিদে নববি। মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস। হযরত মুহাম্মদ (স) এ সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে ‘মদিনা সনদ’ নামে খ্যাত। এই সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল।
- ❖ **হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ :** অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার খুব দ্রুত ঘটতে লাগল। ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ও মুসলমানদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে। কুরাইশরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসুল (স) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ১০০০০ (দশ হাজার) মুসলিম নিয়ে মক্কা অভিযুখে অভিযান পরিচালনা করেন। মক্কার অদূরে হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর স্থাপন করেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এ বাহিনী দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। তারা কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার সাহস করল না। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। মহানবি (স) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে (দশম হিজরিতে) হজ করার ইচ্ছা করলেন। এ উদ্দেশ্যে উক্ত সালের ফেব্রুয়ারি (ফিলকদ) মাসে লবধিক সাহাবি নিয়ে হজ করতে গেলেন, যা বিদায় হজ নামে পরিচিত। জিলহজ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন। এ ভাষণে বিশ্ব মানবতার সকল কিছুর দিকনির্দেশনা ছিল।
- ❖ **খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনাদর্শ :** খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে বোঝায়। তাঁরা হলেন— হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলি (রা)। তাঁদের জীবনকর্ম আমাদের আদর্শ।
- ❖ **মুসলিম মনীষী :** মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইশ্তিকালের পর তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে আরও মহিমাম্বিত করে তোলেন। জ্ঞানের প্রদীপ বিভিন্ন দেশে প্রজ্জ্বলিত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন অসংখ্য শিবা প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার। আব্বাসি খলিফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাইতুল হিকমার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়। শাসকদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টার ফলে ইতিহাস, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন ও গণিতশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীগণ বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। ফলে মুসলিমগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেন। শিবা বেরে মুসলমানদের অবদানের কথা মানব ইতিহাসে স্বর্ণাধরে লিপিবদ্ধ আছে। মুসলমানগণ হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রেও অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হাদিস শাস্ত্রে ইমাম বুখারি (র), ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র), দর্শনশাস্ত্রে ইমাম গাযালি (র) ও তাফসির শাস্ত্রে ইমাম ইবনে জারির আত-তাবারির (র) অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’ গ্রন্থটির প্রণেতা কে?
 - Ⓐ আল বিলুনি
 - ইবনে সিনা
 - Ⓑ আল রাযি
 - Ⓒ ইবনে রুশদ
২. খলিফা আল-মানসুর কাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন?
 - Ⓐ ইমাম গাযালি (র)
 - Ⓑ ইমাম শাফি (র)
 - Ⓒ ইমাম বুখারি (র)
 - ইমাম আবু হানিফা (র)
৩. ন্যায়বিচার বলতে বোঝায়—
 - i. আইন অনুযায়ী বিচার করা
 - ii. গণমান্যদের সম্মান প্রদর্শন করা
 - iii. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 - Ⓐ i ও ii
 - Ⓑ ii ও iii
 - i ও iii
 - Ⓒ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাফিজ সাহেবের সন্তান যায়েদ বন্ধুদের সাথে মিলে খালেদকে প্রহার করে। খালেদ যায়েদের পিতার কাছে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি তাঁর সন্তানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেন।

৪. হাফিজ সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে?

- Ⓐ হযরত আবু বকর (রা)
- হযরত উমর (রা)
- Ⓑ হযরত উসমান (রা)
- Ⓒ হযরত আলি (রা)

৫. হাফিজ সাহেবের বিচারের ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে—

- i. ভ্রাতৃত্ব
- ii. শান্তি
- iii. শৃঙ্খলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii
- Ⓑ i ও iii
- ii ও iii
- Ⓒ i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

হযরত মুহাম্মদ (স) এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ

সামাজিক প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে জনাব সিহাব চৌধুরী লোকমান সাহেবকে মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। কিছুদিন পর লোকমান সাহেব প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও এ থেকে বিরত থাকেন। এ ধরনের উদারতা দেখে জনাব সিহাব চৌধুরীর মধ্যে বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোনো মানুষের সাথে আর অন্যায় আচরণ করবেন না। গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। সকল কাজকর্মে কুরআন ও হাদিসকে অনুকরণ করে চলবেন।

ক. মদিনা সনদের ধারা কয়টি?

খ. রাসুলের জীবনাদর্শ অনুকরণীয় কেন?

গ. লোকমান সাহেবের আচরণে মহানবি (স)-এর কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সিহাব সাহেবের পরিবর্তন বিদায় হজের ভাষণের আলোকে পর্যালোচনা কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মদিনা সনদের ধারা মোট ৪৭টি।

খ. রাসুল (স) সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর চরিত্রে সব ধরনের সংগুণাবলি পাওয়া যায়। আলরাহ বলেন, ‘অবশ্যই তোমাদের জন্য আলরাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ আলরাহর নির্দেশ মতো রাসুলের জীবনাদর্শ অনুকরণ করে আদর্শ মানুষ হওয়া যায়। এজন্যই রাসুল (স)-এর জীবনাদর্শ অনুকরণীয়।

গ. লোকমান সাহেবের আচরণে মহানবি (স)-এর মক্কা বিজয়পরবর্তী অপরূপ ক্ষমার আদর্শ ফুটে উঠেছে। ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ও মুসলমানদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে। কুরাইশরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসুল (স) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ১০০০০ (দশ হাজার) মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিযানে অভিযান পরিচালনা করেন। অতঃপর বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করে। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন-

‘আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।’ মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স) ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে বমা করে দেন মানবতার ইতিহাসে তা বিরল। এ অপরূপ বমার আদর্শ ফুটে উঠেছে উদ্দীপকের লোকমান সাহেবের আচরণে। সামাজিক প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে সিহাব চৌধুরী তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেন। অথচ কিছু দিন পর লোকমান সাহেব প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও এ থেকে বিরত থাকেন। কেননা তিনি মহানবি (স)-এর মক্কাবিজয় পরবর্তী অপরূপ ক্ষমা থেকে শিবা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বলা যায়, মহানবি (স)-এর আদর্শ অনুসরণ করে উদ্দীপকের লোকমান সাহেব শত্রুবকে বমা করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঘ. সিহাব সাহেবের পরিবর্তন মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো। সামাজিক প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে জনাব সিহাব চৌধুরী লোকমান সাহেবকে মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করলেও উদ্দীপকের লোকমান সাহেব প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও এ

থেকে বিরত থাকেন। এ ধরনের উদারতা দেখে জনাব সিহাব চৌধুরীর মধ্যে বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, কোনো মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ করবেন না, গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। সকল কাজকর্মে কুরআন ও হাদিস অনুকরণ করে চলবেন। বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। জনাব সিহাব চৌধুরী মহানবি (স)-এর এ বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। মহানবি (স) গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলেছেন। জনাব সিহাব চৌধুরীর মধ্যে এ বক্তব্যের প্রতিফলন লব করা যায়। মহানবি (স) আরও বলেছেন, ‘তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী তথা আল-কুরআন এবং রাসুল (স)-এর আদর্শ তথা হাদিস রেখে যাচ্ছি। এগুলো যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।’ জনাব সিহাব চৌধুরী বিপথগামী হতে চান না। একারণে সকল কাজকর্মে তিনি কুরআন ও হাদিস অনুকরণ করে চলতে চান। সুতরাং বলা যায়, জনাব সিহাব সাহেবের পরিবর্তনের মূলে রয়েছে রাসুল (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের প্রভাব।

প্রশ্ন- ২ ▶▶

হযরত ফাতিমা (রা) এবং হযরত উসমান (রা)

জামিল সাহেব টঙ্কী এলাকার একজন শিল্পপতি। তিনি এলাকার মানুষের পানির তীব্র সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি পানির পাম্প স্থাপন করেন। এছাড়া এলাকায় মুসল্লিদের তুলনায় মসজিদ ছোট হওয়ায় উহা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সহধর্মিণী মিসেস নাবিলা নিয়মিত সালাত আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো মেনে চলার আশ্রয় চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সংসারের সকল কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করেন।

ক. কোন সাহাবি তারুক যুদ্ধে সকল সম্পদ ব্যয় করেছিলেন?

খ. ‘হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক’- বুঝিয়ে লেখ।

গ. মিসেস নাবিলা কাজের মাধ্যমে কোন মহীয়সী নারীর আদর্শের অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জামিল সাহেবের কার্যক্রম হযরত উসমান (রা)-এর জীবনাদর্শের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. হযরত আবু বকর (রা) তারুক যুদ্ধে সকল সম্পদ ব্যয় করেছিলেন।

খ. হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচু, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর নীতি ছিল ‘আইন সবার জন্য সমান’। এজন্য মদপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

গ. মিসেস নাবিলা কাজের মাধ্যমে যে মহীয়সী নারীর আদর্শের অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি হলেন মহানবি (স) কলিজার টুকরা নবি তনয়া হযরত ফাতিমা (রা)। ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, হযরত আলি (রা) মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়ার পরও বাসায় কোনো কাজের লোক রাখেননি। তাঁর স্ত্রী রাসুলের (স) আদরের কন্যা ফাতিমা (রা) নিজ হাতে খাঁতায় গম পিষে গুঁড়ো করতেন ও রবটি তৈরি করতেন। উদ্দীপকের শিল্পপতি জামিল সাহেবের স্ত্রী মিসেস নাবিলা নিয়মিত সালাত আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো মেনে চলার আশ্রয় চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সংসারের সকল কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

উদ্দীপকের মিসেস নাবিলা হযরত ফাতিমার জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন পরিচালনার চেষ্টা করছেন।

■ জামিল সাহেব অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। তাঁর কার্যক্রম হযরত উসমান (রা)-এর জীবনাদর্শের আলোকে মূল্যায়ন করা হলো। হযরত উসমান (রা) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তাঁর সম্পদ ব্যয় করেন। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮০০০ (আঠার হাজার) দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। হযরত উসমান (রা) এর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জামিল সাহেবও বিভিন্ন জনহিতকর কাজ করেছেন। তিনি এলাকার মানুষের পানির তীব্র সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি পানির পাম্প স্থাপন করেন এবং মুসল্লিদের তুলনায় মসজিদ ছোট হওয়ায় মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। অতএব একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে, উদ্দীপকের জামিল সাহেবের কার্যক্রম হযরত উসমান (রা)-এর উন্নয়ন জীবনাদর্শের প্রতিফলন মাত্র।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর



প্রশ্ন ১ ১ ॥ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন তুসি কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন তুসি ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ২ ২ ॥ ‘হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালা’ কে রচনা করেন?

উত্তর : ‘হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালা’ রচনা করেন মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারেযমি।

প্রশ্ন ৩ ৩ ॥ প্রথম শ্রেণির গণিতবিদ কে ছিলেন?

উত্তর : প্রথম শ্রেণির গণিতবিদ ছিলেন উমর ইবনে ইবরাহিম আল খৈয়াম।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর



প্রশ্ন ১ ১ ॥ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

উত্তর : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃপতিত। নিচে মহানবি (স)-র সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া হলো-

সামাজিক অবস্থা : মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুল-এর শিক্ষা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তাদের আচার-ব্যবহার ও চালচলন ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জান, মাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুনখারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদ্যপান, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। বরং দাসী হিসেবে বিক্রি করা হতো, ভোগবিলাসের বস্তু মনে করা হতো। তৎকালীন আরব সমাজে দাম্পত্য জীবনের কোনো পবিত্রতা ছিল না। একজন লোক যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং যখন যাকে খুশি তালাক দিত। সে সময় কোনো আইন-কানুন ও ন্যায়নীতি ছিল না। ‘জোর যার মুল্লুক তার’ এটাই ছিল আরবের নীতি। ফলে নানারকম পাপাচারে ভরে গিয়েছিল তখনকার আরবসমাজ।

সাংস্কৃতিক অবস্থা : জাহিলি যুগে আরবের লোকজন অধিকাংশ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত হলেও সাহিত্যের প্রতি তাদের খুব অনুরাগ ছিল। তাদের অনেকেই মুখে মুখে গীতিকবিতা চর্চা করত। তবে নগ্নতা, বেহায়াপনা ও অশরীলতাই ছিল তাদের সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। তৎকালীন আরবে উকায মেলা নামে বাৎসরিক একটি মেলা বসত। মেলায় নগ্ন নৃত্যের আয়োজন করা হতো। ঘোড়দৌড় ও উটের দৌড় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশু ও নারী হত্যা করে তারা উল্লাস করত। মেলায় তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করত। যেসব কবিতা সেরা বিবেচিত হতো তা সোনালি বর্ণে লিখে পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো।

প্রাচীন আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন, নানা কিংবদন্তি ও মুখরোচক কাহিনী এবং বাগিতার প্রচলন ছিল, তবে তাদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ‘কিতাবুল মানাযির’ গ্রন্থখানি কোন বিষয়ের উপর রচিত? [স. বো. '১৬]
☐ রসায়ন ☐ গণিত
☐ চিকিৎসা বিজ্ঞান ☐ দৃষ্টিবিজ্ঞান
২. কোন খলিফার ভাষণ সকল রাষ্ট্রনায়কদের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়? [স. বো. '১৬]
☐ হযরত আবু বকর (রা) এর ☐ হযরত উমর (রা) এর
☐ হযরত উসমান (রা) এর ☐ হযরত আলি (রা) এর
৩. কাকে ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ নামে অভিহিত করা হয়? [স. বো. '১৬]

৪. ইমাম গাযালি (রা) ☐ ইমাম আবু হানিফা (রা)
☐ জাবির ইবনে হাইয়ান ☐ জুননুন মিসরি
৪. জাহিলিয়া যুগের ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আরবদের কোন দিকটি প্রশংসার দাবি রাখে? [স. বো. '১৬]
☐ সামাজিক ব্যবস্থা ☐ অর্থনৈতিক অবস্থা
☐ সংস্কৃতি চর্চা ☐ ধর্মীয় অবস্থা
৫. আস সাবউল মুয়াল্লাকাহ’ অর্থ কী? [স. বো. '১৫]
☐ সাতটি ঝুলন্ত গীতিকবিতা ☐ মুখরোচক কাহিনী
☐ প্রবাদ-প্রবচন ☐ আরবদের জীবনালেখ্য
৬. কোনটির পার্শ্বে ‘জাবালে রহমত’ অবস্থিত? [স. বো. '১৫]
☐ মক্কা শরিফ ☐ মদিনা শরিফ

৭. ইমাম আবু হানিফা (রা) কে ইমাম আজম বা বড় ইমাম বলার কারণ হচ্ছে—
[স. বো. '১৫]
- ক) জীবনে ৫৫ বার হজ করা
খ) একাধারে ৩০ বছর রোযা রাখা
গ) ফিকহ শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখা
ঘ) সর্বাধিক সময় ইবাদতে মগ্ন থাকা
৮. আল-জামি গ্রন্থে কোনগুলো আলোচিত হয়েছে? [স. বো. '১৫]
- ক) পদার্থ, রসায়ন ও চিকিৎসা
খ) গণিত, ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা
গ) জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও চিকিৎসা
ঘ) তাফসির, হাদিস ও ফিকহ
৯. আল-কিন্দি কত খ্রিস্টাব্দে ইস্তিকাল করেন? [স. বো. '১৫]
- ক) ৮৬৪
খ) ৮৭৪
গ) ৮৮৪
ঘ) ৮৯৪
১০. কাওয়ায়েদুল হাম্মাসা' কোন বিষয়ের ওপর লিখিত গ্রন্থ? [স. বো. '১৫]
- ক) ভূগোল
খ) গণিত
গ) রসায়ন
ঘ) পদার্থ
১১. শৈশবকাল হতে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাঝে কীসের দৃষ্টান্ত দেখা যায়?
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
- ক) ঐক্য ও সাম্যের
খ) উদারতার
গ) ন্যায় ও ইনসাফের
ঘ) দয়া ও অনুগ্রহের
১২. রাসুল (স)-এর দাফন ও তাঁর উত্তরাধিকারীর বিষয়ে কার থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমাধান হয়?
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
- ক) হযরত আবু বকর (রা)
খ) হযরত উমর (রা)
গ) হযরত উসমান (রা)
ঘ) হযরত আলি (রা)
১৩. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কত বছর বয়সে কাবা শরিফ পুনর্নির্মাণ করা হয়?
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
- ক) পঁচিশ
খ) পঞ্চাশ
গ) চল্লিশ
ঘ) পঁয়ত্রিশ
১৪. রাসুল (রা) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? [গত. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
- ক) কুরাইশ
খ) তাইম
গ) কায়েস
ঘ) বনুবকর
১৫. আল মানসুরি কত খণ্ডে রচিত? [গত. ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
- ক) ১০
খ) ১২
গ) ১৫
ঘ) ২০
১৬. মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা কার হাতে ছিল?
[মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
- ক) হযরত আবু বকর (রা)-এর
খ) হযরত উমর (রা)-এর
গ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর
ঘ) হযরত আলি (রা)-এর
১৭. ভূকম্পন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন কোন মনীষী? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
- ক) আল মোকাদাসি
খ) আল মাসুদি
গ) ইবনে খালদুন
ঘ) ইবনে আব্দুলরাহ
১৮. মসজিদে নববির বারান্দায় যে শিবায়তন গড়ে তোলা হয় তা হলো—
[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
- ক) বায়তুল হিকমাহ
খ) বায়তুন নূর
গ) বায়তুল ফালাহ
ঘ) সুফফা
১৯. লবধিক হাদিস সনদসহ মুখস্ত করেন—
[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
- ক) ইমাম মালেক (রা)
খ) ইমাম আবু হানিফা (রা)
গ) ইমাম বুখারি (রা)
ঘ) ইমাম গাযালি (রা)
২০. ভূগোলকের অব রেখা পরিমাপ করেন—
[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
- ক) জুননুন মিসরি
খ) জাবির ইবনে হাইয়ান
গ) আল বিরবনি
ঘ) আল কিন্দি
২১. 'কিতাবুল জিবার ওয়াল মুকাবালা'-গ্রন্থখানি—
[ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
- ক) ইতিহাসশাস্ত্র
খ) গণিতশাস্ত্র
গ) ভূগোলশাস্ত্র
ঘ) চিকিৎসাশাস্ত্র
২২. মহানবি (স) মক্কায যে শিবা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন তার নাম কী?
[খুলনা জিলা স্কুল]
- ক) দারবস সালাম
খ) দারবল আরকাম
গ) দারবল আমান
ঘ) বাইতুল হামদ

২৩. "কিতাবুল মানাবির" গ্রন্থের রচয়িতা কে? [খুলনা জিলা স্কুল]
- ক) ইবনে রবশদ
খ) হাসান ইবনে হায়সাম
গ) নাসির উদ্দিন তুসি
ঘ) জাবির ইবনে হাইয়ান
২৪. চরম মিথ্যাবাদীকে কী বলা হয়? [খুলনা জিলা স্কুল]
- ক) কায্যাব
খ) কিযব
গ) কাযিব
ঘ) সিদ্দিক
২৫. মদিনা সনদের মোট কতটি ধারা ছিল? [বরিশাল জিলা স্কুল]
- ক) ৪৭
খ) ৪৮
গ) ৪৯
ঘ) ৪৬
২৬. বসন্ত ও হাম রোগের ওপর আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ নামক গ্রন্থটি রচনাকারী কে? [বরিশাল জিলা স্কুল]
- ক) ইমাম গাযালি
খ) আবু বকর আল রাযি
গ) আল বিরবনি
ঘ) জাবির ইবনে হাইয়ান
২৭. ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কাকে? [বরিশাল জিলা স্কুল]
- ক) হযরত আবু বকর (রা)
খ) হযরত উসমান (রা)
গ) হযরত উমর (রা)
ঘ) হযরত মুয়াবিয়া (রা)
২৮. রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয় কাকে? [নওগাঁ জিলা স্কুল]
- ক) আল রাযিকে
খ) আল কিন্দিকে
গ) ইবনে সিনাকে
ঘ) জাবির ইবনে হাইয়ানকে
২৯. ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেন কে?
[সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
- ক) নাসির উদ্দিন তুসি
খ) উমর খৈয়াম
গ) হাসান ইবনে হায়সাম
ঘ) ইয়াকুত ইবনে আব্দুলরাহ
৩০. ইমাম আবু হানিফা (রা) কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন?
[দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর, সেনানিবাস]
- ক) ৬০
খ) ৭০
গ) ৮০
ঘ) ১০০
৩১. কোন কোন গোত্রের মধ্যে ফিজারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?
[মিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) কুরাইশ ও বনু বকর
খ) কুরাইশ ও কায়স
গ) বদর যুদ্ধ
ঘ) উহুদ যুদ্ধ
৩২. 'উসওয়াতুন' শব্দের অর্থ কী?
[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) জীবনী
খ) চরিত্র
গ) আদর্শ
ঘ) নীতি
৩৩. 'The Middle Books between Geometry and Astronomy' এই বইটি কার লেখা?
[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- ক) হাসান ইবনে হায়সাম
খ) মুসা আল খাওয়ারিজমি
গ) উমর খৈয়াম
ঘ) নাসির উদ্দিন তুসি
৩৪. পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সথবিধান কোনটি?
[পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
- ক) ব্রিটিশ সথবিধান
খ) গ্রিক সথবিধান
গ) যুক্তরাজ্য সথবিধান
ঘ) মদিনা সনদ
৩৫. বীজগণিতের প্রথম আবিষ্কারক কে?
[সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
- ক) আলমাসুদি
খ) তাবারি
গ) আল-খাওয়ারেযমি
ঘ) আল বিরুনি
৩৬. 'কানুন ফিততিব্ব' গ্রন্থখানি কোন বিষয়ের ওপর রচিত?
[সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
- ক) রসায়ন
খ) গণিত
গ) চিকিৎসা
ঘ) পদার্থ
৩৭. 'কামুস' দুর্গ জয় করার গৌরব অর্জন করেন—
[সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
- ক) হযরত খালেদ (রা)
খ) হযরত আলি (রা)
গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা)
ঘ) হযরত মুহাম্মদ (স)
৩৮. দারবল আরকাম একটি—
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
- ক) লাইব্রেরি
খ) মসজিদ
গ) বিজ্ঞানাগার
ঘ) শিবা প্রতিষ্ঠান
৩৯. হাজ্জাহ ইবন ইউসুফ কুরআন মাজিদের কী প্রবর্তন করেন?
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
- ক) মনজিল
খ) পারা
গ) রবকু
ঘ) হরকত
৪০. জ্যামিতিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে পৃথক করে বর্ণনা করেন—

[সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]	
৪১. ইমাম বুখারি একাধারে কয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন?	৩৩ মুসা আল খাওয়ারেযমি ৩৪ হাসান ইবনে হায়সাম ৩৫ উমর খৈয়াম ৩৬ নাসির উদ্দিন তুসি
[বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]	
৪২. 'বায়াতুল হিকমাহ' কোথায় অবস্থিত?	৩৭ ৪ ৩৮ ৫ ৩৯ ৬ ৪০ ৭
[ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]	
৪৩. 'বাইতুল হিকমাহ' কে প্রতিষ্ঠা করেন?	৩১ রোমে ৩২ পারস্যে ৩৩ বাগদাদে ৩৪ মদিনায়
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]	
৪৪. "আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ" কী বিষয়ক গ্রন্থ?	৩৫ রাসুল (স) ৩৬ আবু বকর (রা) ৩৭ উমর (রা) ৩৮ খলিফা মামুন
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]	
৪৫. বুহায়রা মহানবি (স) কে কী বলে উল্লেখ করেন?	৩৯ দৃষ্টি বিজ্ঞান ৪০ অরবি অভিধান ৪১ চিকিৎসা ৪২ ভ্রমণ
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]	
৪৬. রসায়ন শাস্ত্রে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?	৪৩ শেষ নবি ৪৪ বুন্দিমান বালক ৪৫ অসাবধান বালক ৪৬ আদর্শ বালক
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]	
৪৭. ইমাম বুখারি (র) কতজন হাদিস বিশারদ এর সামনে হাদিস মুখস্থের পরীক্ষা দেন?	৪৭ আলবিরবনি ৪৮ আল খাওয়ারিযমি ৪৯ উমর খৈয়াম ৫০ জাবির ইবন হাইয়ান
[নওয়াব ফয়জুল্লাহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]	
৪৮. 'মুজামুল বুলদান' কোন ধরনের গ্রন্থ?	৫১ একশত ৫২ দুইশত ৫৩ তিনশত ৫৪ চারশত
[ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]	
৪৯. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাকুর তার ছেলেকে মদ্যপানের অপরাধে কঠিন শাস্তি দিলেন। শাকুর সাহেবের কাজে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে?	৫৫ তাফসির ৫৬ হাদিস ৫৭ ইতিহাস ৫৮ ভূগোল
[ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]	
৫০. 'মুজামুল বুলদান' গ্রন্থের রচয়িতা—	৫৯ হযরত আবু বকর (রা) ৬০ হযরত উমর (রা) ৬১ হযরত উসমান (রা) ৬২ হযরত আলি (রা)
[চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]	
৫১. 'হিলফুল ফয়ল' হচ্ছে—	৬৩ উমর খৈয়াম ৬৪ আল-খাওয়ারেযমি ৬৫ ইয়াকুত ইবনে আব্দুলরাহ ৬৬ হাসান ইবনে হায়সাম
[চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]	
৫২. হযরত মুহাম্মদ (স) নবি হবেন এ ভবিষ্যদ্বাণী সর্বপ্রথম কে করেছিলেন?	৬৭ শান্তি চুক্তি ৬৮ শান্তি সংঘ ৬৯ মৈত্রী চুক্তি ৭০ জাতিসংঘ
[চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]	
৫৩. রাসুল (স) কত বছর গোপনে দাওয়াতের কাজ করেছেন?	৭১ ওয়ারাকা ৭২ বুহায়রা ৭৩ খাদিজা ৭৪ আমিনা
[নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]	
৫৪. হযরত উমর (রা) স্বীয় পুত্রকে শাস্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—	৭৫ দুই ৭৬ তিন ৭৭ চার ৭৮ পাঁচ
[নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]	
৫৫. হযরত উমর (রা) স্বীয় পুত্রকে শাস্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—	৭৯ সততা ও মানবতা ৮০ ন্যায়বিচার ও সাম্য ৮১ আমানতদারিতা ৮২ ভালোবাসা ও সম্প্রীতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৫. রিপন সাহেব একজন বিচারক। তার ন্যায় বিচারের ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে—
- [পাবনা জিলা স্কুল]
- ভ্রাতৃত্ব
 - শান্তি
 - শৃঙ্খলা
- নিচের কোনটি সঠিক?

৫৬. মহানবি (স) এর শিশু চরিত্রে অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে—
- [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
- ইনসাফের
 - সততার
 - আমানতদারীর
- নিচের কোনটি সঠিক?
৫৭. হযরত উমর (রা) এর সময় কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
- [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
- গণতান্ত্রিক
 - স্বৈরতান্ত্রিক
 - জবাবদিহিমূলক
- নিচের কোনটি সঠিক?
৫৮. হযরত আলি (রা)—এর নাম ছিল—
- [ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- আবু তোরাব
 - আবুল হাসান
 - আতিক
- নিচের কোনটি সঠিক?
৫৯. "আলকানুন ফিত-তিব্ব"—গ্রন্থটিকে বাইবেল বলার কারণ—
- [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
- এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না
 - আধুনিক বিশ্বেও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে পাঠদান করা হচ্ছে
 - চিকিৎসা সম্প্রদায়ী যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য সমাবেশ
- নিচের কোনটি সঠিক?
৬০. হযরত উমর (রা)—এর বৈশিষ্ট্য—
- [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেনাবাদ, রাজশাহী]
- ন্যায় ও ইনসাফ
 - কঠোরতা
 - গণতন্ত্রমণা
- নিচের কোনটি সঠিক?
৬১. হযরত আবু বকর (রা) উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রকে বিকৃতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রবা করেন—
- [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
- কুরআন সংকলন করে
 - ভণ্ড নবিদের দমন করে
 - যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন করে
- নিচের কোনটি সঠিক?
৬২. 'কিতাবুল মানাযির' গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য—
- [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
- দৃষ্টি বিজ্ঞানের মৌলিক বই
 - চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ
 - গণিত শাস্ত্রের বিশ্বকোষ
- নিচের কোনটি সঠিক?

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪ প্রশ্নের উত্তর দাও :
- বন্দর জামে মসজিদের খতিব সাহেব উপস্থিত মুসলিমদের বেশি বেশি করে আল্লাহর রাস্তায় দান করতে উৎসাহিত করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনাব 'ক' তাঁর সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।
- [স. বো. '১৬]

৬৩. জনাব ‘ক’ এর কার্যক্রমের সাথে ‘খুলাফায়ে রাশেদুনের’ কোন খলিফার কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ?

- হযরত আবু বকর (রা) ৩৭ হযরত উমর (রা)
৩৮ হযরত উসমান (রা) ৩৮ হযরত আলি (রা)

৬৪. উল্লিখিত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো—

- i. বয়স্কদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন
ii. কঠোরহস্তে ভণ্ড নবিদের দমন করেন
iii. আল-কুরআনকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ৩৯ i ও ii ৩৯ ii ও iii ৩৯ i ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গাজীপুর ইউনিয়নের খান এবং ভূঁইয়া বংশ তাদের নিজ নিজ সুনামের জন্য বিখ্যাত। তবে কিছুদিন ধরে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। খানেরা অন্যায়ভাবে ভূঁইয়াদের ওপর আক্রমণ চালায়। পরিস্থিতি ভয়াবহ দেখে গ্রামের একজন নামকরা সমাজসেবক কতিপয় শান্তিকামী লোক নিয়ে একটি সংঘ গঠন করেন যা গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। [দিনাজপুর জিলা স্কুল]

৬৫. অনুচ্ছেদের ঘটনাটি রাসূল (স)—এর কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত?

- ৩৯ হিজরত ● হিলফুল ফযুল গঠন
৩৯ মদিনায় আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৩৯ হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপন

৬৬. উক্ত ঘটনাটির প্রেক্ষাপট কী ছিল?

- ৩৯ বদর যুদ্ধের বিভীষিকা ● ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা
৩৯ কাফিরদের নির্মম অত্যাচার ৩৯ মুসলমানদের ইসলাম গ্রহণ

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➔ পাঠ-১ : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)—এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৫৫

At a Glance

- আরবরা অনেকেই মুখে মুখে চর্চা করত— গীতি কবিতা।
- আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ— মুহাম্মদ (স)।
- রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল— মুহাম্মদ (স)।
- রাসূল (স)—এর ওপর নাজিল হয়— আল-কুরআন।
- আইয়ামে জাহিলিয়া অর্থ— অজ্ঞতার যুগ।
- জাহিলি যুগে আরবের অধিকাংশ লোক ছিল— নিরবর ও অশিবিত।
- তৎকালীন আরবের বাৎসরিক মেলার নাম ছিল— উকায মেলা।
- আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ— আস সাবউল মুআলরাকাত।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৭. আলরাহ তায়াল্লা নবি—রাসূল প্রেরণ করেছিলেন কেন? (অনুধাবন)

- ৩৯ পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করার জন্য
● মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য
৩৯ মানুষকে কৃষিকাজ শেখানোর জন্য
৩৯ মানুষকে নিরাপত্তা দানের জন্য

৬৮. মহান আলরাহ হযরত মুহাম্মদ (স) কে কেন প্রেরণ করেছিলেন? (জ্ঞান)

- ৩৯ আরব দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য
৩৯ পৃথিবীর সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য
৩৯ রাজনৈতিক ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ার জন্য
● মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য

৬৯. রাসূল (স)—এর আগমনের পূর্বে আরবের মানুষ কেমন ছিল? (অনুধাবন)

- ৩৯ ধ্যান-জ্ঞানে মগ্ন থাকত
৩৯ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সাম্যে বিশ্বাসী ছিল
● বর্বরতা ও অজ্ঞতার মাঝে লিপ্ত ছিল
৩৯ সামাজিক আতিথেয়তা ও শান্তিতে বসবাস করত

৭০. রাসূল (স)—এর আগমনের পূর্বে পবিত্র কাবায় কতটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল? (জ্ঞান)

- ৩৯ ৩৪০ ৩৯ ৩৫০ ● ৩৬০ ৩৯ ৩৭০

৭১. মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন কে? (জ্ঞান)

- ৩৯ ইমাম বুখারি (রা) ৩৯ ইমাম আবু হানিফা (রা)
● মহানবি (স) ৩৯ ইমাম মালেক (রা)

৭২. আরবদের আচার-ব্যবহার ছিল— (জ্ঞান)

- ৩৯ মাধুর্যতাপূর্ণ ৩৯ অমায়িক
৩৯ সুন্দর ● মানবতাবিরোধী

৭৩. ‘আইয়ামে জাহিলিয়া’ অর্থ কী? (জ্ঞান)

- অজ্ঞতার যুগ ৩৯ আলোর যুগ
৩৯ নবযুগ ৩৯ আধুনিক যুগ

৭৪. রূ পনগর এলাকার বাসিন্দারা ব্যভিচার, রাহাজানি, খুন-খারাবি, অপহরণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। তাদের এরূপ আচরণ কোন যুগের কার্যকলাপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

- ৩৯ প্রাচীন ৩৯ আধুনিক
● জাহিলি ৩৯ মধ্য

৭৫. জয়াদের গ্রামের নারী সমাজের কোনো মর্যাদা নেই। প্রায় সময় নারীদের উপর পুরুষেরা অত্যাচার করে। জয়াদের গ্রামের নারীদের অবস্থা কোন যুগের নারীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। (প্রয়োগ)

- ৩৯ স্যাসেনীয় ● জাহিলিয়া ৩৯ প্রাচীন ৩৯ বর্তমান

৭৬. কারা কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত? (জ্ঞান)

- আরবরা ৩৯ কাফিররা
৩৯ তায়েফবাসীরা ৩৯ মুশরিকরা

৭৭. আমবাঙ্গ শহরের জনগণ অশিবিত নিরবর হলেও সাহিত্যের প্রতি তাদের বিশেষ অনুরাগ রয়েছে। জাহিলি যুগের কাদের সাথে এদের তুলনা করা যায়? (প্রয়োগ)

- আরবদের ৩৯ আমেরিকানদের
৩৯ ইহুদিদের ৩৯ বিধর্মীদের

৭৮. জাহিলি যুগে আরবে কোন মেলার প্রচলন ছিল? (জ্ঞান)

- ৩৯ বৈশাখী ● উকায
৩৯ বই ৩৯ সারদীয়

৭৯. ‘আস—সাবউল মুআলরাকাত’ জাহিলি যুগেই রচিত। এরূপ কবিতা রচনার ফলে আরবরা কী অর্জন করেছিল? (উচ্চতর দর্পতা)

- ৩৯ ধন-সম্পদ ● খ্যাতি
৩৯ নেতৃত্ব ৩৯ কর্তৃত্ব

৮০. আরবরা জাহিলি যুগেই বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল কেন? (অনুধাবন)

- ৩৯ অমায়িক ব্যবহারের কারণে ৩৯ গান রচনার কারণে
● কবিতা রচনার কারণে ৩৯ সুন্দর বাচনভঙ্গির কারণে

৮১. যখন তোমরা আলরাহর কিতাবের কোনো কিছু বুঝতে না পার তবে তার অর্থ আরবদের কবিতায় তালাশ কর।— এর মর্মার্থ কী? (উচ্চতর দর্পতা)

- ৩৯ তাদের কবিতা খুব উন্নতমানের ছিল
৩৯ কবিতার দ্বারা তারা জীবিকা নির্বাহ করত
● কবিতা তাদের জীবনালেখ্য ছিল
৩৯ কবিতা দ্বারা তারা মুখরোচক কাহিনী তৈরি করত

৮২. মুখরোচক কাহিনী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)

- ৩৯ আরবদের বাড়িতে ৩৯ আরবদের কাহিনীতে
● আরবদের কবিতায় ৩৯ মক্কার কাবাঘরে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৩. রাসূল (স)—এর আবির্ভাবের সময় আরবের লোকেরা নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল— (অনুধাবন)

- i. অনাচারে ii. পাপাচারে

iii. অত্যাচারে নিচের কোনটি সঠিক? <input type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii <input type="radio"/> ii ও iii <input checked="" type="radio"/> i, ii ও iii	
৮৪. জাহিলি যুগে আরবের লোকদের আচার-আচরণ ও চালচলন ছিল— (অনুধাবন) i. বর্বর ii. মানবতাবিরোধী iii. স্বাভাবিক নিচের কোনটি সঠিক? <input checked="" type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii <input type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii	
৮৫. প্রাক ইসলামি যুগকে আইয়ামে জাহিলিয়া বলা হয়, কারণ— (উচ্চতর দরজা) i. তখন মানুষ অজ্ঞতা ও বর্বরতায় লিপ্ত ছিল ii. সাহিত্যের প্রতি মানুষের বিশেষ অনুরাগ ছিল iii. নারী সমাজকে সামাজিক জীব হিসেবে মনে করা হতো না নিচের কোনটি সঠিক? <input type="radio"/> i ও ii <input checked="" type="radio"/> i ও iii <input type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii	
৮৬. জাহিলি যুগে নারী সমাজ— (অনুধাবন) i. বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল ii. ভোগ-বিলাসের বস্তু ছিল iii. অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল নিচের কোনটি সঠিক? <input type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii <input checked="" type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii	
৮৭. জাহিলি যুগের আরবসমাজ নিরবর ও অজ্ঞ থাকলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল। কারণ— (উচ্চতর দরজা) i. তারা কবিতা রচনা করত ii. বাগ্মিতায় তাদের পাণ্ডিত্য ছিল iii. তারা অতিথিপরায়ণ ছিল নিচের কোনটি সঠিক? <input checked="" type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii <input type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii	

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মানিকগঞ্জ গ্রামের অনেক যুবকই মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন ও বিক্রি করে। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে প্রায়ই মারামারি ও খুন-খারাবি হয়।

৮৮. মানিকগঞ্জ গ্রামে কোন যুগের আচরণ পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)

- ☒ সমকালীন যুগের ☐ মাদানি যুগের
☒ জাহিলি যুগের ☐ ইসলামি যুগের

৮৯. ঐ গ্রামের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমাদের করণীয় হলো—(উচ্চতর দরজা)

- i. দৌনের দাওয়াত দেওয়া
 ii. রাসুলের আদর্শ তুলে ধরা
 iii. তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ☒ i ও ii ☐ i ও iii ☐ ii ও iii ☐ i, ii ও iii

➡ পাঠ-২ : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৫৬

- ফিজার যুদ্ধ স্থায়ী হয়— ৫ বছর।
- জাতিসংঘ ঋণি— হিলফুল ফযুলের কাছে।
- রাসুল (স) জন্মগ্রহণ করেন— কুরাইশ বংশে।
- মহানবি (স)-এর মাতার নাম— আমিনা।
- হারবুল ফিজার অর্থ— অন্যায় যুদ্ধ।
- হিলফুল ফযুল অর্থ— শান্তিসংঘ।
- মহানবি (স)-এর দুধ মাতার নাম— হালিমা।
- শৈশবকাল থেকে মুহাম্মদ (স) ছিলেন— সত্যবাদী ও শান্তিকামী।
- মহানবি (স) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানকারী পাদ্রী হলেন— বুহায়রা।

At a Glance

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯০. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান) <input type="radio"/> কায়েস <input checked="" type="radio"/> কুরাইশ <input type="radio"/> বনু তাইম <input type="radio"/> বনু নাজির	
৯১. মহানবি (স)-এর জন্ম কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান) <input checked="" type="radio"/> ৫৭০ <input type="radio"/> ৬৭০ <input type="radio"/> ৭৭০ <input type="radio"/> ৮৭০	
৯২. মহানবি (স)-এর পিতার নাম কী? (জ্ঞান) <input type="radio"/> আব্বাস <input checked="" type="radio"/> আব্দুল্লাহ <input type="radio"/> মুত্তালিব <input type="radio"/> হাশিম	
৯৩. মহানবি (স)-এর মায়ের নাম কী? (জ্ঞান) <input type="radio"/> হালিমা <input type="radio"/> রহিমা <input checked="" type="radio"/> আমিনা <input type="radio"/> খাদিজা	
৯৪. মহানবি (স)-এর নানার নাম কী? (জ্ঞান) <input type="radio"/> আবু বকর <input type="radio"/> জুহুরি <input type="radio"/> নওফেল <input checked="" type="radio"/> ওয়াহাব	
৯৫. মহানবি (স)-এর দাদার নাম কী? (জ্ঞান) <input type="radio"/> আবু তালিব <input checked="" type="radio"/> আব্দুল মুত্তালিব <input type="radio"/> আব্দুল্লাহ <input type="radio"/> আবুল হাশিম	
৯৬. মহানবি (স)-এর আহমাদ নাম কে রাখেন? (জ্ঞান) <input checked="" type="radio"/> তাঁর মাতা <input type="radio"/> তাঁর পিতা <input type="radio"/> তাঁর দাদা <input type="radio"/> তাঁর নানা	
৯৭. মহানবি (স)-কে লালনপালন করেন কে? (জ্ঞান) <input type="radio"/> খাদিজা <input type="radio"/> আয়িশা <input checked="" type="radio"/> হালিমা <input type="radio"/> জুবাইদা	
৯৮. শৈশবকালে দুধ ভাইয়ের জন্য এক স্তন রেখে দিয়ে রাসুল (স) দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— (জ্ঞান) <input type="radio"/> শান্তি ও সমৃদ্ধির <input checked="" type="radio"/> ন্যায় ও ইনসাফের <input type="radio"/> আদর ও ভালোবাসার <input type="radio"/> স্নেহ ও মমতার	
৯৯. মহানবি (স) তার ধাত্রীমাতা হালিমার একটি স্তন পান করতেন এবং অন্যটি তাঁর দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। এটি কিসের দৃষ্টান্ত? (প্রয়োগ) <input type="radio"/> সহানুভূতির <input type="radio"/> ভালোবাসার <input type="radio"/> বদান্যতার <input checked="" type="radio"/> ইনসাফের	
১০০. বিবি হালিমার একটি স্তন শিশুনবি (স) কার জন্য রেখে দিতেন? (জ্ঞান) <input checked="" type="radio"/> দুধ ভাইয়ের <input type="radio"/> চাচাতো ভাইয়ের <input type="radio"/> দুধবোনের <input type="radio"/> চাচাতো বোনের	
১০১. মহানবি (স)-এর দুধ ভাইয়ের নাম কী? (জ্ঞান) <input type="radio"/> আসাদুল্লাহ <input type="radio"/> উবায়দুল্লাহ <input checked="" type="radio"/> আব্দুল্লাহ <input type="radio"/> হযরত আলি (রা)	
১০২. কত বছর বয়সে মহানবি (স) তাঁর মাকে হারান? (জ্ঞান) <input checked="" type="radio"/> ছয় <input type="radio"/> সাত <input type="radio"/> আট <input type="radio"/> নয়	
১০৩. মাতার ইন্তিকালের পর মহানবি (স)-এর লালনপালনের দায়িত্ব নেন কে? (জ্ঞান) <input type="radio"/> চাচা আবু তালিব <input checked="" type="radio"/> দাদা আব্দুল মুত্তালিব <input type="radio"/> দাসী সুওয়াইবা <input type="radio"/> আবু জাহেল	
১০৪. কত বছর বয়সে মহানবি (স) তাঁর দাদাকে হারান? (জ্ঞান) <input type="radio"/> ৬ <input type="radio"/> ৭ <input checked="" type="radio"/> ৮ <input type="radio"/> ৯	
১০৫. দাদার মৃত্যুর পর মহানবি (স)-এর লালনপালনের দায়িত্ব নেন কে? (জ্ঞান) <input type="radio"/> চাচা আব্বাস (রা) <input checked="" type="radio"/> চাচা আবু তালিব <input type="radio"/> চাচা আবু জাহেল <input type="radio"/> নানা ওয়াহাব	
১০৬. মেসপালক রাখাল বালকদের জন্য মহানবি (স) উত্তম আদর্শ ছিলেন কেন? (অনুধাবন) <input checked="" type="radio"/> তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন বলে <input type="radio"/> তাদের সাথে খাবার খেতেন বলে <input type="radio"/> তাদের কাজে সহযোগিতা করতেন বলে <input type="radio"/> তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতেন বলে	
১০৭. মেসপালক রাখাল বালকদের সাথে মহানবি (স) কেমন আচরণ করতেন? (জ্ঞান) <input checked="" type="radio"/> বন্ধুত্বপূর্ণ <input type="radio"/> রূঢ় <input type="radio"/> উত্তেজনাপূর্ণ <input type="radio"/> শত্রুবতামূলক	
১০৮. চাচার সাথে মহানবি (স) সিরিয়ায় যান কী উদ্দেশ্যে? (জ্ঞান) <input type="radio"/> শিবার <input checked="" type="radio"/> ভ্রমণের	

- ব্যবসার ③ দীনের দাওয়াতের
১০৯. মহানবি (স) ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোথায় গিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
 ③ ইরাক ④ মিসর ⑤ ইরান ● সিরিয়া
১১০. ফিজার যুদ্ধ কখন হয়েছিল? (জ্ঞান)
 ● নিষিদ্ধ মাসে ③ প্রসিদ্ধ মাসে
 ④ মহররম মাসে ⑤ শাওয়াল মাসে
১১১. কুরাইশদের ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল কারা? (জ্ঞান)
 ③ জুরহাম গোত্র ④ কায়নুকা গোত্র
 ● কায়স গোত্র ⑤ সামুদ গোত্র
১১২. জয়দেবপুর ইউনিয়নের মন্ডল বংশ অন্যায়ভাবে ফতে বংশের লোকের সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ ঘটনা রাসুল (স)-এর সময়ের কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? (প্রয়োগ)
 ● হারবুল ফিজারের ③ মিরাজের
 ④ ওহুদ যুদ্ধের ⑤ বদর যুদ্ধের
১১৩. হারবুল ফিজার বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
 ③ ন্যায় যুদ্ধ ④ ন্যায় ফায়সালা ● অন্যায় যুদ্ধ ⑤ ন্যায় বিচার
১১৪. পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল কোন যুদ্ধ? (জ্ঞান)
 ③ বদর যুদ্ধ ④ ওহুদ যুদ্ধ ● ফিজার যুদ্ধ ⑤ তাবুক যুদ্ধ
১১৫. ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যব করে মহানবি (স)-এর অন্তর কেঁদে উঠে। এর প্রকৃত কারণ কী? (উচ্চতর দর্শন)
 ③ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি ④ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন
 ⑤ যুদ্ধে তাঁর আপনজন মারা গিয়েছিল ● বহুলোক আহত-নিহত হয়েছিল
১১৬. মহানবি (স) কাদের নিয়ে 'হিলফুল ফযুল' গঠন করেছিলেন? (জ্ঞান)
 ③ কিশোরদের ● যুবকদের
 ④ বৃদ্ধদের ⑤ কিশোর ও যুবকদের
১১৭. সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গঠন করা হয় জাতিসংঘ। এটি মহানবি (স)-এর কোন কাজের সাথে তুলনীয়? (প্রয়োগ)
 ③ হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপন ④ মদিনা সনদ প্রণয়ন
 ● হিলফুল ফযুল গঠন ⑤ মদিনায় হিজরত
১১৮. বর্তমান বিশ্বের জাতিসংঘ হিলফুল ফযুলের কাছে অনেকাংশে ঋণী। এর কারণ কী? (উচ্চতর দর্শন)
 ● এটি যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট
 ③ এটি দুর্বল দেশকে সামরিক সাহায্য করে
 ④ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দান করে
 ⑤ এটি মানুষকে পাপাচার থেকে মুক্ত করে
১১৯. মহানবি (স) 'হিলফুল ফযুল' গঠন করেছিলেন কেন? (অনুধাবন)
 ③ আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনের জন্য ④ রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য
 ● শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ⑤ যুবকদেরকে একত্রিত করার জন্য
১২০. 'আল-আমিন' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
 ③ সত্যবাদী ④ আমানতদারী
 ● বিশ্বাসী ⑤ ন্যায়নিষ্ঠ
১২১. 'আল-আমিন' কার উপাধি ছিল? (জ্ঞান)
 ● হযরত মুহাম্মদ (স) ③ হযরত আবু বকর (রা)
 ④ হযরত উমর (রা) ⑤ হযরত উসমান (রা)
১২২. নবুয়ত প্রাপ্তির পর যারা মহানবি (স) কে অস্বীকার করেছিল তারাও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। এর প্রকৃত কারণ কী? (উচ্চতর দর্শন)
 ● সত্যবাদিতা ③ দায়িত্বশীলতা ④ বুদ্ধিমত্তা ⑤ চতুরতা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৩. শৈশবকাল হতেই মহানবি (স) ছিলেন— (অনুধাবন)
 i. সত্যবাদী ii. শান্তিকামী
 iii. উদাসীন

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ③ i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
১২৪. তৎকালীন আরবের লোকজন মহানবি (স)-কে আল-আমিন উপাধি দিয়েছিল— (প্রয়োগ)
 i. চারিত্রিক গুণাবলির কারণে
 ii. আমানতদারিতার কারণে
 iii. সত্যবাদিতার কারণে
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ⑤ ii ও iii ● i, ii ও iii
১২৫. হিলফুল ফযুল বা শান্তিসংঘের উদ্দেশ্য ছিল— (উচ্চতর দর্শন)
 i. আত্মের সেবা করা
 ii. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা
 iii. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ④ ii ⑤ i ও ii ● i, ii ও iii
১২৬. রাসুল (স) কে তৎকালীন আরবের লোকজন আল-আমিন উপাধি দিয়েছিলেন। কারণ— (উচ্চতর দর্শন)
 i. তিনি দায়িত্বশীল ছিলেন
 ii. তিনি দেখতে অসাধারণ সুন্দর ছিলেন
 iii. আমানতদার হিসেবে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন
- নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ● i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাজিপুর ও গাজীপুর পাশাপাশি দু'গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বহুদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। তারা প্রায়ই পরস্পর মারামারি করত। এ প্রেক্ষাপটে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হেলাল মিয়া'র উভয় গ্রামের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে একটি শান্তিসংঘ গঠন করেন, যা পরবর্তীতে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।

১২৭. চেয়ারম্যান হেলাল মিয়া'র কাছে মহানবি (স)-এর কোন কাজের প্রতিফলন ঘটেছে? (প্রয়োগ)

- ③ হুদায়বিয়ার সন্ধি ④ মদিনায় হিজরত
 ● হিলফুল ফযুল গঠন ⑤ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

১২৮. এ কাজের ফলে— (উচ্চতর দর্শন)

- i. সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে
 ii. মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে
 iii. পারস্পরিক সম্মতি বজায় থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii ● i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

➡ পাঠ-৩ : হযরত মুহাম্মদ (স)এর যৌবনকাল, নবুয়ত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার ➡

At a Glance

বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৫৭

- রাসুল (স) কে ব্যবসার দায়িত্ব দিয়েছিলেন— হযরত খাদিজা (রা)।
- ব্যবসায়িক কাজে রাসুল (স) গিয়েছিলেন— সিরিয়াতে।
- রাসুল (স) নবুয়ত প্রাপ্ত হন— ৪০ বছর বয়সে।
- রাসুল (স) সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত দেন— নিকট আত্মীয়দের।
- সর্বপ্রথম নাজিলকৃত সূরা— সূরা আল-আলাক।
- সর্বদা মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন— মহানবি (স)।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৯. তৎকালীন আরবের ধনাঢ্যদের অন্যতম ছিলেন কে? (জ্ঞান)
 ③ হযরত আয়িশা (রা) ● হযরত খাদিজা (রা)

১৩০. খাদিজা (রা) নিজ ব্যবসায়ের দায়িত্ব মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অর্পণ করেন কেন? (অনুধাবন)
- ক মুহাম্মদ (স)-এর বদান্যতার কারণে
খ মুহাম্মদ (স)-এর বংশ মর্যাদার কারণে
● মুহাম্মদ (স)-এর সত্যতা ও চারিত্রিক মাধুর্যের কারণে
গ মুহাম্মদ (স)-এর শারীরিক শক্তির কারণে
১৩১. যুবক হয়েও খাদিজা (রা)-এর ব্যবসায় হযরত মুহাম্মদ (স) যে দায়িত্বশীলতা ও সত্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সর্বকালের সকল যুবকদের জন্য কী? (উচ্চতর দরত)
- ক দৃষ্টান্তমূলক কাজ
খ ফল প্রকাশ
● অনুকরণীয় আদর্শ
গ জীবন বৃত্তান্ত
১৩২. হযরত খাদিজা (রা) মাইসারাকে মুহাম্মদ (স)-এর সাথে সিরিয়া পাঠান কেন? (অনুধাবন)
- ক মুহাম্মদ (স)-কে সেবা করার জন্য
● মুহাম্মদ (স)-এর গুণাগুণ উপলব্ধি করার জন্য
গ মুহাম্মদ (স)-কে ব্যবসার কাজে সাহায্য করার জন্য
ঘ মুহাম্মদ (স)-এর কাজ তদারকি করার জন্য
১৩৩. হযরত খাদিজার (রা) বিশ্বস্ত কর্মচারীর নাম কী? (জ্ঞান)
- ক মাইমুনা
● মাইসারা
গ মাহমুদা
ঘ মাদিশা
১৩৪. খাদিজার সাথে মুহাম্মদ (স)-এর বিবাহের প্রস্তাব পাঠান কে? (জ্ঞান)
- খাদিজা (রা) নিজেই
খ মুহাম্মদ (স)
গ আবু বকর (রা)
ঘ আবু তালিব
১৩৫. কার অনুমতি নিয়ে মুহাম্মদ (স) খাদিজাকে বিবাহ করেন? (জ্ঞান)
- ক আবু বকর (রা)
খ চাচা আবু জেহেল
● চাচা আবু তালিব
ঘ দাদা আব্দুল মুত্তালিব
১৩৬. মহানবি (স)-এর প্রথম স্ত্রীর নাম কী? (জ্ঞান)
- খাদিজা (রা)
খ আয়িশা (রা)
গ সাওদা (রা)
ঘ রহিমা (রা)
১৩৭. খাদিজা (রা)-এর সাথে বিয়ের সময় মুহাম্মদ (স)-এর বয়স কত ছিল? (জ্ঞান)
- ক বিশ
● পঁচিশ
গ চল্লিশ
ঘ পঞ্চাশ
১৩৮. ধনাঢ্য পিতার একমাত্র মেয়েকে বিবাহ করে সান্তার বিপুল সম্পদের মালিক হলেও নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করে তা আত্মমানবতার সেবায় ব্যয় করেন। সান্তার চরিত্রে কার আদর্শ ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
- হযরত মুহাম্মদ (স)
খ হযরত আবু বকর (রা)
গ হযরত উমর (রা)
ঘ হযরত উসমান (রা)
১৩৯. নির্মিতব্য মসজিদের ডিজাইন পরিকল্পনা নিয়ে মসজিদ কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ইমাম সাহেবের বিচরণ ফয়সালা সকলে মেনে নেয়। এ ঘটনা রাসুলের (স) জীবনের কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? (প্রয়োগ)
- ক মদিনা সনদ প্রণয়ন
● হাজরে আসওয়াদ স্থাপন
গ হিলফুল ফযুল গঠন
ঘ মসজিদে নববি নির্মাণ
১৪০. 'হাজরে আসওয়াদ' বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
- ক কাবায় স্থাপিত মূর্তি
● কাবায় স্থাপিত কালো পাথর
গ মক্কায় নির্মিত মসজিদ
ঘ যমযম কূপ
১৪১. হযরত মুহাম্মদ (স) বিচার ফায়সালা কীভাবে করতেন? (অনুধাবন)
- ক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে
● বিচরণতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে
গ যুক্তি ও তর্কের ভিত্তিতে
ঘ আত্মীয়তা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে
১৪২. হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে আরব গোত্রের বিরোধ মীমাংসা করেন কে? (জ্ঞান)
- ক হযরত ইসমাইল (আ)
● হযরত মুহাম্মদ (স)
গ হযরত ইবরাহিম (আ)
ঘ হযরত ইসা (আ)

১৪৩. যে পর্বতের গুহায় মহানবি (স)-এর নিকট প্রথম ওহি নাজিল হয় তার নাম কী? (জ্ঞান)
- ক সাফা
খ মারওয়া
● হেরা
ঘ সিনাই
১৪৪. হযরত মুহাম্মদ (স) কোথায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন? (জ্ঞান)
- ক সাফা পাহাড়ে
খ মারওয়া পাহাড়ে
● হেরা গুহায়
ঘ সওর পাহাড়ে
১৪৫. কত বছর বয়সে মুহাম্মদ (স) নবুয়তপ্রাপ্ত হন? (জ্ঞান)
- ক ৩০
● ৪০
গ ৫০
ঘ ৬০
১৪৬. রাসুল (স)-এর ওপর কোন গ্রন্থটি অবতীর্ণ হয়? (জ্ঞান)
- আল-কুরআন
খ তাওরাত
গ যাবুর
ঘ ইনজিল
১৪৭. মহানবি (স) কত বছর গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন? (জ্ঞান)
- ক দুই
● তিন
গ চার
ঘ পাঁচ
১৪৮. মহানবি (স) সর্বপ্রথম কাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
- ক কুরাইশ বংশের লোকদেরকে
খ মক্কাবাসীদেরকে
● নিকট আত্মীয়স্বজনকে
ঘ চাচাদেরকে
১৪৯. মূর্তিপূজারিরা মহানবি (স)-এর বিরোধিতা করতে শুরব করে কেন? (অনুধাবন)
- ক মূর্তি ভেঙ্গে দেওয়ার কারণে
● প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের কারণে
গ মক্কায় মসজিদ নির্মাণ করার কারণে
ঘ মূর্তিপূজায় বাধা দেওয়ার কারণে
১৫০. সত্য প্রচারে মহানবি (স) যে আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তার প্রকৃত শিবা কী? (উচ্চতর দরত)
- আমাদেরও আত্মত্যাগী হতে হবে
খ আমাদেরও পরমতসহিষ্ণু হতে হবে
গ আমাদেরও জীবন দিতে হবে
ঘ আমাদেরও হিজরত করতে হবে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫১. মক্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল যুবক মুহাম্মদ (স)-এর— (অনুধাবন)
- i. সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার খবর
ii. চারিত্রিক গুণাবলির তথ্য
iii. ইসলাম প্রচারের খবর
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii
১৫২. খাদিজার (রা) ব্যবসায় মুহাম্মদ (স) পরিচয় দিয়েছিলেন— (প্রয়োগ)
- i. বমার
ii. দায়িত্বশীলতার
iii. সত্যতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ i ও iii
● ii ও iii
ঘ i, ii ও iii
১৫৩. মুহাম্মদ (স) প্রচুর সম্পদের মালিক হন— (অনুধাবন)
- i. নিজে ব্যবসা করে
ii. খাদিজার (রা) আন্তরিকতায়
iii. খাদিজার (রা) সৌজন্যতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ i ও iii
● ii ও iii
ঘ i, ii ও iii
১৫৪. খাদিজা (রা) নিজ ব্যবসার দায়িত্ব মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অর্পণ করেন তাঁর— (প্রয়োগ)
- i. সত্যতা ও সত্যবাদিতার জন্য
ii. চারিত্রিক গুণাবলির জন্য
iii. অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii
খ i ও iii
গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৫ ও ১৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মক্কার কাফিররা মহানবি (স) কে নেতৃত্ব, ধনসম্পদ ও সুন্দরী নারীর লোভ দেখালে তিনি বলেন, “আমার এক হাতে সূর্য ও অন্য হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।”

১৫৫. মহানবি (স)-এর এ উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে- (প্রয়োগ)

i. সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা

ii. নির্লোভ চেতনা

iii. ধৈর্যশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ③ i ও iii ② ii ও iii ④ i, ii ও iii

১৫৬. মহানবির (স) এ উক্তির ফলে কাফির-মুশরিকরা- (উচ্চতর দৰত)

③ অনুপ্রাণিত হয় ② আনন্দিত হয়

● হতাশ হয় ④ উদ্বুদ্ধ হয়

➡ পাঠ-৪ ও ৫ : হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাদানি জীবন এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৫৯

At a Glance

- প্রত্যেক সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করা- মদিনা সনদের ধারা।
- রাসুল (স) মদিনায় হিজরত করেন- ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে।
- বিশ্বের প্রথম লিখিত সর্ঘবিধান- মদিনা সনদ।
- মদিনা সনদের ধারা ছিল- ৪৭টি।
- মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করেছিলেন- আলরাহর নির্দেশে।
- মহানবি (স) নির্মাণ করেন- মসজিদে নববি।
- পবিত্র নগরী হিসেবে ঘোষণা করা হলো- মদিনাকে।
- হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়- ৬৩০ হিজরিতে।
- হুদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙা করে- কুরাইশরা।
- রাসুল (স) বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন- আরাফাত ময়দানে।
- মুসলমানদের বিশাল বাহিনী দেখে ভীত হয়েছিল- মক্কার কুরাইশরা।
- মহানবি (স) মক্কা বিজয় করেন- ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৭. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন? (জ্ঞান)

● ৬২২ ③ ৬২৩ ② ৬২৪ ④ ৬২৫

১৫৮. আনসার শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

● সাহায্যকারী ③ পরিত্যাগকারী ② বিচ্ছেদকারী ④ হিজরতকারী

১৫৯. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল? (জ্ঞান)

③ শত্রুতার সম্পর্ক ● ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক
④ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ② ছাত্র-শিবক সম্পর্ক

১৬০. মদিনায় পৌঁছে হযরত মুহাম্মদ (স) সকল জাতিকে এক করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল? (উচ্চতর দৰত)

③ যুদ্ধ প্রতিহত করা ● ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করা

④ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ② গোত্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসন

১৬১. একদল মুসলিম জনতা তাদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর একটি ইসলামি রাষ্ট্র কায়ম করেছেন। তারা দেশ পরিচালনার জন্য একটি সর্ঘবিধান প্রণয়ন করেছেন। রাসুল (স)-এর কোন কাজের সাথে এর মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

③ হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপন ② হিলফুল ফুয়ুল গঠন

● মদিনা সনদ প্রণয়ন ④ হিজরত

১৬২. সকল মুসলিমের মিলনকেন্দ্র কোনটি? (জ্ঞান)

● মসজিদে নববি ③ বায়তুল মোকাদ্দাস

④ দারবস সালাম ② মসজিদে কুবা

১৬৩. মদিনা সনদের শর্তনুযায়ী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় তাদের প্রত্যেকের ধর্ম পালন করবে কীভাবে? (অনুধাবন)

③ পরাধীনভাবে ● স্বাধীনভাবে

② নিরপেক্ষভাবে ④ আন্তরিকভাবে

১৬৪. সনদের ধারা ভাঙাকারীর ওপর আলহর কী? (জ্ঞান)

③ রহমত ② দয়া ● অভিসম্পাত ④ ক্রোধ

১৬৫. হিজরতের পর মদিনায় দ্রুত বিস্তার করতে লাগল- (জ্ঞান)

● ইসলাম ③ ইমান ② মহামারি ④ জনসংখ্যা

১৬৬. হুদায়বিয়ার সন্ধি হয় কত হিজরিতে? (জ্ঞান)

● ষষ্ঠ ③ সপ্তম ② অষ্টম ④ নবম

১৬৭. সন্ধির শর্ত ভাঙা করে কারা? (জ্ঞান)

③ খ্রিষ্টানরা ② বনু খাযরাজরা ④ ইহুদিরা ● কুরাইশরা

১৬৮. মক্কা বিজয় হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)

③ ৬২৭ ② ৬২৮ ④ ৬২৯ ● ৬৩০

১৬৯. মক্কা বিজয়ে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)

● দশ হাজার ③ পনের হাজার ② বিশ হাজার ④ পঁচিশ হাজার

১৭০. মহানবি (স) তাঁবু স্থাপন করলেন কোথায়? (জ্ঞান)

③ মক্কায় ● মক্কার অদূরে ② কাবার পাশে ④ আরাফায়

১৭১. কুরাইশরা ভীত হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)

● মুসলমানদের বিশাল বাহিনী দেখে

③ কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে

② মুসলমানদের অসত্যাশ্রয়ে সজ্জিত দেখে

④ অলৌকিক কারণে

১৭২. বিনা রক্তপাতে কী বিজয় হয়? (জ্ঞান)

● মক্কা ③ মদিনা ② তায়েফ ④ জেরুজালেম

১৭৩. জাহিদ সাহেব ও তার সঙ্গীরা বিনা বাধায় তাদের নিজ মাতৃভূমিকে শত্রুযুক্ত করে সেখানে ঘর তৈরি করে। রাসুল (স)-এর কোন কাজের সাথে এর মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

③ হিজরত ② শান্তিসংঘ গঠন

④ আরাফায় ভাষণ ● মক্কা বিজয়

১৭৪. ‘আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।’ এ ঘোষণা কখন দিলেন? (উচ্চতর দৰত)

● মক্কা বিজয়ের পরে ③ বদরের যুদ্ধের পরে

④ ওহুদ যুদ্ধের পরে ② তাবুক যুদ্ধ শেষে

১৭৫. মক্কা বিজয়ের পর কোন নেতাকে মহানবি (স) ক্ষমা করলেন? (জ্ঞান)

③ আবু লাহাব ② আবুল হকাম

● আবু সুফিয়ান ④ আবু জেহেল

১৭৬. মহানবি (স) মক্কার সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও বমা করে দিলেন। মানবতার ইতিহাসে তা কী? (অনুধাবন)

③ জাতীয় অধ্যায় ● বিরল ঘটনা ② ইতিহাসের সারী ④ জাতীয় বমা

১৭৭. মক্কা বিজয়ের সময় মহানবি (স) ইসলামের শত্রুদের হাতের নাগালে পেয়েও বমা করে দিলেন। এ কাজে মক্কায় কেমন প্রভাব পড়ল? (উচ্চতর দৰত)

③ অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে চলতে লাগল ② সকলে ইসলাম ত্যাগ করতে লাগল

④ ইসলামের শত্রু শেষ হয়ে গেল ● দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল

১৭৮. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ইসলামের প্রসার ঘটে কখন? (অনুধাবন)

③ হিজরতের পর ② বিদায় হজের পর

● মক্কা বিজয়ের পর ④ মদিনা সনদের পর

১৭৯. বিদায় হজে কোন স্থানে এসে সকলে ইহরাম বৈধেছিলেন? (জ্ঞান)

③ আরাফাতে ● যলুল্লাইফা ② ইয়ালামালাম ④ তায়েফ

১৮০. আরাফাতের ময়দানে রাসুল (স) এক যুগান্তকারী ভাষণ দিয়েছিলেন। এ ভাষণে কী নির্দেশনা ছিল? (উচ্চতর দৰত)

③ মানুষ কীভাবে হজ পালন করবে

● বিশ্ব মানবতার সকল দিক নির্দেশনা

④ মানুষ কীভাবে পরকারীন কল্যাণ হাসিল করবে

② মানুষ কীভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে

১৮১. কোন পাহাড়ে উঠে মহানবি (স) বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন? (জ্ঞান)
 ❶ ওহুদ ❷ হেরা ❸ জাবালে রহমত ❹ জাবালে নূর
১৮২. বিদায় হজ্জের ভাষণের কয়টি দিক আছে? (অনুধাবন)
 ❶ ১০ ❷ ১১ ❸ ১২ ❹ ১৩
১৮৩. “আমিই শেষ নবি। আমার পরে আর নবি আসবে না।” মহানবি (স)-এর একথা বলার কারণ কী? (উচ্চতর দৰতা)
 ❶ নবি আসার আর প্রয়োজন নেই
 ❷ মহানবি (স)-এর বড়ত্ব প্রকাশ করা
 ❸ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে বিধায়
 ❹ শ্রেষ্ঠ বংশে মহানবি (স)-এর জন্ম হওয়ায়
১৮৪. বিদায় হজ্জের ভাষণের পর মহানবি (স) সকলের দিকে করবণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ‘আল-বিদা’। তখন সকলের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করল কিসে? (অনুধাবন)
 ❶ অজানা বিয়োগ-ব্যথা ❷ শারীরিক অসুস্থতা
 ❸ মানসিক অশান্তি ❹ অর্থনৈতিক দৈন্যতা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৫. সমানভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করবে সনদে স্বাক্ষরকারী- (অনুধাবন)
 i. মুসলমান সম্প্রদায়
 ii. ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়
 iii. পৌত্তলিক সম্প্রদায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
১৮৬. মদিনাকে পবিত্র নগরী হিসেবে ঘোষণা করলেন- (অনুধাবন)
 i. হযরত আবু বকর (রা)
 ii. হযরত উমর (রা)
 iii. মহানবি (স)
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ❷ ii ❸ iii ❹ i ও iii
১৮৭. মক্কার তুলনায় মদিনার পরিবেশ ছিল- (অনুধাবন)
 i. শান্ত
 ii. নোংরা
 iii. নির্মল
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
১৮৮. মক্কা বিজয় হলো- (অনুধাবন)
 i. বিনা বাধায়
 ii. বিনা রক্তপাতে
 iii. জোরপূর্বক
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ❷ i ও ii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
১৮৯. মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল- (অনুধাবন)
 i. মক্কার
 ii. মদিনায়
 iii. আন্তর্জাতিক মহলে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ❷ ii ❸ iii ❹ i, ii ও iii
১৯০. গবি সাহেব মহানবি (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন। তিনি- (প্রয়োগ)
 i. শিরক করেন না
 ii. স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করেন
 iii. সুদ খান

নিচের কোনটি সঠিক?

- ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
১৯১. বিদায় হজ্জের ভাষণ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য আমাদের কর্তব্য হলো- (উচ্চতর দৰতা)
 i. সর্বদা অন্যের আমানত রবা করা
 ii. পাপ কাজ হতে বিরত থাকা
 iii. স্ত্রীদের উপর অত্যাচার করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
১৯২. দেলোয়ার সাহেব রাসুল (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ অনুযায়ী নিজ জীবন পরিচালনা করেন। তিনি- (প্রয়োগ)
 i. স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করেন
 ii. অন্যের আমানত রবা করেন
 iii. সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
১৯৩. সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ- (উচ্চতর দৰতা)
 i. ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন
 ii. নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন
 iii. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
১৯৪. মদিনা নগরীকে পবিত্র নগরী বলা হয়। এই নগরীতে নিষিদ্ধ- (অনুধাবন)
 i. ব্যভিচার
 ii. সকল ধরনের কর্মকাণ্ড
 iii. হত্যা-লুণ্ঠন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৫ ও ১৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 কিসমত আলী ক্ষমতা হাতে নিয়ে দেশ ও জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কিছু আইন-কানুন প্রণয়ন করেন। তার লিখিত সনদের মোট ধারা ছিল ৪৭টি।
১৯৫. মহানবি (স)-এর কোন কাজের সাথে কিসমত আলীর কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
 ❶ হিলফুল ফুয়ুল গঠন ❷ মদিনা সনদ প্রণয়ন
 ❸ হুদায়বিয়ার সন্ধি ❹ হিজরত
১৯৬. এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল- (উচ্চতর দৰতা)
 i. দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা
 ii. দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করা
 iii. স্বনির্ভর জাতি গঠন করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ❶ i ও ii ❷ i ও iii ❸ ii ও iii ❹ i, ii ও iii
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৭ ও ১৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 আনারপুর গ্রামের মফিজ মিয়া অকারণে স্ত্রীকে প্রহার করেন। তিনি স্ত্রীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন।
১৯৭. মফিজ মিয়ার কাজটি কীসের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)
 ❶ বিদায় হজ্জের ভাষণের ❷ মদিনা সনদের
 ❸ হুদায়বিয়ার সন্ধির ❹ অন্যায়ের
১৯৮. এরূপ প কাজের ফলে মফিজ মিয়া- (উচ্চতর দৰতা)
 i. শাস্তি পাবেন
 ii. পুরস্কার পাবেন

iii. সমাজে ঘৃণিত হবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

➔ পাঠ-৬ : খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনাদর্শ [হযরত আবু বকর] ➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৬২



- ইয়ামামার যুশ্বে শাহাদাতবরণ করেন- অনেক কুরআনের হাফিয।
- খুলাফায়ে রাশেদিন ছিলেন- ৪ জন।
- প্রথম খলিফা- হযরত আবু বকর (রা)।
- বয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমান আনেন- হযরত আবু বকর (রা)।
- হযরত আবু বকর (রা) জন্মগ্রহণ করেন- ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে।
- সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হন- হযরত আবু বকর (রা)।
- ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়- হযরত আবু বকর (রা) কে।
- আবু বকর (রা) তার সমুদয় সম্পত্তি দান করেন- তাবুক যুশ্বে।
- সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ- আবু বকর (রা) এর শাসন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৯. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কাকে বোঝায়? (অনুধাবন)
- চার খলিফাকে Ⓐ আবু বকর (রা)-কে
Ⓒ হযরত উমর (রা)-কে Ⓓ হযরত আলি (রা)-কে
২০০. মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ হযরত উমর (রা) Ⓒ হযরত আলি (রা)
● হযরত আবু বকর (রা) Ⓓ হযরত উসমান (রা)
২০১. হযরত আবু বকর (রা) কখন জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে Ⓒ ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে
Ⓓ ৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে ● ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে
২০২. হযরত আবু বকর (রা) মক্কার কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ খায়রাজ Ⓒ বনু তামিম ● কুরাইশ Ⓓ বনু নযির
২০৩. হযরত আবু বকর (রা) কোন গোত্রে জন্ম নেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ বকর Ⓒ গানিম ● তায়িম Ⓓ কুরাইয়া
২০৪. বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ হযরত উসমান (রা) ● হযরত আবু বকর (রা)
Ⓒ হযরত হামজা (রা) Ⓓ হযরত আব্বাস (রা)
২০৫. হযরত আবুবকর (রা) তাঁর সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন কোন যুশ্বে? (জ্ঞান)
- Ⓐ বদর Ⓒ ওহুদ ● তাবুক Ⓓ খন্দকের
২০৬. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় হযরত আবু বকর (রা)-এর সর্বস্ব ব্যয়ের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। এ বাক্যে ইসলামের ইতিহাসের কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
- Ⓐ পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন
Ⓒ মিরাজের ঘটনা শোনা মাত্র বিশ্বাস করা
● তাবুক যুশ্বে সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়
Ⓓ যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
২০৭. হযরত আবু বকর (রা)-কে সিদ্দিক বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
- Ⓐ সকলের নিকট বিশ্বস্ত ছিলেন বলে
● মিরাজের ঘটনা শোনা মাত্র বিশ্বাসের কারণে
Ⓒ কুরআন সংরক্ষণের কারণে
Ⓓ সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার কারণে
২০৮. মহানবি (স) কর্তৃক 'সিদ্দিক' উপাধি কাকে দেওয়া হয়েছিল? (জ্ঞান)
- Ⓐ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) Ⓒ হযরত আলি (রা)
● হযরত আবু বকর (রা) Ⓓ হযরত কাতাদা (রা)
২০৯. 'সিদ্দিক' অর্থ কী? (জ্ঞান)
- Ⓐ বিশ্বাসী ● মহাসত্যবাদী

Ⓐ আমানতদার

Ⓒ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী

২১০. রাসুল (স)-এর দাফন ও তাঁর উত্তরাধিকারীর বিষয়ে কার থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমাধা হয়? (অনুধাবন)
- হযরত আবু বকর (রা) Ⓒ হযরত উমর (রা)
Ⓐ হযরত উসমান (রা) Ⓓ হযরত আলি (রা)
২১১. কোন খলিফার আমলে কিছু লোক মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে? (জ্ঞান)
- Ⓐ হযরত ওমর (রা) ● হযরত আবু বকর (রা)
Ⓒ হযরত উসমান (রা) Ⓓ হযরত আলি (রা)
২১২. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট খামেনী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা মোকাবিলা করেন। তাঁর এ কাজটি কোন মুসলিম শাসকের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
- Ⓐ হযরত উমর (রা) Ⓒ হযরত আলি (রা)
● হযরত আবু বকর (রা) Ⓓ হযরত উসমান (রা)
২১৩. মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক জনাব বখতিয়ার আহমেদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশৃঙ্খলা রবা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মুসলিম কোন শাসকের চরিত্রের সাথে তার চরিত্রের মিল রয়েছে? (জ্ঞান)
- Ⓐ হযরত উসমান (রা) ● হযরত আবু বকর (রা)
Ⓒ হযরত আলি (রা) Ⓓ উমর ইবনে আবদুল আযিয
২১৪. কোন যুশ্বে অনেক কুরআনের হাফিয শাহাদাতবরণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ বদর ● ইয়ামামার Ⓒ খন্দকের Ⓓ ওহুদ
২১৫. ইয়ামামার যুশ্বে কোন খলিফার আমলে সংঘটিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
- হযরত আবু বকর (রা) Ⓒ হযরত উমর (রা)
Ⓐ হযরত উসমান (রা) Ⓓ হযরত আলি (রা)
২১৬. হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। কারণ- (উচ্চতর দবতা)
- তিনি কুরআনকে বিলুপ্তির হাত থেকে রবা করেন
Ⓒ তিনি মিরাজের ঘটনাকে বিশ্বাস করেন
Ⓐ তিনি সকল যুশ্বে অংশগ্রহণ করেন
Ⓓ তিনি ন্যায় পরায়ণ শাসক ছিলেন
২১৭. কোন খলিফা পবিত্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ হযরত উসমান (রা) Ⓒ হযরত উমর (রা)
● হযরত আবু বকর (রা) Ⓓ হযরত আলি (রা)
২১৮. ইসলামের ত্রাণকর্তা কাকে বলা হয়? (জ্ঞান)
- হযরত আবু বকর (রা) Ⓒ হযরত উমর (রা)
Ⓐ হযরত আলি (রা) Ⓓ উমর ইবনে আব্দুল আজিজকে (রা)
২১৯. সকল রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্র প্রধানের জন্য হযরত আবু বকর (রা) অনুসরণীয় আদর্শ ছিলেন। কারণ- (উচ্চতর দবতা)
- Ⓐ তিনি ইসলামের জন্য নিজের সর্বস্ব ব্যয় করেন
● তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করার বেত্রে সতর্ক ছিলেন
Ⓒ তিনি সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করেন
Ⓓ তিনি মিরাজের ঘটনা শোনা মাত্র বিশ্বাস করেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২০. মহানবি (স)-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা)- (অনুধাবন)
- i. খলিফা হন
ii. বিদ্রোহ দমন করেন
iii. ইসলাম ভুলে যান
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓒ i ও iii Ⓓ ii ও iii Ⓐ i, ii ও iii
২২১. মহানবি (স)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম রাষ্ট্রে দেখা দেয়- (অনুধাবন)
- i. অর্থনৈতিক সংকট
ii. নবুয়তের মিথ্যা দাবি
iii. যাকাত দিতে অস্বীকৃতি

নিচের কোনটি সঠিক?	ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii গ) i, ii ও iii
২২২. শাসনকার্য পরিচালনায় হযরত আবু বকরের (রা) চরিত্রে ফুটে উঠেছিল— (প্রয়োগ)	
i. হতাশা ii. দৃঢ়তা	
iii. বিচরণতা	
নিচের কোনটি সঠিক?	ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii গ) i, ii ও iii
২২৩. হযরত আবু বকর (রা) রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা দমনে পরিচয় দিয়েছিলেন— (অনুধাকন)	
i. উদারতার	
ii. দৃঢ়তার	
iii. বিচরণতার	
নিচের কোনটি সঠিক?	ক) i ও ii খ) i ও iii ● ii ও iii গ) i, ii ও iii
২২৪. নাসিম সাহেব দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের রবা করতে আশ্রয় চেষ্ঠা করেন। এবেত্রে তিনি হযরত আবু বকরের (রা) যে গুণগুলোর অনুশীলন করবেন— (প্রয়োগ)	
i. দৃঢ়তা ii. দানশীলতা	
iii. বিচরণতা	
নিচের কোনটি সঠিক?	ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii
২২৫. হযরত আবু বকর (রা) বর্তমান যুগের রাজা-বাদশাহদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। কারণ— (জ্ঞান)	
i. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয়ে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করতেন	
ii. তিনি দৃঢ়তার সাথে সমস্যা মোকাবিলা করতেন	
iii. তিনি কুরআন সত্ত্বরণ করেছিলেন	
নিচের কোনটি সঠিক?	ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৬ ও ২২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
মহানবি (স)-এর প্রতি হযরত আবু বকর (রা)-এর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি যখন সাহাবীদের মধ্যে মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করেন তখন আবু বকর (রা) তা নির্দিধায় বিশ্বাস করেন। এ কারণেই মহানবি (স) তাঁকে সিদ্দীক বা মহাসত্যবাদী উপাধি দেন।	
২২৬. হযরত আবু বকর (রা)-এর অনুচ্ছেদে নির্দেশিত জীবনাদর্শে প্রকাশ পেয়েছে— (প্রয়োগ)	
i. আলাহ ও রাসুল (স)-এর প্রতি অগাধ বিশ্বাস	
ii. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ স্বীকার	
iii. নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বাত্মক পরিশ্রম	
নিচের কোনটি সঠিক?	● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii গ) i, ii ও iii
২২৭. অনুচ্ছেদ থেকে আমরা শিবা পাই যে, মহানবি (স)-এর সকল কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি আমরা— (উচ্চতর দবতা)	
i. নির্দিধায় বিশ্বাস করব	
ii. বিশ্বাস করে আমল করব	
iii. প্রয়োজনমতো আমল করব	
নিচের কোনটি সঠিক?	● i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii গ) i, ii ও iii
নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৮ ও ২২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
‘এভাবে বিভিন্ন জিহাদে হাফিজগণ শহিদ হতে থাকলে কুরআনের অধিকাংশ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।’	
২২৮. উক্ত মন্তব্যটি কার? (প্রয়োগ)	
ক) হযরত আবু বকর (রা) ● হযরত উমর (রা)	

ক) হযরত উসমান (রা) গ) হযরত আলি (রা)	
২২৯. উক্ত মন্তব্যটি ছিল— (উচ্চতর দবতা)	
i. ইয়ামামা যুদ্ধের পরবর্তী প্রেবাপটে	
ii. খলিফা নির্বাচনের প্রেবাপটে	
iii. পবিত্র কুরআনকে লিখিত সত্ত্বরণের উদ্দেশ্যে	
নিচের কোনটি সঠিক?	ক) i ও ii ● i ও iii গ) ii ও iii গ) i, ii ও iii
➡ পাঠ-৭ : হযরত উমর (রা) ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৬৩	
■ তাবুক যুদ্ধে সমুদয় সম্পদের অর্ধেক দান করেন- হযরত উমর (রা)	
■ মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা- হযরত উমর (রা)।	
■ হযরত উমর জন্মগ্রহণ করেন- ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে।	
■ ফারবক শব্দের অর্থ- সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।	
■ শাসক হিসেবে হযরত উমর (রা) ছিলেন- গণতন্ত্রমুখ।	
■ ন্যায় ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক- উমর (রা)।	
■ উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে।	
■ সাম্য ও মানবতার মহান আদর্শ- উমর (রা)।	
■ ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন- হযরত উমর (রা)।	

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩০. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা কে ছিলেন? (জ্ঞান)	
● হযরত উমর ফারুক (রা) গ) হযরত আলি (রা)	
ক) হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রা)	
২৩১. খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)	
ক) ৫৮১ খ) ৫৮২ ● ৫৮৩ গ) ৫৮৪	
২৩২. হযরত উমর (রা) মক্কায় কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)	
ক) বনু নযীর খ) বনু তামিম ● কুরাইশ গ) খায়রাজ	
২৩৩. হযরত উমর (রা) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)	
ক) উমাইয়া ● আদি গ) কায়েস গ) বনু হাশিম	
২৩৪. নামকরা কুস্তিগির, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা কে ছিলেন? (জ্ঞান)	
ক) হযরত আবু বকর (রা) গ) হযরত আলি (রা)	
● হযরত উমর ফারুক (রা) গ) হযরত উসমান (রা)	
২৩৫. প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন কে? (জ্ঞান)	
ক) হযরত আবু বকর (রা) ● হযরত উমর (রা)	
গ) হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) গ) হযরত আলি (রা)	
২৩৬. হযরত উমর (রা)-এর বোনের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)	
ক) আসমা খ) হাজিরা ● ফাতিমা গ) হাফসা	
২৩৭. হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নিপতির নাম কী? (জ্ঞান)	
ক) সামাদ ● সাঈদ গ) সালাম গ) গনি	
২৩৮. মহানবি (স) হযরত উমর (রা)-কে ‘ফারুক’ উপাধি দিয়েছিলেন কেন? (অনুধাকন)	
ক) সর্বদা সত্য কথা বলার কারণে	
খ) সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে	
● প্রকাশ্যে সালাত আদায়ের ঘোষণা দেয়ার কারণে	
গ) মিরাজের ঘটনা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করার কারণে	
২৩৯. ফারুক শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)	
ক) সত্য প্রকাশকারী গ) মিথ্যার প্রতিরোধকারী	
● সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী গ) সাহসী ও বীরযোদ্ধা	
২৪০. নবুয়তের কোন বছরে হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)	
● ষষ্ঠ খ) সপ্তম গ) অষ্টম গ) নবম	
২৪১. হযরত উমর (রা) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)	
ক) ৩১ খ) ৩২ ● ৩৩ গ) ৩৪	
২৪২. কে সকল যুদ্ধে রাসুল (স)-এর সঙ্গী হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন? (জ্ঞান)	

২৪৩. হযরত আবু বকর (রা) ● হযরত উমর (রা)
 ৬) হযরত উসমান (রা) ৩) হযরত আলি (রা)
 হযরত উমর (রা) মদপানের অপরাধে স্বীয় পুত্রকে কঠোর শাস্তি দেন। এতে তার কোন গুণটির প্রকাশ ঘটেছে? (প্রয়োগ)
 ৩) কর্তব্যপরায়ণতা ● ন্যায়বিচার ও সাম্য
 ৬) আমানতদারিতা ৩) স্বদেশপ্রেম
২৪৪. আবু শাহমা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
 ৩) হযরত আবু বকরের পুত্র ৩) হযরত আলির পুত্র
 ৬) হযরত ওসমানের পুত্র ● হযরত উমরের পুত্র
২৪৫. জনাব হামিদ সাহেবের ছেলের চুরি করা প্রমাণিত হলে তিনি ছেলেকে কঠোর শাস্তি দেন। তার সমাজে এর কী প্রভাব পড়বে? (উচ্চতর দর্শন)
 ৩) ফিতনা সৃষ্টি হবে ● চুরি বন্ধ হবে
 ৬) মানুষ তার সমালোচনা করবে ৩) চোরেরা সমাজে থাকবে না
২৪৬. কে নিজ পুত্রকে মদপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
 ৩) হযরত আলি (রা) ● হযরত উমর (রা)
 ৬) খলিফা মামুনুর রশীদ ৩) খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ
২৪৭. দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অপরাধ করার জন্য তার নিজ ছেলেকে বেদম মারধর করেন। কোন খলিফার চরিত্রের সাথে চেয়ারম্যানের মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
 ৩) উমর বিন আবদুল আযিয ৩) হযরত আবু বকর (রা)
 ● হযরত উমর (রা) ৩) হযরত উসমান (রা)
২৪৮. কে কার্যকর গণতন্ত্রের প্রয়োগকারী ছিলেন? (জ্ঞান)
 ৩) হযরত আবু বকর (রা) ● হযরত উমর (রা)
 ৬) হযরত উসমান (রা) ৩) হযরত আলি (রা)
২৪৯. হযরত উমর (রা) কোন ধরনের সরকার কায়ম করেছিলেন? (জ্ঞান)
 ৩) রাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক
 ৬) জবাবদিহিমূলক ৩) ধনতান্ত্রিক
২৫০. হযরত উমর (রা) রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। এর দ্বারা কী বোঝা যায়? (প্রয়োগ)
 ৩) তিনি ছিলেন সৈরাচারী ৩) তিনি ছিলেন উদারপন্থি
 ● তিনি ছিলেন গণতন্ত্রমনা ৩) তিনি ছিলেন একনায়কতান্ত্রিক
২৫১. হযরত উমর (রা) কত খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
 ৩) ৬৩২ ৩) ৬৩৩ ● ৬৩৪ ৩) ৬৩৫
২৫২. হযরত উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর মধ্যে মানবীয় কোন গুণটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে? (জ্ঞান)
 ● ন্যায়বিচার ৩) কঠোরতা
 ৬) দৃষ্টিভঙ্গি ৩) সুশাসন
২৫৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করার জন্য উমর (রা) কী করেছিলেন? (জ্ঞান)
 ৩) বিচারব্যবস্থা পৃথক করেন ● গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করেন
 ৬) পুলিশ বিভাগ গঠন করেন ৩) ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেন
২৫৪. হযরত উমর (রা) সেনাবাহিনীর ছুটি চার মাস পর পর বাধ্যতামূলক করেছিলেন কেন? (অনুধাবন)
 ● সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার জন্য ৩) সেনাবাহিনীকে সাহসী করার জন্য
 ৬) সেনাবাহিনীর বিশ্রামের জন্য ৩) সেনাবাহিনীর সুযোগ-সুবিধার জন্য
২৫৫. হযরত উমর (রা) রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন কেন? (অনুধাবন)
 ৩) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দেখার জন্য
 ● জনসাধারণের অবস্থা সচবে দেখার জন্য
 ৬) রাতে প্রকৃতির অবস্থা সচবে দেখার জন্য
 ৩) রাতে একটু হাঁটাইটি করার জন্য

২৫৬. রাতে হযরত উমর (রা) ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তাঁবুতে দিয়ে আসেন। এতে তাঁর কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
 ৩) সততা ৩) দৃঢ়তা ● মানবতাবোধ ৩) ন্যায়বিচার
২৫৭. হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রীর নাম কী? (জ্ঞান)
 ৩) উম্মে সালামা ● উম্মে কুলসুম ৬) উম্মে জয়নব ৩) উম্মে আছিয়া
২৫৮. বাইতুল মালের কাপড় দিয়ে তৈরিকৃত খলিফার পুরো জামা তৈরির বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) ব্যাখ্যা করার কারণ— (উচ্চতর দর্শন)
 ৩) উপস্থিত জনতা খলিফা ন্যায়পরায়ণতা বুঝতে পারলেন
 ● খলিফা উমর (রা) এর জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা
 ৬) খলিফা উমর শ্রেষ্ঠ শাসক প্রমাণিত হলো
 ৩) খলিফা উমর (রা) ছিলেন সাম্যের মহান আদর্শ এটা প্রমাণিত
২৫৯. ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে হযরত উমর কোনটি নিশ্চিত করেছিলেন? (উচ্চতর দর্শন)
 ● জবাবদিহিতা ৩) জনগণের অধিকার উপভোগ
 ৬) রাজপথে নির্বিঘ্নে চলাচল ৩) রাজনৈতিক ঐক্য
২৬০. আমাদের দেশে শাসনকার্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা উচিত। এর ফলে কী হবে? (উচ্চতর দর্শন)
 ৩) শাসকগণ বমতায় থাকবে না ৩) শাসকগণ ভীত-সম্ভ্রান্ত হবে
 ● শাসকগণ ন্যায়পরায়ণ হবে ৩) শাসকগণ হতাশ হয়ে পড়বে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬১. হযরত উমর (রা) ছিলেন— (অনুধাবন)
 i. শিবিত
 ii. মার্জিত
 iii. সৎ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩) i ও ii ৩) i ও iii ৬) ii ও iii ● i, ii ও iii
২৬২. যুবক বয়সে হযরত উমর (রা) ছিলেন— (অনুধাবন)
 i. নামকরা কুস্তিগীর
 ii. সাহসী যোদ্ধা
 iii. কবি ও সুবক্তা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩) i ও ii ৩) i ও iii ৬) ii ও iii ● i, ii ও iii
২৬৩. শাসক হিসেবে হযরত উমর (রা)-এর চরিত্রে ফুটে উঠেছিল— (প্রয়োগ)
 i. প্রজাবাৎসল্য
 ii. সাম্য ও মানবতাবোধ
 iii. হঠকারিতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৩) i ও iii ৬) ii ও iii ৩) i, ii ও iii
২৬৪. হযরত উমর (রা) কে বলা যায় ন্যায় ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। কারণ তিনি— (উচ্চতর দর্শন)
 i. আইনের বেত্রে ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচ কোনো ভেদাভেদ করতেন না
 ii. মদ্যপানের অপরাধে স্বীয়পুত্রকে কঠোর শাস্তি দেন
 iii. ইসলামের প্রচার ও প্রসারে স্বীয় ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৩) i ও iii ৬) ii ও iii ৩) i, ii ও iii
২৬৫. এলাকার চেয়ারম্যান রহিম সাহেব একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। গভীর রাতে তিনি অসুস্থ একজন গরিব রোগীকে নিজে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তার চরিত্রে হযরত উমরের যে গুণগুলো ফুটে উঠেছে তা হলো— (প্রয়োগ)
 i. মানবতাবোধ ii. ন্যায়পরায়ণতা
 iii. উদারতা
 নিচের কোনটি সঠিক?

২৬৬. গণতন্ত্রমণ্ডনা হিসেবে হযরত উমর (রা) যে কাজগুলো করেছেন তা হলো— (অনুধাবন)
- i. অপরাধী যেই হোক শাস্তি প্রদান
ii. সাহাবিদের সাথে পরামর্শ
iii. অন্যের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৭ ও ২৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ইসলামে গণতন্ত্রের ব্যাপক চর্চা রয়েছে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা পায়। হযরত উমর (রা) শাসনকার্যে জনগণের মতামতকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতেন।

২৬৭. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত খলিফার শাসনব্যবস্থায় যে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল তা হলো— (প্রয়োগ)

- i. ইসলামের জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয়
ii. নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা
iii. রাষ্ট্রীয় কাজে সাহাবিদের পরামর্শ

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৬৮. গণতান্ত্রিক শাসক হিসেবে উল্লিখিত খলিফা (রা) নিশ্চিত করেছিলেন— (উচ্চতর দরজা)

- i. জবাবদিহিতা ii. ন্যায়বিচার
iii. ভোটার অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৯ ও ২৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ড. হামিদ কালকিনির চরে নিজস্ব অর্থায়নে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নিজেই অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ছাত্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য মধ্যরাতে কলেজ হোস্টেলে গমন করেন। তার স্ত্রী সাদাসিধে জীবনযাপন করেন। তার বাসায় কোনো কাজের লোক নেই। তিনি নিজের হাতে বাড়ির কাজ করেন।

২৬৯. ড. হামিদ—এর জীবনে কার আদর্শের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)

- Ⓐ হযরত আবু বকর (রা) Ⓑ হযরত উমর (রা)
Ⓒ হযরত উসমান (রা) Ⓓ হযরত আলি (রা)

২৭০. ড. হামিদের স্ত্রী জীবনযাপন করেন— (উচ্চতর দরজা)

- i. উমর (রা) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে
ii. যুগের ধারায়
iii. হযরত উম্মে কুলসুমের মতো

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i Ⓑ ii Ⓒ iii Ⓓ i ও iii

➡ পাঠ-৮ : হযরত উসমান (রা) ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৬৪



- হযরত হাফসা (রা) থেকে সংগৃহীত কপির আলোকে কপি করা হয় আরো— ৭টি।
- মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা— হযরত উসমান (রা)।
- হযরত উসমান (রা) জন্মগ্রহণ করেন— উমাইয়া গোত্রে।
- হযরত উসমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন— ৩৪ বছর বয়সে।
- জামিউল কুরআন বলা হয়— হযরত উসমান (রা) কে।
- 'যুননুরাইন' শব্দের অর্থ— দুই জ্যোতির অধিকারী।
- উসমান (রা)—এর কুরআন সংকলনকে বলে— মাসহাফে উসমানি।
- সম্পদশালী লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ— হযরত উসমান (রা)।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৭১. হযরত উসমান (রা) মুসলিম জাহানের কততম খলিফা ছিলেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ প্রথম Ⓑ দ্বিতীয় Ⓒ তৃতীয় Ⓓ চতুর্থ

২৭২. হযরত উসমান (রা) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ ৫৭৬ Ⓑ ৫৭৫ Ⓒ ৫৭৪ Ⓓ ৫৭৩

২৭৩. হযরত উসমান (রা) মক্কায় কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ বনু নযীর Ⓑ বনু তামিম Ⓒ কুরাইশ Ⓓ খায়রাজ

২৭৪. হযরত উসমান (রা) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ বনু হাশিম Ⓑ আদ্রিয়া Ⓒ উমাইয়া Ⓓ কায়েস

২৭৫. হযরত উসমান (রা) কেমন ছিলেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ লজ্জাশীল Ⓑ লজ্জাহীন Ⓒ অশিক্ষিত Ⓓ অভিমাত্রী

২৭৬. যুননুরাইন অর্থ কী? (জ্ঞান)

- Ⓐ দুই জ্যোতির অধিকারী Ⓑ তিন জ্যোতির অধিকারী
Ⓒ দুই তারার অধিকারী Ⓓ তিন তারার অধিকারী

২৭৭. হযরত উসমান (রা) কে 'যুননুরাইন' বলা হয় কেন? (অনুধাবন)

- Ⓐ তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন বলে
Ⓑ তিনি ইসলামের জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেন বলে
Ⓒ তিনি মুহাম্মদ (স)—এর দু'কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন বলে
Ⓓ তিনি কুরআন সংকলন করেন বলে

২৭৮. কাকে 'যুননুরাইন' বলা হয়? (জ্ঞান)

- Ⓐ হযরত আবু বকর (রা) Ⓑ হযরত উসমান (রা)
Ⓒ হযরত খাদিজা (রা) Ⓓ হযরত আলি (রা)

২৭৯. হযরত উসমান (রা) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ ৩২ Ⓑ ৩৩ Ⓒ ৩৪ Ⓓ ৩৫

২৮০. হযরত উসমান (রা) কে তাঁর চাচা নির্ধাতন করেন কেন? (অনুধাবন)

- Ⓐ কুরআন সংকলন করার কারণে
Ⓑ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে
Ⓒ মহানবি (স)—এর দু'কন্যাকে বিবাহ করার কারণে
Ⓓ পরিবারের খোঁজখবর না নেওয়ার কারণে

২৮১. হযরত উসমান (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন কাকে নিয়ে? (অনুধাবন)

- Ⓐ একাকী Ⓑ উম্মে কুলসুমকে নিয়ে
Ⓒ রবকাইয়াকে নিয়ে Ⓓ অনেক মুসলমানকে নিয়ে

২৮২. হযরত উসমান (রা)—কে গণি বলা হতো কেন? (অনুধাবন)

- Ⓐ কুরআন সংকলন করার কারণে
Ⓑ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে
Ⓒ প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক থাকার কারণে
Ⓓ মহানবির (স) দু'কন্যাকে বিবাহের কারণে

২৮৩. আবুক যুশ্বে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)

- Ⓐ ২০ হাজার Ⓑ ২৫ হাজার Ⓒ ৩০ হাজার Ⓓ ৪০ হাজার

২৮৪. হযরত উসমান (রা) আবুক যুশ্বে কতটি উট দান করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ এক হাজার Ⓑ দুই হাজার Ⓒ তিন হাজার Ⓓ চার হাজার

২৮৫. বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মোহাম্মদ ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। তার চরিত্রে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

- Ⓐ হযরত আবু বকর (রা) Ⓑ হযরত উমর (রা)
Ⓒ হযরত উসমান (রা) Ⓓ হযরত আলি (রা)

২৮৬. হযরত উসমান (রা) সর্বকালের সম্পদশালী লোকদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ কেন? (অনুধাবন)

- Ⓐ তিনি ইসলামের জন্য অত্যাচার-নির্ধাতন সহ্য করেছেন
Ⓑ তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে অর্থসম্পদ ব্যয় করেছেন
Ⓒ তিনি বিদ্রোহীদের কঠোর হাতে দমন করেছেন
Ⓓ তিনি পরিবার ত্যাগ করে ইসলামের সেবা করেছেন

২৮৭. হযরত উসমান (রা) আলরাহর রাস্তায় অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেন। এষেত্রে তিনি কাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ? (উচ্চতর দরজা)

- Ⓐ ধনী-গরিব সকলের Ⓑ শুধু মুসলমানদের
Ⓒ শুধু পুরবয়দের Ⓓ সম্পদশালীদের

২৮৮. হযরত উসমান (রা)-এর খেলাফতকালে কী নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়? (উচ্চতর দরজা)
- কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে ৬ কুরআনের অর্থ নিয়ে
৭ খেলাফত পরিচালনা নিয়ে ৮ হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে
২৮৯. হযরত উসমান (রা) হিজরি কত সালে কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
- ৩ ২৪ ২৮ ৩০
২৯০. বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কুরআন শরিফ হযরত উসমান (রা)-এর সংকলিত কপি। একে কী বলে? (প্রয়োগ)
- ৩ মাসহাফে সিদ্দিকী ৬ মাসহাফে উসমানি
৭ মাসহাফে আলি ৮ মাসহাফে জালিলী
২৯১. 'জামেউল কুরআন' কাকে বলা হয়? (জ্ঞান)
- ৩ হযরত আবু বকর (রা) ৬ হযরত উমর (রা)
৭ হযরত উসমান (রা) ৮ হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা)
২৯২. হযরত উসমান (রা) কে 'জামেউল কুরআন' বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
- ৩ তিনি কুরআনের লেখক ছিলেন বলে
৬ তিনি কুরআন সংকলন করেন বলে
৭ তিনি সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন বলে
৮ তিনি কুরআনের হাফিয ছিলেন বলে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯৩. হযরত উসমান (রা) ছিলেন— (অনুধাবন)
- i. ইসলামের তৃতীয় খলিফা
ii. জামিউল কুরআন
iii. ইসলামের অন্যতম সেনাপতি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ৩ i ৬ ii ৭ iii ৮ i ও ii
২৯৪. চারিত্রিক দিক থেকে শিশুকাল থেকেই হযরত উসমান (রা) ছিলেন একজন— (অনুধাবন)
- i. নম্র
ii. ভদ্র
iii. লজ্জাশীল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ৩ i ও ii ৬ i ও iii ৭ ii ও iii ৮ i, ii ও iii
২৯৫. হযরত উসমান (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন— (অনুধাবন)
- i. রবকাইয়া
ii. উম্মে সালামা
iii. উম্মে কুলসুম
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ৩ i ও ii ৬ i ও iii ৭ ii ও iii ৮ i, ii ও iii
২৯৬. হযরত উসমান (রা) কুরআন সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে— (উচ্চতর দরজা)
- i. মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হতো
ii. মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন হতো
iii. কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ৩ i ও ii ৬ i ও iii ৭ ii ও iii ৮ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯৭ ও ২৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ব্যবসা করে মিজান সাহেব প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। এলাকার মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সাহায্য দানের পাশাপাশি তিনি প্রতি বছর বন্যাভুক্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী এবং শীতাত্তরদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকেন।

২৯৭. মিজান সাহেবের চরিত্রে কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

- ৩ হযরত আবু বকর (রা) ৬ হযরত উমর (রা)
৭ হযরত উসমান (রা) ৮ হযরত আলি (রা)

২৯৮. এরূপ কাজের ফলে মিজান সাহেব লাভ করবেন— (উচ্চতর দরজা)

- i. আল্লাহর সন্তুষ্টি
ii. প্রচুর ধন-সম্পদ
iii. সামাজিক মর্যাদা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ৩ i ও ii ৬ i ও iii ৭ ii ও iii ৮ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯৯ ও ৩০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিশিষ্ট মানবদরদী আরিফুর রহমান গ্রামের লোকের পানির কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করেন। তার এ কাজটি ফারদিনকে মানব কল্যাণে অনুপ্রাণিত করে।

২৯৯. জনাব আরিফুর রহমান কোন মনীষীর জীবনী অনুসরণ করছেন? (প্রয়োগ)

- ৩ হযরত ওমর (রা) ৬ হযরত উসমান (রা)
৭ হযরত আলী (রা) ৮ হযরত আনাস (রা)

৩০০. জনাব আরিফুর রহমানের অনুসরণীয় ব্যক্তিকে বলা হয়— (উচ্চতর দরজা)

- i. গনি
ii. জামিউল কুরআন
iii. যুন্নুর্রাইন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ৩ i ও ii ৬ i ও iii ৭ ii ও iii ৮ i, ii ও iii

➡ পাঠ-৯ : হযরত আলি (রা) ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৬৫

At a Glance

- হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র লিখক ছিলেন— হযরত আলি (রা)।
- হযরত আলি (রা) জীবনযাপন করতেন— সহজ সরলভাবে।
- ইসলামের চতুর্থ খলিফা— হযরত আলি (রা)।
- হযরত আলি (রা) জন্মগ্রহণ করেন— ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে।
- হযরত আলি (রা) 'র পিতার নাম ছিল— আবু তালিব।
- হযরত আলি (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন— ১০ বছর বয়সে।
- আসাদুল্লাহ শব্দের অর্থ— আল্লাহর সিংহ।
- বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন— হযরত আলি (রা)।
- দিওয়ানে আলি—এর রচয়িতা— হযরত আলি (রা)।
- আলি (রা)—এর ডাক নাম ছিল— আবু তোরাব।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০১. হযরত আলি (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
- ৩ ৫৯৯ ৬ ৬০০ ৭ ৬০১ ৮ ৬০২
৩০২. হযরত আলি (রা) মক্কার কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
- ৩ বনু নযীর ৬ খায়রাজ ৭ বনু তামিম ৮ কুরাইশ
৩০৩. হযরত আলি (রা) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
- ৩ উমাইয়া ৬ আদ্রিয়া ৭ বনু হাশিম ৮ কায়স
৩০৪. হযরত আলি (রা)—এর ডাকনাম কী ছিল? (জ্ঞান)
- ৩ আবু তোরাব ৬ আবুল হাকাম
৭ যুলফিকার ৮ আসাদুল্লাহ
৩০৫. হযরত আলি (রা) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? (জ্ঞান)
- ৩ ৯ ৬ ১০ ৭ ১১ ৮ ১২
৩০৬. বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে? (জ্ঞান)
- ৩ যায়দ ইবনে সাবিত ৬ খালিদ বিন ওয়ালিদ
৭ হযরত আলি (রা) ৮ হযরত আবু হুরায়রা (রা)
৩০৭. মহানবি (স) হিজরতের সময় হযরত আলি (রা)—কে আমানতের মালের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর বিছানায় রেখে যান কেন? (অনুধাবন)
- ৩ হযরত আলি (রা)—এর কর্তব্যনিষ্ঠার কারণে
৬ হযরত আলি (রা)—এর সাহসিকতার কারণে

৩০৮. ৐ হযরত আলি (রা)-এর ন্যায়নিষ্ঠার কারণে
৐ হযরত আলি (রা)-এর সত্যবাদিতার কারণে
শৌর্য বীরের অধিকারী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
- ৐ হযরত উমর (রা) ৐ হযরত হুসাইন (রা)
৐ হযরত আবু যার (রা) ৐ হযরত আলি (রা)
৩০৯. রাবিক সাহেব একজন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তাই অর্ধ দিয়ে না পারলেও তিনি শক্তি দিয়ে ইসলামি আন্দোলনে অবদান রাখছেন। ইসলামের কোন সেবকের সাথে তার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
- ৐ হযরত আলি (রা)-এর ৐ হযরত উসমান (রা)-এর
৐ হযরত উমর (রা)-এর ৐ হযরত আবু বকর (রা)-এর
৩১০. রাসুল (স) হযরত আলি (রা)-কে ‘যুলফিকার’ তরবারি উপহার দেন কেন? (অনুধাবন)
- ৐ খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করার জন্য
৐ বদর যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য
৐ হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র নিজ হাতে লেখার জন্য
৐ কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য
৩১১. কাকে রাসুল (স) ‘যুলফিকার’ তরবারি উপহার দেন? (জ্ঞান)
- ৐ খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ৐ হযরত আলি (রা)
৐ হযরত উমর (রা) ৐ তালহা বিন জুবায়ের (রা)
৩১২. কামুস দুর্গ কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
- ৐ খাইবারে ৐ মক্কায়ে ৐ রোমে ৐ পারস্যে
৩১৩. হযরত মুহাম্মদ (স) হযরত আলি (রা)-কে ‘আসাদুল্লাহ’ উপাধি প্রদান করেন কেন? (অনুধাবন)
- ৐ বদরযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য
৐ খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করার জন্য
৐ হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র নিজ হাতে লেখার জন্য
৐ সহজ-সরল জীবনযাপন করার জন্য
৩১৪. ‘আসাদুল্লাহ’ কার উপাধি ছিল? (জ্ঞান)
- ৐ হযরত উমর (রা) ৐ হযরত আলি (রা)
৐ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ৐ মুহাম্মদ বিন কাশিম
৩১৫. ‘আসাদুল্লাহ’ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- ৐ আলরাহর সৈনিক ৐ আলরাহর সিংহ
৐ আলরাহর বন্ধু ৐ আলরাহর তরবারি
৩১৬. হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র নিজ হাতে লিখেছিলেন কে? (জ্ঞান)
- ৐ হযরত যায়দ বিন সাবিত ৐ তালহা বিন যুবায়ের
৐ হযরত আলি (রা) ৐ হযরত আবু হুরায়রা (রা)
৩১৭. মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা কার হাতে ছিল? (জ্ঞান)
- ৐ হযরত আবু ওবায়দা (রা) ৐ হযরত আলি (রা)
৐ হযরত উমর (রা) ৐ হযরত উসমান (রা)
৩১৮. ‘দিওয়ানে আলি’ কাব্যগ্রন্থটি কার রচিত? (জ্ঞান)
- ৐ হযরত ফাতিমা (রা) ৐ হযরত আলি (রা)
৐ হযরত উসমান (রা) ৐ হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা)
৩১৯. আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ কোনটি? (জ্ঞান)
- ৐ দিওয়ানে হাফিজ ৐ দিওয়ানে সাদি
৐ দিওয়ানে আলি ৐ দিওয়ানে মালিক
৩২০. জনাব জাহান আলি সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন। তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি লেখনির মাধ্যমে ইসলামের সেবা করেন। কোন খলিফার সাথে তার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
- ৐ হযরত আবু বকর (রা) ৐ হযরত উসমান (রা)
৐ হযরত আলি (রা) ৐ হযরত উমর (রা)

৩২১. সান্তর সাহেব ইসলাম শিবা বই পাঠ করে এমন একজন খলিফার কথা জানতে পারলেন যিনি নিজ হাতে উপার্জন করতেন এবং তার বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তিনি কোন খলিফার কথা জানতে পারলেন? (প্রয়োগ)
- ৐ হযরত আলি (রা) ৐ হযরত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ
৐ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ ৐ হযরত মালেক ইবনে মারওয়ান
৩২২. হযরত আলি (রা)-এর স্ত্রীর নাম কী? (জ্ঞান)
- ৐ উম্মে আয়মান ৐ ফাতিমা ৐ আসিয়া ৐ উম্মে সালমা
৩২৩. হযরত ফাতিমা (রা) নিজ হাতে জাঁতায় পিষে গম গুড়ো করতেন। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দর্শন)
- ৐ তিনি কর্মঠ ছিলেন ৐ কাজের লোক ছিল না
৐ কাজের লোক ছুটিতে ছিল ৐ কাজের লোক অসুস্থ ছিল
৩২৪. হযরত আলি (রা) অর্ধ দিয়ে তেমন ইসলামের সেবা করতে পারেননি। কারণ কী? (উচ্চতর দর্শন)
- ৐ তিনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিলেন ৐ তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন
৐ তিনি একজন অপব্যয়ী ছিলেন ৐ তিনি দান করা পছন্দ করতেন না
৩২৫. হযরত আলি (রা)-এর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো কেন? (অনুধাবন)
- ৐ তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে
৐ তিনি শৌর্য-বীর্য ও অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে
৐ বাল্যকাল হতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স) এর সাথে থাকতেন বলে
৐ তিনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা ছিলেন বলে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২৬. হযরত আলি (রা) ছিলেন— (অনুধাবন)
- i. আবু তালিবের পুত্র
ii. মহানবি (স)-এর চাচাতো ভাই
iii. শক্তিশালী যোদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৩২৭. জ্ঞান প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন— (অনুধাবন)
- i. আমি জ্ঞানের শহর
ii. হযরত আলি শহরের দরজা
iii. হযরত আলি জ্ঞানের দরিয়
নিচের কোনটি সঠিক?
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৩২৮. হযরত আলি (রা)-এর ডাক নাম ছিল— (অনুধাবন)
- i. আবু তোরাব
ii. আবুল হাকাম
iii. আবুল হাসান
নিচের কোনটি সঠিক?
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৩২৯. হযরত আলি (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তাঁর চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছিল— (প্রয়োগ)
- i. অনাড়ম্বর জীবনযাপন
ii. সাহসিকতা
iii. কৃপণতা
নিচের কোনটি সঠিক?
৐ i ও ii ৐ i ও iii ৐ ii ও iii ৐ i, ii ও iii
৩৩০. হযরত আলি (রা) আমাদের সকলের আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে আমাদের করণীয়— (উচ্চতর দর্শন)
- i. ইসলামি জ্ঞান চর্চা করা
ii. অনাড়ম্বর জীবনযাপন করা

iii. ধনসম্পদ অর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ③ i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

৩৩১. কলিমুল্লাহ সাহেব সম্পদশালী নন। কিন্তু ইসলামের খেদমতে তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন কলম। হযরত আলি (রা) চরিত্রের সাথে তার যেসব দিকের মিল রয়েছে—

(প্রয়োগ)

i. অনাড়ম্বর জীবনযাপন

ii. জ্ঞান সাধনার দ্বারা ইসলামের সেবা

iii. শৌর্য-বীর্য দ্বারা ইসলামের খেদমত

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ③ i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

৩৩২. হযরত আলি (রা) আমাদের সকলের জন্য আদর্শ। তার চরিত্রের যে দিকগুলো আমরা অনুসরণ করব—

(উচ্চতর দরজা)

i. জ্ঞানচর্চা

ii. সাহসিকতা

iii. অনাড়ম্বর জীবনযাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii ④ i ও iii ⑤ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৩ ও ৩৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিকাইল সাহেব একটা ছোট চাকরি করেন। সামান্য আয়ে তিনি সংসার পরিচালনা করেন এবং সহজ-সরল জীবনযাপন করেন। অবসর সময়ে ইসলামি জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের সেবা করেন।

৩৩৩. হযরত আলি (রা)-এর চরিত্রের কোন বিশেষ দিকটি মিকাইল সাহেবের চরিত্রে ফুটে উঠেছে?

(প্রয়োগ)

③ বিলাসী জীবনযাপন

④ কৃপণতা

● জ্ঞানচর্চা

⑤ ন্যায়পরায়ণতা

৩৩৪. এর ফলে তিনি—

(উচ্চতর দরজা)

i. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবেন

ii. সহজে ধনী হতে পারবেন

iii. সামাজিক মর্যাদা লাভ করবেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ③ i ও ii ● i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৫ ও ৩৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাবেয়ার বাবা এবং মা দুজনই সহজ-সরল জীবনযাপন করেন। কারণ তাদের উপার্জন কম। তার বাবা সব সময় জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত থাকেন। এই সামান্য আয় দিয়েই সংসার চলে। জ্ঞানচর্চার দ্বারা তার বাবা ইসলামের সেবা করতে চান।

৩৩৫. হযরত আলি (রা) চরিত্রের কোন দিকটি রাবেয়ার বাবার চরিত্রে ফুটে উঠেছে?

(প্রয়োগ)

③ ইসলাম গ্রহণ

● জ্ঞানচর্চা

④ বিলাসী জীবনযাপন

⑤ বীরত্বপূর্ণ জীবনযাপন

৩৩৬. উক্ত দিকে হযরত আলি (রা) শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে—

(প্রয়োগ)

i. দিওয়ানে আলি রচনা

ii. আরবি সাহিত্যে সেরা ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ

iii. গরিবদের অকাতরে দান

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ③ i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

➡ পাঠ-১০ : মুসলিম মনীষী [ইমাম বুখারী (রা)]

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৬৭

At a Glance

- সুফফা বিদ্যালয়ের শিবাখীর সংখ্যা ছিল- ৭০ জন।

- বাল্যকালে ইমিতিকাল করেন- ইমাম বুখারির পিতা।
- মহানবি (স)-এর প্রতিষ্ঠিত শিবাখিতিষ্ঠান- দারবল আরকাম।
- মক্কা বিজয়ের পর জ্ঞানচর্চায় পরিণত হয়- মসজিদে নববি।
- আল-কুরআনের পর পৃথিবীর বিশুদ্ধ গ্রন্থ- বুখারি শরিফ।
- ইমাম বুখারির উপাধি- আমিরবল মু'মিনুন ফিল হাদিস।
- ইমাম বুখারি থেকে হাদিস শিবা নেন- ৯০ হাজারের উপরে ছাত্র।
- ইমাম বুখারি জন্মগ্রহণ করেন- ১৯৪ হিজরিতে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৩৭. মুহাম্মদ (স)-এর নিকট ওহির সূচনা হয় কোন শব্দের মাধ্যমে? (জ্ঞান)

- ③ আলহামদু ④ কুল ● ইকরা ⑤ ইয়া নবি

৩৩৮. আল-কুরআনকে হাকিম বলা হয়েছে কেন? (অনুধাবন)

- ③ সর্বশেষ নাযিলকৃত বলে ● বিজ্ঞানময় বলে

- ④ আসমানি কিতাব বলে ⑤ মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ বলে

৩৩৯. “প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ”- বাণীটি কার? (জ্ঞান)

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ④ হযরত আবু বকর (রা)-এর

- ⑤ হযরত আলি (রা)-এর ⑥ হযরত উসমান (রা)-এর

৩৪০. মুহাম্মদ (স) দারবল আরকাম নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন কেন? (অনুধাবন)

- ③ মুসলমানদের স্বাবলম্বী করার জন্য ● শিবা বিস্তারের জন্য

- ④ সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য ⑤ মুসলমানদের সঞ্চয়ী করার জন্য

৩৪১. শিবা বিস্তারের লব্ধে মহানবি (স) মক্কায় একটি শিবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

তার নাম কী? (প্রয়োগ)

- ③ দারবল আমান ● দারবল আরকাম

- ④ দারবল হিন্দ ⑤ দারবল মাওয়া

৩৪২. ‘সুফফা’ নামক শিবাযতনে শিবাখীর সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)

- ③ ৬০ ● ৭০ ④ ৮০ ⑤ ৯০

৩৪৩. সুফফা কী? (জ্ঞান)

- ③ একটি ঘোড়ার নাম ④ একটি মসজিদের নাম

- একটি শিক্ষায়তন ⑤ পাহাড়ের নাম

৩৪৪. মুহাম্মদ (স) সাহাবিদের বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন কেন? (অনুধাবন)

- ③ দেশ জয় করার জন্য ● জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য

- ④ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ⑤ জিহাদ করার জন্য

৩৪৫. বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন কে? (জ্ঞান)

- খলিফা মামুন ④ খলিফা মানসুর

- ⑤ খলিফা আবদুর রহমান ⑥ খলিফা আবদুল আজিজ

৩৪৬. আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের মূলে কাদের অবদান রয়েছে?

(জ্ঞান)

- ③ খ্রিস্টানদের ● মুসলমানদের

- ④ আর্যদের ⑤ ইহুদিদের

৩৪৭. মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য নৈতিক শিবা যে কতখানি আবশ্যিক তা তিনি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেন। তিনি কে? (প্রয়োগ)

- ③ ইমাম আবু হানিফা (র) ④ ইমাম মুসলিম (র)

- ⑤ ইমাম তাবারি (র) ● ইমাম গাযালি (র)

৩৪৮. ইমাম বুখারি (র)-এর নাম কী? (জ্ঞান)

- ③ আব্দুল্লাহ ④ ইসমাইল ● মুহাম্মদ ⑤ ইবরাহিম

৩৪৯. ইমাম বুখারি (র)-এর উপনাম কী? (জ্ঞান)

- ③ আহমদ ④ মুহাম্মদ

- আবু আবদুল্লাহ ⑤ আবু জাফর

৩৫০. ইমাম বুখারি (র)-এর পিতার নাম কী? (জ্ঞান)

- ইসমাইল ④ ইবরাহিম ⑤ আব্দুল্লাহ ⑥ আব্দুর রহমান

৩৫১. ইমাম বুখারি (র) দাদার নাম কী? (জ্ঞান)

- ③ ইসমাইল ● ইবরাহিম ④ আব্দুল্লাহ ⑤ আব্দুর রহমান

৩৫২. ‘আমিরবল মুমিনিন ফিল হাদিস’ কার উপাধি? (জ্ঞান)

৩৫৩. ইমাম আবু হানিফা (র) ● ইমাম বুখারি (র)
 ৩৫৪. ইমাম বুখারি (র) কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
 ৩৫৫. ইমাম বুখারি (র) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
 ৩৫৬. ইমাম বুখারি (র) কত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন? (জ্ঞান)
 ৩৫৭. ইমাম বুখারি (রা) একাধারে কয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন? (অনুধাবন)
 ৩৫৮. লবধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন কে? (জ্ঞান)
 ৩৫৯. ইমাম বুখারি (র) কোনো রাজা-বাদশাহ দরবারে গমনাগমন করতেন না কেন? (অনুধাবন)
 ৩৬০. ইমাম বুখারি (র) হাদিস সংকলনে কত বছর সাধনা করেন? (জ্ঞান)
 ৩৬১. অলিউর রহমান সিদ্দিকী একজন সাংবাদিক। তিনি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের বেঞ্চে সঙ্গৃহীত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করেন। তাঁর এ কাজটি কোন মনীষীর কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
 ৩৬২. বুখারি শরিফের মোট হাদিস সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
 ৩৬৩. বুখারি শরিফকে বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ হিসেবে মনে করা হয়। এর কারণ কী? (উচ্চতর দরতা)
 ৩৬৪. হাদিসশাস্ত্রে কার অবদান প্রাধান্যবোধ্য? (উচ্চতর দরতা)
 ৩৬৫. ইমাম বুখারি (র)-এর সংকলিত হাদিস গ্রন্থটি কী? (জ্ঞান)
 ৩৬৬. ইমাম বুখারি (র) বুখারা ত্যাগ করেন কেন? (অনুধাবন)
 ৩৬৭. বাদশা খালিদ ইবনে আহমদ ইমাম বুখারি (র) কে তার দরবারে ডেকে পাঠান কেন? (অনুধাবন)

৩৬৮. ইমাম বুখারি (র) বললেন, “আমি হাদিসকে রাজ দরবারে নিয়ে অপমান করতে চাই না। তার প্রয়োজন হলে সে আমার ঘর বা মসজিদে আসুক।” এ কথা ঘরা ইমাম বুখারি (র)-এর কী প্রমাণিত হয়? (উচ্চতর দরতা)
 ৩৬৯. বাদশাহর সাথে ইমাম বুখারি (রা)-এর বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর কারণ কী? (উচ্চতর দরতা)
 ৩৭০. ইমাম বুখারি (র) কার ভুল হাদিস সংশোধন করেন? (জ্ঞান)
 ৩৭১. মুসলিম মনীষীদের অবদান রয়েছে— (অনুধাবন)
 i. ফিকহ শাস্ত্রে ii. ইতিহাস শাস্ত্রে
 iii. দর্শন শাস্ত্রে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৭২. মুসলিম মনীষীদের মধ্যে অন্যতম হলেন— (অনুধাবন)
 i. ইমাম গাযালি (র)
 ii. ইমাম আবু হানিফা (র)
 iii. হযরত শাহ আরমান (র)
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৭৩. ইমাম বুখারি কোনো রাজা বাদশাহর দরবারে গমনাগমন করতেন না। এতে তাঁর চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে— (প্রয়োগ)
 i. অহংকার ii. স্বাধীন চেতনাবোধ
 iii. আত্মসম্মানবোধ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৭৪. ইমাম বুখারি (র) আমাদের জন্য এক অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁকে অনুসরণের বেঞ্চে আমাদের করণীয় হলো— (উচ্চতর দরতা)
 i. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা
 ii. জ্ঞানার্জন করা
 iii. জ্ঞান বিতরণ করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৭৫. গিয়াস সাহেব জ্ঞান সাধনায় সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। তিনি ইমাম বুখারি (র) যেসব গুণের বাস্তব প্রয়োগ করলে সফল হতে পারবেন তা হলো— (প্রয়োগ)
 i. ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলা
 ii. পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে নির্জনে জ্ঞান সাধনা করা
 iii. নিজেকে পবিত্র রাখা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৭৬. আমরা ইমাম বুখারি (র) কে অনুসরণ করতে চাই। এবেঞ্চে আমাদের করণীয় হলো— (উচ্চতর দরতা)
 i. জ্ঞানার্জন করা ii. জ্ঞান বিতরণ করা
 iii. ইসলামের পথে অর্থ ব্যয় করা
 নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ③ i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৭ ও ৩৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আলরামা আমিমুল ইহসান একজন মুহাদ্দিস। তিনি অগাধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি মিসর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাদিস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পর দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে অসংখ্য ছাত্রের মাঝে হাদিসের জ্ঞান বিতরণ করেন। তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

৩৭৭. আলরামা আমিমুল ইহসানের চরিত্রে কোন মনীষীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?
(প্রয়োগ)

- ① ইমাম আবু হানিফা (র) ● ইমাম বুখারি (র)
② ইমাম গাযালি (র) ③ ইমাম শাফেয়ি (র)

৩৭৮. উক্ত মনীষীর মতো কেউ সম্মান পেতে পারেন যদি তিনি (উচ্চতর দরতা)

- i. হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেশে
ii. হাদিস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন
iii. দীর্ঘদিন হাদিসের জ্ঞান বিতরণ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ① i ও ii ② i ও iii ● ii ও iii ③ i, ii ও iii

➡ পাঠ-১১ : ইমাম আবু হানিফা (র)

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৬৮

At a Glance

- ফিকাহশাস্ত্রের জনক- ইমাম আবু হানিফা (র)।
- ইমাম আবু হানিফা (র) জন্মগ্রহণ করেন- ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে।
- ইমাম আবু হানিফা (র) জন্মগ্রহণ করেন- ইরাকের কুফায়।
- ইমাম আবু হানিফার উপাধি ছিল- ইমাম আযম।
- একাধারে ত্রিশ বছর রোযা রেখেছেন- আবু হানিফা (র)।
- চলিরশ জন ছাত্রের সমন্বয়ে গঠন করা হয়- ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড।
- ইমাম আবু হানিফা (র) মোট হজ পালন করেন- ৫৫ বার।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭৯. ইমাম আবু হানিফা কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
① ৭০ ● ৮০ ② ৯২ ③ ৯৮
৩৮০. আবু হানিফা (র)-এর জন্মসাল কত খ্রিষ্টাব্দ? (জ্ঞান)
● ৬৯৯ ② ৬৯৮ ③ ৬৯৭ ④ ৬৯৬
৩৮১. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর জন্মস্থান কোথায়? (জ্ঞান)
① ইরাকের বাগদাদে ● ইরাকের কুফায়
② ইরানের তেহরানে ③ সৌদি আরবের জেদ্দায়
৩৮২. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর নাম কী? (জ্ঞান)
① বাশার ● নুমান ② আবু হানিফা ③ জুবায়ের
৩৮৩. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর উপাধি কী? (জ্ঞান)
① আমিরবল মু'মিনুন ফিল হাদিস ② আমিরবল মু'মিনুন ফিল ফিকাহ
● ইমাম আযম ③ হুজ্জাতুল ইসলাম
৩৮৪. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর পিতার নাম কী? (জ্ঞান)
① আব্বাস ② আনাস ● সাবিত ③ জামাল
৩৮৫. ইমাম আবু হানিফা (র) কী ছিলেন? (জ্ঞান)
① সাহাবি ② ওলি ③ খলিফা ● তাবেদ
৩৮৬. ইমাম আবু হানিফা (র) কী বিষয়ে দশ বছর জ্ঞানার্জন করেন? (জ্ঞান)
● ফিকাহ ② হাদিস ③ ভূগোল ④ ইতিহাস
৩৮৭. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর কতজন ছাত্রের সমন্বয়ে 'ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন? (জ্ঞান)
① ৩০ ● ৪০ ② ৫০ ③ ৬০
৩৮৮. ইমাম আবু হানিফা (র) 'ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন কেন? (অনুধাবন)
● ফিকাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে রূপ দানের জন্য
② হানফি মাযহাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য

④ ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য

⑤ সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য

৩৮৯. কতুবে হানাফিয়াতে কত হাজার মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়? (জ্ঞান)

- ৮৩ ② ৭৩ ③ ৯৩ ④ ৯০

৩৯০. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মাজহাবের নাম কী? (জ্ঞান)

- হানাফি ② শাফি ③ মালেকি ④ হাম্বলি

৩৯১. ফিকাহ শাস্ত্রের জনক কে? (জ্ঞান)

- ① ইমাম বুখারি (র) ● ইমাম আবু হানিফা (র)
② ইমাম শাফেয়ি (র) ③ ইমাম গাযালি (র)

৩৯২. ফিকাহশাস্ত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান কার? (অনুধাবন)

- ① ইমাম আবু ইউসুফ (র) ② ইমাম মুহাম্মদ (র)
● ইমাম আবু হানিফা (র) ③ ইমাম মালেক (র)

৩৯৩. ইমাম আবু হানিফা (র) কর্তৃক সংকলিত হাদিস গ্রন্থের নাম কী? (জ্ঞান)

- ① মুয়াত্তা ইমাম আবু হানিফা ② মুয়াত্তা ইমাম আযম
● মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা ③ মুসনাদে ইমাম আযম

৩৯৪. 'মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা'য় সংকলিত হাদিসের সংখ্যা কত? (জ্ঞান)

- ① ৪০০ ● ৫০০ ② ৬০০ ③ ৭০০

৩৯৫. একাধারে ত্রিশ বছর রোযা রাখার সৌভাগ্য হয়েছিল কার? (জ্ঞান)

- ① ইমাম খারি (র) ② ইমাম মালেক (র)
● ইমাম আবু হানিফা (রা) ③ ইমাম গাযালি (র)

৩৯৬. ইমাম আবু হানিফা (র) প্রতি রমযানে কতবার কুরআন খতম করতেন? (জ্ঞান)

- ৬১ ② ৬২ ③ ৬৩ ④ ৬৪

৩৯৭. ইমাম আবু হানিফা (র) জীবনে মোট কতবার হজ করেন? (জ্ঞান)

- ① ৫০ ● ৫৫ ② ৬০ ③ ৬৫

৩৯৮. ইমাম আবু হানিফা (র) বিনা পয়সায় ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করতেন। এতে তাঁর চরিত্রে কী প্রকাশ পেয়েছে?
(প্রয়োগ)

- ① উদারতার গুণ ② মহানুভবতার গুণ
● আদর্শ শিবকের গুণ ③ সত্যবাদিতার গুণ

৩৯৯. কার নির্দেশে ইমাম আবু হানিফা (র)-কে বিষ প্রয়োগ করা হয়? (জ্ঞান)

- ① খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযিয ● খলিফা আল মানসুর
② বাদশা খালিদ ইবনে আহমদ ③ বাদশা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

৪০০. খলিফা আল মানসুর ইমাম আবু হানিফা (র) কে বিষ প্রয়োগে হত্যার নির্দেশ দেন কেন?
(অনুধাবন)

- ① খলিফার সাথে বেয়াদবি করায়
● প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করায়
② রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধ করায়
③ উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করায়

৪০১. কত হিজরীতে ইমাম আবু হানিফা (র) ইন্তিকাল করেন? (জ্ঞান)

- ① ১৪০ ● ১৫০ ② ১৬০ ③ ১৭০

৪০২. ইমাম আবু হানিফা (র) সরকারের দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলাফল কী হয়?
(উচ্চতর দরতা)

- ① তাঁকে প্রচুর অর্থ সম্পদ দেওয়া হয় ② তাঁকে বাড়তি সুযোগ দেওয়া হয়
③ তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় ● তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়

৪০৩. খলিফা আল মানসুর ইমাম আবু হানিফা (র) কে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। এর দ্বারা ইমাম আবু হানিফা কী প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন?
(প্রয়োগ)

- ① নিজের বড়ত্ব ② নিজের মহানুভবতা
● দীনি ইলমের মর্যাদা ③ নিজের সততা

৪০৪. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর আদর্শ অনুযায়ী চলতে গেলে আমাদের কর্তব্য হলো—
(উচ্চতর দরতা)

- নৈতিক মূল্যবোধ সঞ্চার করা
② সামাজিক কাজে সহযোগিতা করা

- ৩৭ সরকারি কাজে পরামর্শ করা
৩৮ দীনহীনভাবে জীবনযাপন করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪০৫. ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন— (অনুধাবন)
i. আবিদ
ii. চিকিৎসক
iii. বুদ্ধিমান
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৪০৬. ইমাম আবু হানিফার— (অনুধাবন)
i. পিতার নাম সাবিত
ii. নাম আব্দুল্লাহ
iii. উপাধি ইমামে আযম
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৪০৭. সরকার কর্তৃক দেওয়া সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে ইমাম আবু হানিফা (র) সম্মুখ রেখেছিলেন— (অনুধাবন)
i. নৈতিক মূল্যবোধ
ii. সামাজিক মর্যাদা
iii. দীন ইলমের মর্যাদা
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৪০৮. ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, আবিদ ও বুদ্ধিমান। তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছিল— (প্রয়োগ)
i. খোদাতীরবতা
ii. কর্মবিমুখতা
iii. সত্যনিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
৪০৯. ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন একজন আদর্শ শিবক। তাঁর আদর্শ অনুযায়ী শিবকদের কর্তব্য হলো— (উচ্চতর দবতা)
i. বিনা পয়সায় জ্ঞান বিতরণ করা
ii. ছাত্রদের চাকরির ব্যবস্থা করা
iii. গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১০ ও ৪১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইমাম আবু হানিফা (র) একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। যাতে পঁচাত্তর হাদিস রয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করে অন্য একটি হাদিস গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়।
৪১০. অনুচ্ছেদে ইমাম আবু হানিফা (র)–এর কোন গ্রন্থের প্রতি ইজ্জাত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
Ⓐ জালালাইন ● মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা
Ⓒ মুয়াত্তা মালেক Ⓓ মুয়াত্তা আবু হানিফা
৪১১. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ইমাম আবু হানিফা (র)–এর কাজের ফলে প্রমাণিত হয়— (উচ্চতর দবতা)
i. তিনি ফিকাহশাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন
ii. তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন
iii. তিনি হাদিসশাস্ত্রে অবদান রাখেন
● i ও ii Ⓒ i ও iii Ⓓ ii ও iii Ⓔ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪১২ ও ৪১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আলতাফ সাহেব একজন জ্ঞানী শিবক। প্রতিদিন তার কাছে হাজারো ছাত্র আসে এবং তিনি তাদের ধৈর্যের সাথে শিবাদান করেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন না।

৪১২. আলতাফ সাহেবের এ আদর্শ ইমাম আবু হানিফা (র)–এর যে চরিত্র মাধুর্যের অনুসরণ— (প্রয়োগ)
i. বিনামূল্যে জ্ঞান বিতরণ
ii. কাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা
iii. ইবাদতে একাগ্রতা
নিচের কোনটি সঠিক?
Ⓐ i ও ii Ⓒ i ও iii Ⓓ ii ও iii ● i, ii ও iii
৪১৩. তার এ কাজের ফলে— (উচ্চতর দবতা)
i. সমাজে অশিষিত লোক থাকবে না
ii. সমাজে শিবির আলো ছড়িয়ে পড়বে
iii. সবাই স্বাবলম্বী হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii Ⓒ i ও iii Ⓓ ii ও iii Ⓔ i, ii ও iii

➡ পাঠ-১২ : ইমাম গায়ালি (র) ও ইবনে জারির আত-তাবারি (র) ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৭০

At a Glance

- প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন— ইমাম গায়ালি (র)।
- ইবনে জারির আত-তাবারির পিতার নাম— জারির।
- ইবনে জারির আত-তাবারি (র) জন্মগ্রহণ করেন— ৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে।
- আত-তাবারি (র) কুরআন মুখস্থ করেন— সাত বছর বয়সে।
- ইমাম গায়ালিকে বলা হয়— হুজ্জাতুল ইসলাম।
- ইমাম গায়ালি (র) ইম্মিকাল করেন— ১১১১ খ্রিষ্টাব্দে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১৪. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ কে? (জ্ঞান)
Ⓐ ইমাম আবু হানিফা Ⓒ ইমাম মালেক
● ইমাম গায়ালি (র) Ⓓ ইমাম তাউস
৪১৫. ইমাম গায়ালি কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
● ৪৫০ Ⓒ ৪৫১
Ⓓ ৪৫২ Ⓔ ৪৫৩
৪১৬. মাওলানা জুনায়েদ একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য সুফিবাদের চর্চা করেন। মাওলানা সাহেবের চরিত্রে কোন মুসলিম মনীষীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
Ⓐ ইবনে জারির আত-তাবারি (র) ● ইমাম গায়ালি (র)
Ⓒ ইমাম আবু হানিফা (র) Ⓓ ইমাম বুখারি (র)
৪১৭. দর্শনে কার অবদান উল্লেখযোগ্য? (জ্ঞান)
● ইমাম গায়ালি Ⓒ ইবনে জারির তাবারি
Ⓓ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল Ⓔ ইবনে সিনা
৪১৮. কে সুফিবাদকে পরিপূর্ণতা দান করেন? (জ্ঞান)
● ইমাম গায়ালি (র) Ⓒ ইবনে সিনা
Ⓓ ইবনে জারির আত-তাবারি Ⓔ ইবনে রব্বাদ
৪১৯. যারা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি করতে চান ইমাম গায়ালি (র) তাদের জন্য আদর্শ। কারণ কী? (উচ্চতর দবতা)
● তিনি ইসলামি দর্শন ও সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে
Ⓒ তাফসির প্রণয়নে তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন বলে
Ⓓ তিনি ইসলামের অন্যতম সেবক ছিলেন বলে
Ⓔ তিনি জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন বলে
৪২০. ‘ইহইয়াউ উলুমিদ দীন’ কার রচিত গ্রন্থ? (জ্ঞান)

৪২১. ইমাম গাযালি (র) ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন কীভাবে? (অনুধাবন)	৩৩ হাসান ইবনে হায়সাম ৩৪ উমর খৈয়াম ৩৫ ইমাম গাযালি ৩৬ আল খাওয়ারেযমি
৪২২. ইমাম গাযালি (র) কে ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ নামে অভিহিত করা হয় কেন? (অনুধাবন)	৩৭ তৎকালীন আলিম-ওলামাদের সহযোগিতায় ৩৮ প্রামাণ্য ও যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে ৩৯ ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৪০ ব্যক্তিগত মতাদর্শ উপস্থাপন করে
৪২৩. হুজ্জাতুল ইসলাম কে ছিলেন? (জ্ঞান)	৩৩ ইমাম আবু হানিফা (র) ৩৪ ইমাম মুহাম্মদ (র) ৩৫ ইমাম গাযালি (র) ৩৬ ইমাম মালেক (র)
৪২৪. ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ অর্থ কী? (জ্ঞান)	৩৭ ইসলামের সেবক ৩৮ ইসলামের আলো ৩৯ ইসলামের দলিল ৪০ ইসলামের প্রচারক
৪২৫. ইমাম গাযালি (র) কত খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন? (জ্ঞান)	৩৩ ১১১০ ৩৪ ১১১১ ৩৫ ১১১২ ৩৬ ১১১৩
৪২৬. ইবনে জারির আত-তাবারি (র) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)	৩৩ ৮৩৮ ৩৪ ৮৩৯ ৩৫ ৮৪০ ৩৬ ৮৪১
৪২৭. ইবনে জারির আত-তাবারির জন্মস্থান কোথায়? (জ্ঞান)	৩৩ বুখারা ৩৪ বাগদাদ ৩৫ ইরান ৩৬ তাবরিস্তান
৪২৮. ইবনে জারির আত-তাবারি কত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন? (জ্ঞান)	৩৩ ৬ ৩৪ ৭ ৩৫ ৮ ৩৬ ৯
৪২৯. ইবনে জারির আত-তাবারি (র) কী ছিলেন? (জ্ঞান)	৩৩ মুহাদ্দিস ৩৪ মুফতি ৩৫ মুফাসসির ৩৬ মাওলানা
৪৩০. ‘জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন’ কী গ্রন্থ? (জ্ঞান)	৩৩ কুরআন ৩৪ তাফসির ৩৫ হাদিস ৩৬ ফিকহ
৪৩১. ‘তারিখ আর-রসুল ওয়াল মুলুক’ গ্রন্থটি কোন বিষয়ের গ্রন্থ? (অনুধাবন)	৩৩ তাফসির ৩৪ তুগোল ৩৫ ইতিহাস ৩৬ হাদিস
৪৩২. বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য তাফসির ও ইতিহাস প্রণয়নে কার অবদান সর্বাধিক? (জ্ঞান)	৩৩ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৩৪ ইমাম আবু হানিফা ৩৫ ইবনে জারির তাবারি ৩৬ ইমাম ইবনে কাসির
৪৩৩. ইমাম তাবারি (র) তাঁর তাফসির গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের তাফসির প্রণয়নে অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেন। এ কারণে তাঁর তাফসির গ্রন্থটি – (উচ্চতর দরজা)	৩৩ নির্ভরযোগ্য ৩৪ বিশুদ্ধ বলিউম ৩৫ দালিলিক ৩৬ পুরাতন
৪৩৪. ইবনে জারির আত-তাবারি (র) পাচাত্য পণ্ডিতদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছেন। এর কারণ কী? (উচ্চতর দরজা)	৩৩ ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক গবেষণা ৩৪ পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসির প্রদান ৩৫ প্রচুর হাদিস সংগ্রহ ৩৬ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দান
৪৩৫. ইবনে জারির আত-তাবারি (র) কত খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন? (জ্ঞান)	৩৩ ৯২০ ৩৪ ৯২১

৩৭ ৯২২	৩৮ ৯২৩
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	
৪৩৬. ইবনে জারির আত-তাবারি (র) ছিলেন– (অনুধাবন)	i. মুফাসসির ii. কবি iii. আরব ঐতিহাসিক নিচের কোনটি সঠিক? ৩৩ i ও ii ৩৪ i ও iii ৩৫ ii ও iii ৩৬ i, ii ও iii
৪৩৭. ইমাম গাযালি (র) সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন– (অনুধাবন)	i. ফিকাহশাস্ত্র ii. ইসলামি দর্শন iii. সুফিবাদ নিচের কোনটি সঠিক? ৩৩ i ও ii ৩৪ i ও iii ৩৫ ii ও iii ৩৬ i, ii ও iii
৪৩৮. ইবনে জারির আত-তাবারি (র) এর অবদান– (অনুধাবন)	i. তাফসির শাস্ত্র ii. দর্শন শাস্ত্র iii. ইতিহাস শাস্ত্র নিচের কোনটি সঠিক? ৩৩ i ও ii ৩৪ i ও iii ৩৫ ii ও iii ৩৬ i, ii ও iii
৪৩৯. ইমাম গাযালি (র) ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন– (অনুধাবন)	i. প্রামাণ্য দলিলের মাধ্যমে ii. ব্যক্তিগত মতামতের মাধ্যমে iii. যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে নিচের কোনটি সঠিক? ৩৩ i ও ii ৩৪ i ও iii ৩৫ ii ও iii ৩৬ i, ii ও iii
৪৪০. ইবনে জারির আত-তাবারি (র) পবিত্র কুরআনের তাফসির প্রণয়ন করেন। এ কাজের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তাঁর– (প্রয়োগ)	i. অগাধ পাণ্ডিত্য ii. সীমাহীন ধৈর্য iii. সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি নিচের কোনটি সঠিক? ৩৩ i ও ii ৩৪ i ও iii ৩৫ ii ও iii ৩৬ i, ii ও iii
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	
নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৪১ ও ৪৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
ডক্টর মানজুরে এলাহী অধ্যাপনার পাশাপাশি লেখালেখি করেন। তিনি আল-কুরআনের তাফসির ও ইতিহাস বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির নাম ‘উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস।’ গ্রন্থটি স্নাতক শ্রেণির পাঠ্য।	
৪৪১. ডক্টর মানজুরে এলাহীর কাজটি কোন মুসলিম মনীষীর কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)	৩৩ ইমাম গাযালি (র) ৩৪ ইমাম আবু হানিফা (র) ৩৫ ইবনে জারির আত-তাবারি (র) ৩৬ ইমাম বুখারি (র)
৪৪২. এরূপ প কাজের ফলে– (উচ্চতর দরজা)	i. তার ধন-সম্পদ বাড়বে ii. শিবার্থীরা উপকৃত হবে iii. তিনি ঋণীয় হয়ে থাকবেন নিচের কোনটি সঠিক? ৩৩ i ও ii ৩৪ i ও iii ৩৫ ii ও iii ৩৬ i, ii ও iii
➡ পাঠ-১৩ : জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানদের অবদান [চিকিৎসা শাস্ত্র] ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৭১	

- চিকিৎসাশাস্ত্রে— মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়।
- আল রাযি মোট গ্রন্থ রচনা করেন— ২ শতাব্দী।
- ইবনে রবশদ—এর রচিত গ্রন্থের নাম— কুলিরয়াত।
- আল মানসুরি গ্রন্থ বিভক্ত— ১০ খণ্ডে।
- চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়— আল কানুন ফিত তিব্ব গ্রন্থকে।
- আল রাযির লেখা গ্রন্থের নাম— আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ।
- আল রাযি ইম্মিকাল করেন— ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে।
- আল উসতাদ নামে খ্যাত ছিলেন— আল বিরবনি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪৩. মধ্যযুগে আল রাযি, আল বিরবনি, ইবনে সিনা ও ইবনে রবশদ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি সাধন করে বর্তমান পর্যন্ত নিয়ে আসেন। এতে বুঝা যায় —

(উচ্চতর দরজা)

- ক) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মধ্যযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে ধনী
- খ) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মধ্যযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে গরিব
- গ) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মধ্যযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে শিখবে
- আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মধ্যযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে ঋণী

৪৪৪. আল-রাযি কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- ক) ৮৬৩
- খ) ৮৬৪
- ৮৬৫
- গ) ৮৬৬

৪৪৫. শল্যচিকিৎসা বিজ্ঞানী কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) আল বিরবনি
- খ) উমর খৈয়াম
- আল রাযি
- গ) মোকাদ্দাসি

৪৪৬. একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী চিকিৎসার ওপর দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কে? (প্রয়োগ)

- ক) জাবির ইবনে হাইয়ান
- আল রাযি
- খ) আল-মাসুদি
- গ) উমর খৈয়াম

৪৪৭. বসন্ত ও হামবিষয়ক গ্রন্থটি কে রচনা করেন? (জ্ঞান)

- আবু বকর আল রাযি
- খ) হাসান ইবনে হায়সাম
- গ) ইবনে সিনা
- গ) আলি তাবারি

৪৪৮. আলরাযির ‘আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ’ গ্রন্থটি কীসের ওপর রচিত? (অনুধাবন)

- ক) চর্মরোগের ওপর
- বসন্ত ও হাম রোগের ওপর
- খ) শিশু চিকিৎসার ওপর
- গ) স্বাস্থ্য রব বিধির ওপর

৪৪৯. চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক কাজ করেন কে? (জ্ঞান)

- আল রাযি
- খ) আল কিন্দি
- গ) আল মোকাদ্দাসি
- গ) আল খাওয়ারেযমি

৪৫০. “কিতাবুল মানসুরি” প্রণেতা কে? (জ্ঞান)

- ক) উমর খৈয়াম
- খ) আল খাওয়ারেযমি
- আবু বকর আলরাযি
- গ) হাসান ইবনে হায়সাম

৪৫১. শিশু চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন কে? (জ্ঞান)

- ক) আল-বিরবনি
- খ) আবু রবশদ
- গ) আল-মোকাদ্দাসি
- আল-রাযি

৪৫২. নিউরোসাইকিয়াট্রিক সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন— (অনুধাবন)

- ক) ইবনে সিনা
- খ) ইবনে রবশদ
- আল রাযি
- গ) ইবনে খালদুন

৪৫৩. আবু বকর আলরাযি কত খ্রিষ্টাব্দে ইম্মিকাল করেন? (জ্ঞান)

- ক) ৯২৪
- ৯২৫
- খ) ৯২৬
- গ) ৯২৭

৪৫৪. আল-বিরবনি কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- ক) ৯৭২
- ৯৭৩
- খ) ৯৭৪
- গ) ৯৭৫

৪৫৫. মধ্যযুগে এমন একজন মুসলিম দার্শনিক ছিলেন যিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী বড় দার্শনিক। তিনি কে? (প্রয়োগ)

- ক) আল কিন্দি
- খ) ইবনে খালদুন
- আল বিরবনি
- গ) আল রাযি

৪৫৬. মহামান্য শিবক কাকে বলে? (জ্ঞান)

- আল বিরবনি
- খ) ইমাম গাযালি
- গ) আবু-রবশদ
- গ) ইমাম বুখারি

৪৫৭. আল-আছরবল বাকিয়াহ আনিল কুরবলি খালিয়াহ কে রচনা করেন? (অনুধাবন)

- ক) হাসান ইবনে হায়সাম
- আল বিরবনি
- খ) উমর খৈয়াম
- গ) আল খাওয়ারেযমি

৪৫৮. কোন ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রবিদ নন? (জ্ঞান)

- ক) আল বিরবনি
- খ) নাসির উদ্দিন তুসি
- গ) উমর খৈয়াম
- ইবনে সিনা

৪৫৯. ইবনে সিনা কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- ৯৮০
- খ) ৯৮১
- গ) ৯৮২
- গ) ৯৮৩

৪৬০. বিশ্ব বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) আলি তাবারি
- ইবনে সিনা
- খ) উমর খৈয়াম
- গ) আল খাওয়ারেযমি

৪৬১. ইবনে সিনাকে শল্য চিকিৎসার দিশারি মনে করা হয় কেন? (অনুধাবন)

- ক) তিনি স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন বলে
- চিকিৎসায় অসাধারণ অবদান রাখেন বলে
- খ) চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলে
- গ) চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিবক ছিলেন বলে

৪৬২. ইবনে সিনার চিকিৎসা বিষয়ে অনবদ্য সৃষ্টি কী? (জ্ঞান)

- কানুন ফিত-তিব্ব
- খ) কিতাবুল মানসুরি
- গ) আল কানুন আল মাসউদি
- গ) ইহইয়াউ উলুমিদ-দীন

৪৬৩. চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলা হয় কোন গ্রন্থটিকে? (জ্ঞান)

- ক) আল মানসুরি
- আল কানুন ফিত-তিব্ব
- খ) আল জামি
- গ) কুলিরয়াত

৪৬৪. বাসেত ইবনে সিনাকে অনুসরণ করে পারদর্শী হবে— (প্রয়োগ)

- শল্য চিকিৎসায়
- খ) দস্ত চিকিৎসায়
- গ) চক্ষু চিকিৎসায়
- গ) শিশু চিকিৎসায়

৪৬৫. ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’ কে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সঞ্চয় বলা চলে কেন? (অনুধাবন)

- ক) চিকিৎসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার কারণে
- চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের সমাবেশ থাকার কারণে
- খ) চিকিৎসা শাস্ত্রের এর সমপর্যায়ের গ্রন্থ না থাকার কারণে
- গ) এ গ্রন্থের আকার খুব বড় হওয়ার কারণে

৪৬৬. ইবনে রবশদ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- ক) বুখারায়
- করডোভায়
- খ) তাবারিস্তানে
- গ) কুফায়

৪৬৭. ‘আল জামি’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন? (জ্ঞান)

- ক) ইবনে সিনা
- ইবনে রবশদ
- খ) আল কিন্দি
- গ) উমর খৈয়াম

৪৬৮. ‘কুলিরয়াত’ কার লেখা গ্রন্থ? (জ্ঞান)

- ক) ইবনে সিনা
- ইবনে রবশদ
- খ) আল-রাযি
- গ) আল-বিরবনি

৪৬৯. চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সহজতর করার জন্য আমাদের করণীয় কী? (উচ্চতর দরজা)

- চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করা
- খ) পর্যাপ্ত মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা
- গ) দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা
- গ) চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭০. আল বিরবনি যুগ শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কারণ— (প্রয়োগ)

- i. স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধি
- ii. সাহসীকতা ও নির্ভিক সমালোচনা
- iii. সঠিক মতামত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- i, ii ও iii

৪৭১. ইবনে সিনা “আল-কানুন ফিত-তিব্ব” নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে লাভ হচ্ছে— (উচ্চতর দরজা)

- i. চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঠ দান হচ্ছে
- ii. এতে লাইব্রেরি ভালো চলছে

- iii. এ কারণে হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ৩ i ও ii ৪ i ও iii ৫ i, ii ও iii
৪৭২. ইবনে রবশদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—
(অনুধাবন)
i. আল-জামি ii. কুলিরয়াত
iii. আল-মানাযির
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii
৪৭৩. আল বিরবনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কারণ তিনি—
(অনুধাবন)
i. নির্ভীক সমালোচক ছিলেন
ii. সঠিক মতামত দিতেন
iii. চিকিৎসা প্রণালিতে নতুনত্ব এনেছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৭৪ ও ৪৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান অনেক। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আবু ইবনে সিনা, আল-বিরবনি, অন্যতম।
৪৭৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিকে শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয় কেন—
(প্রয়োগ)
● চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য
৩ চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করার জন্য
৪ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য
৫ বসন্ত ও হাম রোগের উপর গ্রন্থ রচনার জন্য
৪৭৫. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সর্বশেষ ব্যক্তি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন—
(উচ্চতর দরতা)
i. সত্যবাদিতার জন্য
ii. মুক্ত বুদ্ধির জন্য
iii. সঠিক মতামতের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
৩ i ও ii ৩ i ও iii ● ii ও iii ৫ i, ii ও iii

➡ পাঠ-১৪ : রসায়নশাস্ত্র ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৭২

At a Glance

- রসায়নকে বিজ্ঞানের স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখায় প্রতিষ্ঠা করেন— জাবির ইবনে হাইয়ান।
- আল-কিন্দি গ্রন্থ রচনা করেন— ৩৬৫টি।
- সাদা ও লালবস্তুর ব্যবহার ও পার্থক্য বর্ণনা করেন— আল কাসি।
- আল-কেমি শব্দের অর্থ— রসায়নশাস্ত্র।
- রসায়নশাস্ত্রের জনক— জাবির ইবনে হাইয়ান।
- এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব আরবিতে অনুবাদ করেন— জাবির ইবনে হাইয়ান।
- জুননুন মিসরি জন্মগ্রহণ করেন— মিশরে।
- কুফায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন— জাবির ইবনে হাইয়ান।
- আল-কিন্দি জন্মগ্রহণ করেন— ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে।
- আইনুসসানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ রচনা করেন— আল খারেজেমি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৭৬. আল-কেমি শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
৩ ভূগোলশাস্ত্র ● রসায়নশাস্ত্র ৪ গণিতশাস্ত্র ৫ দর্শনশাস্ত্র
৪৭৭. মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-কিন্দি, জুননুন মিসরি ও আল কাসি কোন শাস্ত্রে অবদান রাখেন? (জ্ঞান)
৩ ভূগোলশাস্ত্রে ● রসায়নশাস্ত্রে ৪ দর্শনশাস্ত্রে ৫ চিকিৎসাশাস্ত্রে
৪৭৮. জাবির ইবনে হাইয়ান কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- ৩ ৭২০ ৩ ৭২১ ● ৭২২ ৩ ৭২৩
৪৭৯. জাবির ইবনে হাইয়ানের পিতার নাম কী? (জ্ঞান)
● হাইয়ান ৩ আব্দুল্লাহ ৪ আল-কিন্দি ৫ আল-মিসরি
৪৮০. রসায়ন শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন কে? (জ্ঞান)
● জাবির ইবনে হাইয়ান ৩ আল-কিন্দি
৪ আল-রাযি ৫ উমর খৈয়াম
৪৮১. কুফায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন কে? (জ্ঞান)
● জাবির ইবনে হাইয়ান ৩ আল মোকাদ্দাসি
৪ উমর খৈয়াম ৫ আল কাসি
৪৮২. জামি এমন একজন রসায়নবিদের কথা জানতে পারল যিনি রসায়নকে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কে? (প্রয়োগ)
৩ আল-কিন্দি ● জাবির ইবনে হাইয়ান
৪ জুননুন মিসরি ৫ আল কাসি
৪৮৩. লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ প্রস্তুতের প্রণালি বর্ণনা করেন কে? (জ্ঞান)
৩ ইবনে রবশদ ● জাবির ইবনে হাইয়ান
৪ আল-কিন্দি ৫ ইবনে খালদুন
৪৮৪. রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
৩ আল-কিন্দি ৪ জুননুন মিসরিকে
● জাবির ইবনে হাইয়ানকে ৫ আল কাসিকে
৪৮৫. জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
৩ রসায়নশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন বলে
● রসায়নশাস্ত্রে পরিপূর্ণতা দান করেছেন বলে
৪ রসায়নশাস্ত্রের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন বলে
৫ রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞান বিতরণ করেছেন বলে
৪৮৬. কাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ মনে করা হয়? (জ্ঞান)
৩ উমর খৈয়াম ৪ মুসা আল খাওয়ারেযমি
● জাবির ইবনে হাইয়ান ৫ আবু বকর আল-রাযি
৪৮৭. আল-কিন্দি কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
৩ ৮০০ ● ৮০১ ৪ ৮০২ ৫ ৮০৩
৪৮৮. আল-কিন্দি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
৩ বসরায় ● কুফায় ৪ মদিনায় ৫ মক্কায়
৪৮৯. আল-কিন্দির পিতা কী ছিলেন? (জ্ঞান)
৩ চেয়ারম্যান ৪ শিবক ● গভর্নর ৫ জেলে
৪৯০. Theology of Aristotle আরবিতে অনুবাদ করেন কে? (জ্ঞান)
৩ ইবনে সিনা ● আল-কিন্দি
৪ আল-কাসি ৫ জাবির ইবনে হাইয়ান
৪৯১. আল-কিন্দি অনধিক ৩৬৫টি গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। এতে তার কী প্রমাণিত হয়? (উচ্চতর দরতা)
● তিনি মহাজ্ঞানী ৩ তিনি বিখ্যাত ডাক্তার
৪ তিনি মহামান্য ৫ তিনি আত্মদ
৪৯২. জুননুন মিসরির নাম কী? (জ্ঞান)
৩ আবু বকর ● ছাওবান
৪ ইকবাল ৫ উসমান
৪৯৩. জুননুন মিসরির পিতার নাম কী? (জ্ঞান)
● ইবরাহিম ৩ ইসমাইল ৪ সাওবান ৫ আব্দুল্লাহ
৪৯৪. জুননুন মিসরির জন্মস্থান কোথায়? (জ্ঞান)
৩ বাগদাদ ● মিসর ৪ কুফা ৫ পাকিস্তান
৪৯৫. জুননুন মিসরি কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
৩ ৭৯৫ ● ৭৯৬ ৪ ৭৯৭ ৫ ৭৯৮
৪৯৬. সুফি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও রসায়নশাস্ত্রে তার অবদান রয়েছে— কার সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য? (উচ্চতর দরতা)
৩ উমর খৈয়াম ৪ আল খাওয়ারেযমি

৪৯৭. রসায়নশাস্ত্রের প্রথম লেখক কে ছিলেন? (জ্ঞান)	৫৭ আল কিন্দি ৫৮ জুননুন মিসরি ৫৯ ইবনে সিনা ৬০ উমর খৈয়াম
৪৯৮. সুফি হওয়া সত্ত্বেও জুননুন মিসরিকে রসায়নবিজ্ঞানী বলা হয় কেন? (অনুধাবন)	৫৭ জ্ঞানের পরিধির জন্য ৫৮ সুফি হওয়ার জন্য ৫৯ রসায়ন নিয়ে গবেষণার জন্য ৬০ অধিক লেখালেখির জন্য
৪৯৯. বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায় কার লেখায়? (জ্ঞান)	৫৭ আল-কিন্দি ৫৮ আল-কেমি ৫৯ জুননুন মিসরি ৬০ ইমাম গাযালি
৫০০. মিসরীয় সংকেতিক বর্ণের মর্মার্থ বুঝতেন কে? (জ্ঞান)	৫৭ আল-রাযি ৫৮ গাযালি ৫৯ মোকাদ্দাসি ৬০ জুননুন মিসরি
৫০১. ইবনে আব্দুল মালিক আল কাসি কত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)	৫৭ দশম ৫৮ একাদশ ৫৯ দ্বাদশ ৬০ ত্রয়োদশ
৫০২. আল কাসির জন্মস্থান কোথায়? (জ্ঞান)	৫৭ রোম ৫৮ মক্কা ৫৯ কুফা ৬০ বাগদাদ
৫০৩. ইবনে আব্দুল মালিক আল কাসি “আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ” রচনা করেন। এটি কোন ধরনের গ্রন্থ? (প্রয়োগ)	৫৭ ইতিহাস ৫৮ তাফসির ৫৯ ভূগোল ৬০ রসায়ন
৫০৪. সর্বপ্রথম সাদা ও লাল বস্তুর ব্যবহার বিধি লিপিবদ্ধ করেন কে? (জ্ঞান)	৫৭ আল কাসি ৫৮ আল কাসি ৫৯ জাবির ইবনে হাইয়ান ৬০ জুননুন মিসরি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫০৫. জুননুন মিসরির লেখ্য বর্ণনা পাওয়া যায়— (প্রয়োগ)	i. সোনার ii. রূ. পার iii. বিভিন্ন খনিজ পদার্থের নিচের কোনটি সঠিক? ৫৭ i ও ii ৫৮ i ও iii ৫৯ ii ও iii ৬০ i, ii ও iii
৫০৬. ইয়াকুত ইবনে আব্দুলরাহ তার মুজামুল বুলদান নামক গ্রন্থে বিবরণ দিয়েছেন— (উচ্চতর দরজা)	i. ঐতিহাসিক বিষয়ের ii. ভ্রমণের অভিজ্ঞতার iii. প্রাকৃতিক বিষয়ের নিচের কোনটি সঠিক? ৫৭ i ও ii ৫৮ i ও iii ৫৯ ii ও iii ৬০ i, ii ও iii
৫০৭. জাবির ইবনে হাইয়ান আবিষ্কার করেন— (অনুধাবন)	i. পরিস্রবণ ii. দ্রবণ iii. উড়োজাহাজ নিচের কোনটি সঠিক? ৫৭ i ও ii ৫৮ i ও iii ৫৯ ii ও iii ৬০ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫০৮ ও ৫০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রসায়নশাস্ত্রে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান, জুননুন মিসরি, বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও অকৃত্রিম অবদানের ফলে রসায়নশাস্ত্র আজ উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছেছে।

৫০৮. অনুচ্ছেদের প্রথম ব্যক্তিকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয় কেন? (উচ্চতর দরজা)

- তিনি রসায়নশাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছেন
- তিনি রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন
- তিনি রসায়নশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ লিখেছেন
- তিনি রসায়নের সূত্র আবিষ্কার করেন

৫০৯. অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ব্যক্তির লেখ্য ফুটে উঠেছে— (প্রয়োগ)

- i. লেখার কালি ও কাচের বর্ণনা
 - ii. সোনা, রবপাসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বর্ণনা
 - iii. লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ৫৭ i ও ii ৫৮ i ও iii ৫৯ ii ও iii ৬০ i, ii ও iii

▶ পাঠ-১৫ : ভূগোলশাস্ত্র ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৭৩

At a Glance

- আল-মাসুদি ইম্তিকাল করেন— ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।
- ভূগোল বিশ্বকোষ লিখেছেন— আল মাসুদি।
- ইবনে খালদুন জনগ্রহণ করেন— তিউনিসিয়ায়।
- ভূগোল শাস্ত্রের গ্রন্থ— মুজামুর বুলদান।
- আল-মাসুদি ভূকম্পন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন— ৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।
- পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন— আল মাসুদি।
- আল মুকাদ্দিমা গ্রন্থের লেখক— ইবনে খালদুন।
- ইবনে খালদুন ইম্তিকাল করেন— ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১০. অজ্ঞানকে জানার আকাঙ্ক্ষা এক কিস্তি এলাকায় লোকদের কেবলা নির্ধারণসহ নানা কারণে একটি বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। তা কী? (প্রয়োগ)	৫৭ মাত্রচিত্র ৫৮ বিজ্ঞান ৫৯ বই ৬০ কম্পিউটার
৫১১. আল মোকাদ্দাসি, আল মাসুদি, ইয়াকুত ইবনে আব্দুলরাহ ও ইবনে খালদুন একটি বিষয়ে অসামান্য অবদান রাখেন। বিষয়টি কী? (প্রয়োগ)	৫৭ বিশ্বকোষ ৫৮ রসায়ন ৫৯ ভূগোল ৬০ ইতিহাস
৫১২. আল মোকাদ্দাসির পিতার নাম কী? (জ্ঞান)	৫৭ মুহাম্মদ ৫৮ আল আমিন ৫৯ আহমাদ ৬০ মুর্শিদ
৫১৩. বিখ্যাত পরিব্রাজক কে? (জ্ঞান)	৫৭ আল মাসুদি ৫৮ ইবনে খালদুন ৫৯ আল মোকাদ্দাসি ৬০ মুকদাতি
৫১৪. আল মোকাদ্দাসি কত বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন? (জ্ঞান)	৫৭ ১৬ ৫৮ ২০ ৫৯ ২৪ ৬০ ৩০
৫১৫. বিশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা কার? (জ্ঞান)	৫৭ আল মোকাদ্দাসি ৫৮ ইবনে খালদুন ৫৯ আল মাসুদি ৬০ ইবনে বতুতা
৫১৬. আল মোকাদ্দাসি দীর্ঘ বিশ বছর পৃথিবী ভ্রমণ করেন কেন? (অনুধাবন)	৫৭ পৃথিবীর নানা সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য ৫৮ অভিজ্ঞতা অর্জন করে গ্রন্থ রচনার জন্য ৫৯ পৃথিবীর আকার আয়তন জানার জন্য ৬০ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দেখার জন্য
৫১৭. ‘আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম’ গ্রন্থের লেখক কে? (জ্ঞান)	৫৭ মাসুদি ৫৮ আল মোকাদ্দাসি ৫৯ ইবনে খালদুন ৬০ আল কিন্দি
৫১৮. ভূগোল বিশ্বকোষ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)	৫৭ আল মোকাদ্দাসি রচিত গ্রন্থ ৫৮ ইবনে খালদুন রচিত গ্রন্থ ৫৯ আল মাসুদি রচিত গ্রন্থ ৬০ ইয়াকুত ইবনে আব্দুলরাহ রচিত গ্রন্থ
৫১৯. আরব সাগরের ঝড়ের কথা উল্লেখ করেন কে? (জ্ঞান)	৫৭ ইমাম গাযালি ৫৮ আল মাসুদি ৫৯ ইবনে খালদুন ৬০ আল মোকাদ্দাসি
৫২০. ভূকম্পন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন কে? (জ্ঞান)	৫৭ আল মোকাদ্দাসি ৫৮ ইবনে খালদুন ৫৯ আল মাসুদি ৬০ ইবনে বতুতা

৫২১. আল মাসুদি কোথায় ইস্তিকাল করেন? (জ্ঞান)
- মিসরে ④ কুফায়
① বাগদাদে ③ ইরাকে
৫২২. মুজাম্মুল বুলদানে প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন কে? (জ্ঞান)
- ③ ইবনে খালদুন ④ ইবনে হিব্বান
● ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ ③ আল মাসুদি
৫২৩. মুজাম্মুল বুলদান কী? (জ্ঞান)
- ③ ইতিহাস শাস্ত্র ④ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ
① বাংলা ব্যাকরণ ● ভূগোলশাস্ত্র
৫২৪. ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ তার 'মুজাম্মুল বুলদান' নামক গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ দেন। এতে প্রমাণিত হয়—(উচ্চতর দরতা)
- ③ গ্রন্থটি ভূগোল শাস্ত্রের ④ গ্রন্থটির চাহিদা বেশি
① গ্রন্থটি খুবই পরিচিত ● গ্রন্থটি ভূগোল শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ
৫২৫. প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে কোন গ্রন্থে? (জ্ঞান)
- ③ ভূগোল বিশ্বকোষ গ্রন্থে ● মুজাম্মুল বুলদান গ্রন্থে
④ আল-কানুন ফিত-তিব্ব গ্রন্থে ③ কুলিরয়াত গ্রন্থে
৫২৬. মুকাদ্দিমা কী? (জ্ঞান)
- ③ আল মাসুদি রচিত গ্রন্থ ④ শেখ সাদী রচিত গ্রন্থ
① আল মোকাদ্দাসির ভ্রমণকাহিনী ● ইবনে খালদুনের লিখিত কিতাব
৫২৭. যে গ্রন্থটি ভূগোলশাস্ত্রকে অমরত্ব দান করেছে তার নাম কী? (জ্ঞান)
- মুকাদ্দিমা ③ মোকাদ্দাসি
① ভূগোলশাস্ত্র ④ মুজাম্মুল বুলদান
৫২৮. ইবনে খালদুন আল মুকাদ্দিমা গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন। এটি ভূগোল শাস্ত্রকে—(উচ্চতর দরতা)
- অমরত্ব দান করেছে ④ বিস্তৃতি ঘটিয়েছে
① বিজয় দান করেছে ③ পরিচিত করেছে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫২৯. "মুজাম্মুল বুলদান" গ্রন্থে রয়েছে—(অনুধাবন)
- i. প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক বিষয়ের বিবরণ
ii. জাতি-তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ
iii. আরব সাগরের ঝড়ের বিবরণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii ③ i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
৫৩০. ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর মুজাম্মুল বুলদান নামক গ্রন্থে বিবরণ দিয়েছেন—(উচ্চতর দরতা)
- i. ঐতিহাসিক বিষয়ের
ii. ভ্রমণের অভিজ্ঞতার
iii. প্রাকৃতিক বিষয়ের
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ③ i ও ii ● i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৩১ ও ৫৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- 'কিতাব আল-ইবার ওয়া দিওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল খাবার ফি-আইয়াম আল-আরাব ওয়াল আযম ওয়া বারবার' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন এক মহান ব্যক্তি।
৫৩১. অনুচ্ছেদে কোন মহান ব্যক্তির প্রতি ইজ্জাত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
- ইবনে খালদুন ④ ইবনে হাইয়ান
① ইবনে বতুতা ③ ইবনে আরবি

৫৩২. উক্ত গ্রন্থ রচনার ফলে তিনি লাভ করেছেন—(উচ্চতর দরতা)
- i. ভূগোলশাস্ত্র অমরত্ব
ii. প্রচুর ধন-সম্পদ
iii. বিশ্বজোড়া খ্যাতি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ③ i ও ii ● i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

▶ পাঠ-১৬ : গণিতশাস্ত্র ▶ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা ১৭৪

At a Glance

- কিতাবুল হিসাব আল আদাদ আল হিন্দী পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থ।
- উমর খৈয়াম জন্মগ্রহণ করেন পারস্যে।
- নাসির উদ্দিন তুসি গ্রন্থ রচনা করেন— ১৬টি।
- বীজগণিতের জনক— মুসা আল খাওয়ারেমি।
- 'কিতাবুল মানাযির' গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়— চক্ষু।
- উমর খৈয়ামের লেখা গ্রন্থ— কিতাবুল জিবার ওয়াল মুকাবালা।
- ইউরোপিয়রা বীজ গণিতের নামকরণ করে— আল-জেবরা।
- দৃষ্টিবিজ্ঞানের জনক— হাসান ইবনে হায়সাম।
- নাসির উদ্দিন তুসি জন্মগ্রহণ করেন— ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৩৩. গণিতশাস্ত্রের জনক বলা হয় কাকে? (অনুধাবন)
- ③ উমর খৈয়াম ● মুসা আল খাওয়ারেমি
④ আল-বিরবনি ⑤ হাসান ইবনে হায়সাম
৫৩৪. বীজগণিতের সর্বপ্রথম আবিষ্কারক কে? (জ্ঞান)
- ③ আল মাসুদি ● আল খাওয়ারেমি
④ আলি তাবারি ⑤ আল বিরবনি
৫৩৫. "হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ" গ্রন্থের রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
- আল খাওয়ারেমি ④ উমর খৈয়াম
① আলি তাবারি ③ ইবনে জারির তাবারি
৫৩৬. আল খাওয়ারেমির একটি গ্রন্থে তিনি আট শতাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেন। গ্রন্থটির নাম কী? (প্রয়োগ)
- ③ আল মুকাদ্দিমা ④ আল কাসি
① আল কেমি ● আল-জেবরা
৫৩৭. চক্ষু বিজ্ঞানী কে? (জ্ঞান)
- হাসান ইবনে হায়সাম ④ আল খাওয়ারেমি
① উমর খৈয়াম ③ তুসি
৫৩৮. মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টিবিজ্ঞানী ছিলেন? (অনুধাবন)
- ③ উমর খৈয়াম ④ ইবনে সিনা
① নাসির উদ্দিন ● ইবনে হায়সাম
৫৩৯. বাহ্যপদার্থ থেকেই আমাদের চোখে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়। চোখ থেকে বের হওয়া আলো বাহ্যপদার্থকে দৃষ্টিগোচর করায় না— এটি প্রমাণ করেন কে? (উচ্চতর দরতা)
- হাসান ইবনে হায়সাম ④ নাসির উদ্দিন তুসি
① উমর খৈয়াম ③ আল রাযি
৫৪০. ম্যাগনিফাইং গ্লাস কে আবিষ্কার করেন? (জ্ঞান)
- ③ ইবনে সিনা ④ উমর খৈয়াম
● হাসান ইবনে হায়সাম ⑤ আল বিরবনি
৫৪১. ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দে নিচের কে ইস্তিকাল করেন? (জ্ঞান)
- ইবনে হায়সাম ④ উমর খৈয়াম
① নাসির উদ্দিন ③ ইবনে খালদুন
৫৪২. প্রথম শ্রেণির গাণিতিক বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)
- উমর খৈয়াম ④ হাসান ইবনে হায়সাম
① আবু বকর আল রাযি ③ আল বিরবনি
৫৪৩. কিতাবুল জিবার কে রচনা করেন? (জ্ঞান)

- উমর খৈয়াম ৩৭ আল-বিরবনি
 ৩৮ আবু বকর আল রাযি ৩৯ আল খাওয়ারেযমি
৫৪৪. 'কিতাবুল জিব্বার' গ্রন্থখানি কোন বিষয়ের ওপর রচিত? (জ্ঞান)
 ৩৬ রসায়ন ● গণিত ৩৭ চিকিৎসা ৩৮ পদার্থ
৫৪৫. কিতাবুল জিব্বারে উমর খৈয়ামের আলোচ্য বিষয় কী ছিল? (অনুধাবন)
 ● ঘনসমীকরণ ৩৯ উপপাদ্য
 ৩৬ পৃথিবীর পরিমাপ ৩৭ রাসায়নিক বিক্রিয়া
৫৪৬. একজন গণিতবিদ ত্রিকোণমিতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে পৃথক করে সমতল এবং গোলাকৃৎ ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি কে? (প্রয়োগ)
 ৩৬ উমর খৈয়াম ৩৭ হাসান ইবনে হায়সাম
 ● নাসির উদ্দিন তুসি ৩৮ আল-খাওয়ারেযমি
৫৪৭. 'তাহরিরবল উসুল' কী ধরনের গ্রন্থ? (অনুধাবন)
 ● গণিত ৩৬ ভূগোল
 ৩৮ রসায়ন ৩৭ ইতিহাস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪৮. মুসা আল খাওয়ারেযমি— (অনুধাবন)
 i. ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন
 ii. গণিতশাস্ত্রের জনক
 iii. ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৩৬ i ও iii ৩৭ ii ও iii ৩৮ i, ii ও iii
৫৪৯. উমর খৈয়াম — (অনুধাবন)
 i. ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন
 ii. প্রথম শ্রেণির দার্শনিক ছিলেন
 iii. ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে ইশ্তিকাল করেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৬ i ও ii ● i ও iii ৩৭ ii ও iii ৩৮ i, ii ও iii
৫৫০. নাসির উদ্দিন তুসি ত্রিকোণমিতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে পৃথক করে বর্ণনা দেন— (প্রয়োগ)
 i. অবতল ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে
 ii. সমতল ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে
 iii. গোলাকৃৎ ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ● ii ও iii ৩৮ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৫১ ও ৫৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
 আল খাওয়ারেযমি, ইবনে হায়সাম, উমর খৈয়াম ও নাছির উদ্দিন তুসিসহ অনেক মুসলিম মনীষী বিজ্ঞানের মূল শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।
৫৫১. অনুচ্ছেদে বিজ্ঞানের মূল শাস্ত্র বলতে কোন শাস্ত্রের প্রতি ইজ্জিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
 ৩৬ রসায়ন ● গণিত
 ৩৮ চিকিৎসা ৩৭ দর্শন
৫৫২. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রথম ব্যক্তিকে উক্ত শাস্ত্রের জনক বলা হয়। কারণ তিনি— (উচ্চতর দর্শন)
 i. বীজগণিতের আবিষ্কারক ছিলেন
 ii. গণিত শাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন
 iii. গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৩৬ i ও iii ৩৭ ii ও iii ৩৮ i, ii ও iii

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৫৩. মহানবি (স)–এর আবির্ভাবের সময় তৎকালীন আরবদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল— (অনুধাবন)
 i. মদপান
 ii. জুয়াখেলা
 iii. মূর্তিপূজা করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ● i, ii ও iii
৫৫৪. মহানবি (স)–এর ন্যায় আর্তমানবতার সেবায় সম্পদ ব্যয় করার ফলে— (উচ্চতর দর্শন)
 i. সমাজে দানবীর হওয়া যাবে
 ii. সমাজের গরিব-দুঃখীদের কষ্ট লাঘব হবে
 iii. সমাজে শান্তি বিরাজ করবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ● ii ও iii ৩৮ i, ii ও iii
৫৫৫. আমাদের উচিত রাষ্ট্রের কল্যাণে— (উচ্চতর দর্শন)
 i. সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা
 ii. একসাথে কাজ করা
 iii. রাজনীতি না করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৩৬ i ও iii ৩৭ ii ও iii ৩৮ i, ii ও iii
৫৫৬. মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো— (অনুধাবন)
 i. আল্লাহ ভীতি
 ii. সংকর্ম
 iii. বংশমর্যাদা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ৩৬ i ও iii ৩৭ ii ও iii ৩৮ i, ii ও iii
৫৫৭. দেশ ও জাতিতে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করতে আমাদের উচিত— (উচ্চতর দর্শন)
 i. দৃঢ়তার সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করা
 ii. গণতান্ত্রিকভাবে শাসন কাজ পরিচালনা করা
 iii. বিচরণতার সাথে শাসন কাজ পরিচালনা করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ● i, ii ও iii
৫৫৮. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর ইশ্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমাধা হয়— (প্রয়োগ)
 i. খলিফা নির্বাচন
 ii. দাফন
 iii. রাসুলের উত্তরাধিকার বিষয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ● i, ii ও iii
৫৫৯. আবু মুশ্ব হযরত উসমান (রা)– (প্রয়োগ)
 i. দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন
 ii. ত্রিশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন
 iii. এক হাজার উট দান করেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩৬ i ও ii ● i ও iii ৩৭ ii ও iii ৩৮ i, ii ও iii
৫৬০. হযরত উসমান (রা)– (অনুধাবন)
 i. আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন
 ii. রাসুল (স)–এর দুই কন্যা বিবাহ করেছিলেন
 iii. স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন
 নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ৩ i ও iii ৭ ii ও iii ৯ i, ii ও iii

৫৬১. হযরত আলি (রা) ইসলামের সেবা করেছেন— (অনুধাবন)

i. সাহসিকতা দিয়ে ii. ধন-সম্পদ দিয়ে

iii. লেখনীর মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

৩ i ও ii ● i ও iii ৭ ii ও iii ৯ i, ii ও iii

৫৬২. আল-কুরআনকে বলা হয়— (অনুধাবন)

i. হাকীম

ii. ছিফাত

iii. ইসমাত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ৩ ii ৭ iii ৯ i, ii ও iii

৫৬৩. মহানবি (স) সাহাবীদের বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন— (অনুধাবন)

i. অর্থ উপার্জনের জন্য

ii. জ্ঞানার্জনের জন্য

iii. জ্ঞান বিস্তারের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

৩ i ও ii ৩ i ও iii ● ii ও iii ৯ i, ii ও iii

৫৬৪. আবু বকর আল রাযি ছিলেন— (অনুধাবন)

i. সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী

ii. শল্য চিকিৎসাবিদ

iii. দার্শনিক

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ৩ i ও iii ৭ ii ও iii ৯ i, ii ও iii

৫৬৫. জাবির ইবনে হাইয়ান একজন রসায়ন বিজ্ঞানী। তা প্রমাণ পাওয়া যায়— (উচ্চতর দরতা)

i. পরিশ্রবণ আবিষ্কার

ii. চুলের কলপ প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কার

iii. ভূগোল বিজ্ঞানী

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ৩ i ও iii ৭ ii ও iii ৯ i, ii ও iii

৫৬৬. বিখ্যাত রসায়নশাস্ত্রবিদ হলেন— (অনুধাবন)

i. জাবির ইবনে হাইয়ান

ii. আবু বকর আল রাযি

iii. আল কিন্দি

নিচের কোনটি সঠিক?

৩ i ও ii ● i ও iii ৭ ii ও iii ৯ i, ii ও iii

৫৬৭. আল মাসুদি এমন একজন মনীষী যিনি— (প্রয়োগ)

i. পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করেন

ii. ভূগোল বিশ্বকোষ রচনা করেন

iii. মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ① i ও iii ② ii ও iii ③ i, ii ও iii

৫৬৮. কিতাবুল মানাযির নামক গ্রন্থের উপর নির্ভর করে গবেষণা করেন—

(উচ্চতর দরতা)

i. রোজার বেকন
ii. নিউলার্চো
iii. উমর খৈয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ① i ও iii ② ii ও iii ③ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৬৯ ও ৫৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব করিম মোল্লা একজন খাঁটি ইমানদার ব্যক্তি। তিনি কুরআন-হাদিস অনুযায়ী জীবনযাপন করছেন। তিনি সতীর প্রতি সদয় আচরণসহ তার কাজের ছেলে কোনো অন্যায় করলে তা বমার দৃষ্টিতে দেখেন। বাইরের জগতে সবাই তাকে একজন সৎ ও বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করে।

৫৬৯. জনাব করিম যেভাবে জীবনযাপন করছেন তার নির্দেশনা আমরা রাসূল (স)–এর কোন কাজের মাধ্যমে পেয়েছি? (প্রয়োগ)

● বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে ① মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে
② হিজরতের মাধ্যমে ③ শান্তিসংঘ স্থাপনের মাধ্যমে

৫৭০. উক্ত কাজের অনুশীলন করলে আমাদের দেশ ও জাতি— (উচ্চতর দরতা)

i. সমৃদ্ধি অর্জন করবে
ii. সুন্দর ও উন্নত হবে
iii. অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭১ ও ৫৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মেহের নিগার মাঝে মাঝে ইসলামি বই পড়ে। একদিন তার দাদিমা তাকে ডেকে বললেন, তুমি খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনচরিতগুলো ভালোভাবে পড়; তাহলে তুমি ন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীন এবং ভালো গুণ রপ্ত করতে পারবে।

৫৭১. মেহের নিগার ন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীনতার শিবা নিতে জীবন চরিত্র পড়বে—

(উচ্চতর দরতা)

i. হযরত উমরের (রা)
ii. হযরত আবু বকরের (রা)
iii. ইমাম বুখারির (রা)

নিচের কোনটি সঠিক?

① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ● i, ii ও iii

৫৭২. অনুচ্ছেদে যে সকল মনীষীর কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তৃতীয় জনের উপাধি কোনটি? (প্রয়োগ)

① সিদ্দিক ② আসাদুল্লাহ ● যুনুসইন ③ ফারবক

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

মহানবি (স) এর হিলফুল ফযুল এবং হযরত উমর (রা)

জনাব আব্দুল হক রহমতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত তৎপর। ন্যায়-বিচারের স্বার্থে তিনি আপন-পর পার্থক্য করেন না। তিনি সর্গশ্রম সকলের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেন। তাঁর ইউনিয়নের একটি গ্রামে চুরি-ডাকাতি ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে গেলে স্থানীয় মেম্বার জনাব আবুল

খায়ের গ্রামের যুবকদেরকে নিয়ে একটি শান্তি সংঘ গড়ে তোলেন। মুরবিদের সহযোগিতায় ঐ যুবকসংঘ গ্রামের বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। [স. বো. '১৫]



ক. 'যুনুসইন' বলা হয় কাকে?

১

খ. প্রাক-ইসলামি যুগে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল?

ব্যখ্যা দাও।

২

- গ. আবুল খায়েরের পদবেপটি মহানবি (স)-এর কোন উদ্যোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব আব্দুল হকের কর্মতৎপরতা হযরত উমর (রা)-এর জীবনাদর্শের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

ক হযরত উসমান (রা) কে ‘যুননুরাইন’ বলা হয়।

খ প্রাক ইসলামি যুগে নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

প্রাক ইসলামি যুগে নারীদের কোনো মান-মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনোরূপ অধিকার ছিল না। সেসময় নারীদের দ্রব্যসামগ্রী মনে করা হতো। তাদের ক্রীতদাসী হিসেবে বাজারে কেনাবেচা করা হতো। তারা ছিল ভোগ্যপণ্য, আনন্দদায়ক, প্রেমদায়িনী, সকল ভাঙনের উৎস, নরকের দরজা অনিবার্য পাপ ইত্যাদি নামে খ্যাত।

গ আবুল খায়েরের পদবেপটি মহানবি (স) এর ‘হিলফুল ফযুল’ (শান্তি সংঘ) গঠনের উদ্যোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সিরিয়া থেকে ফিরে এসে মহানবি (স) ফিজার যুদ্ধের বিতীষিকা দেখলেন। যুদ্ধটি শুরব হলো নিষিদ্ধ মাসে। তাছাড়া কায়স গোত্র অন্যায়ভাবে কুরাইশদের ওপর এ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য একে ‘হারবুল ফিজার’ বা অন্যায় যুদ্ধ বলা হয়। পাঁচ বছর যাবৎ এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। হযরত মুহাম্মদ (স) এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠে। আহতদের আত্নানাদ শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি তাঁর সহ্য হলো না। তাই তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে ‘হিলফুল ফযুল’ (শান্তি সংঘ) গঠন করলেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আত্মের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্র গোত্রে শান্তি, সঙ্গীতি বজায় রাখা।

উদ্দীপক পাঠেও আমরা ঠিক এরকমই একটি সংঘের কথা জানতে পারি যে, রহমতপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামে চুরি-ডাকাতি ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে গেলে স্থানীয় মেম্বার জনাব আবুল খায়ের গ্রামের যুবকদের নিয়ে একটি শান্তি সংঘ গড়ে তোলেন। মুরব্বীদের সহযোগিতায় ঐ যুবসংঘ গ্রামে বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এ যেন মহানবি (স) এর হিলফুল ফযুলের প্রতিচ্ছবি। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আবুল খায়েরের পদবেপটি মহানবি (স) এর হিলফুল ফযুল (শান্তি সংঘ) গঠনের উদ্যোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ জনাব আবুল হকের কর্মতৎপরতা হযরত উমর (রা) এর জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি। হযরত উমর ফারবক (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর মানবীয় গুণটি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি সত্য ও অসত্যের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। হযরত উমর ফারবক (রা) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উচ্চ-নিচু, আপন-পরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। মধ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) ছিলে গণতন্ত্রমনা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হক রহমতপুর ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত তৎপর থাকেন। ন্যায়-বিচারের সাথে তিনি আপন-পর পার্থক্য করেন না। তিনি সর্গশ্রিয় সবার সাথে পরামর্শ করে কাজ করেন। এ যেন হযরত উমর (রা) এর অনুরকরণ। আমাদের দেশেও যদি শাসনকার্যে জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় তাহলে

আমাদের শাসনকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিগণও হযরত উমর (রা) এর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্দীপকের জনাব আব্দুল হক মতো ন্যায়পরায়ণ হবেন।

প্রশ্ন- ২ ▶▶

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সমকালীন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

জাগুরা গ্রামে অনেক অন্যায়-অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। গ্রামবাসী নানা পাপাচারে লিপ্ত। তাদের সকল কাজ এবং আচরণই নিষ্ঠুর। তুচ্ছ কারণে একে অপরকে হত্যা করে। গ্রামের দুটি বংশের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকে। শত শত লোক এতে মারা যাচ্ছে। এ অবস্থা অবলোকন করে সাঈদুল নামে এক যুবক ‘পরিত্রাণ’ নামে একটি সংগঠন তৈরি করে এলাকায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে। [রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. কোন গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলত? ১

খ. ‘উছওয়া’ বলতে কী বোঝায়? ২



গ. ইসলাম-পূর্ব যুগের কোন অবস্থার সাথে জাগুরা গ্রামের অবস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুহাম্মদ (স)-এর একটি পদবেপের আলোকে ‘পরিত্রাণ’ সংগঠনটির কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

ক বনু সাদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলত।

খ ‘উছওয়া’-এর বাংলা প্রতিশব্দ আদর্শ। আদর্শ বলতে বোঝায় অনুকরণীয়, অনুসরণীয় এবং গ্রহণযোগ্য চালচলন ও রীতিনীতিকে। মানুষের সামগ্রিক জীবন সুন্দর ও সফল করতে যেসব মনীষীর জীবনকর্ম অনুসরণ করা হয় তাই হলো জীবনাদর্শ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

গ ইসলাম-পূর্ব আইয়ামে জাহিলিয়া যুগের অবস্থার সাথে জাগুরা গ্রামের অবস্থার মিল রয়েছে। মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসূলগণের শিবা ভুলে অসামাজিক নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। তাদের আচার, ব্যবহার ও চালচলন ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। তাই সে যুগকে ‘আইয়ামে জাহিলিয়া’ বা ‘অজ্ঞতার যুগ’ বলা হয়। সে যুগে মানুষের জান, মাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদ্যপান, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার নিত্যদিনের ঘটনা। সে সময় নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ লেগেই থাকত। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, আইয়ামে জাহিলিয়া যুগের ন্যায় জাগুরা গ্রামে অনেক অন্যায়-অত্যাচার সংঘটিত হয়। গ্রামবাসীরা নানা রকম পাপাচারে লিপ্ত থাকে। তুচ্ছ কারণে তারা একে অপরকে হত্যা করে। সুতরাং বলা যায়, ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজের অবস্থার সাথে জাগুরা গ্রামের মিল রয়েছে।

ঘ মহানবি (স)-এর হিলফুল ফযুলের অনুকরণে জাগুরা গ্রামের ‘পরিত্রাণ’ নামক সংগঠনটির কার্যক্রম বিদ্যমান। মহানবি (স) আরবদের অন্যায়-অত্যাচার বন্ধে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লব্ধে হিলফুল ফযুল গঠন করেন। শৈশবকাল হতে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী। তৎকালীন আরব সমাজের লোকেরা ছিল নানা অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত। হত্যা, রাজাহানি, লুটপাট, যুদ্ধ-সংঘাত এসব কিছু ছিল তাদের নিত্যদিনের কাজ। এ সময় কায়স গোত্র অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ মাসে কুরাইশদের ওপর ফিজার যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। পাঁচ বছর ধরে চলা এ যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং এ অশান্তি তাঁর সহ্য হয়নি। তাই আরবের কয়েকজন শান্তিকামী যুবককে নিয়ে হিলফুল ফযুল বা শান্তিসংঘ গঠন করলেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল

আর্তের সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্র গোত্র শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা। এসব কাজের ফলে তৎকালীন আরবে শান্তি ফিরে আসে। উদ্দীপকের জাগুরা গ্রামে যে অন্যায-অত্যাচার সংঘটিত হয় তা প্রতিরোধের জন্য সাইদুল নামে একজন যুবক মহানবি (স) -এর গঠিত হিলফুল ফুয়ুলের আলোকে ‘পরিত্রাণ’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের মাধ্যমে এলাকায় অন্যায-অত্যাচার প্রতিরোধ এবং শান্তি ও সম্প্রতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন- ৩ ▶▶

হযরত উমর (রা) এবং হযরত উসমান (রা)

শফিক তার বড় ভাইয়ের কাছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলিফা সম্পর্কে জানতে চাইলে দ্বিতীয় খলিফা সম্পর্কে বলেন, এ খলিফাকে হযরত মুহাম্মদ (স) ফারবক উপাধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। রাতের আঁধারে প্রজাদের সুখ-দুঃখ ঘুরে ঘুরে দেখতেন তিনি। তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের এক মহান আদর্শ। বড় ভাই তৃতীয় খলিফা সম্পর্কে বলেন, তাঁর উপাধি ছিল গণি এবং যুনুরাইন। ৩৪ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের সেবায় তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তিনি ‘জামেউল কুরআন’ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

- ক. হযরত উমর (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. ‘অবশ্যই তোমাদের জন্য আলরার রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ সূরা আল-আহযাব-এর আয়াতটি বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে যে দ্বিতীয় খলিফার কথা বলা হয়েছে তার নাম কী? আইনের শাসন ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় একজন রাষ্ট্রনায়ক তার কাছ থেকে কী শিবালাভ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তৃতীয় খলিফা হিসেবে ইসলামের সেবায় যার বিভিন্নমুখী অবদানের কথা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে তার নামসহ উল্লিখিত অবদানগুলো মূল্যায়ন কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ✎

ক হযরত উমর (রা) ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

খ মানুষের সামগ্রিক জীবন সুন্দর ও সফল করতে যেসব মনীষীর জীবনকর্ম অনুসরণ করা হয় তাই হলো জীবনাদর্শ। শেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ প্রসঙ্গে সূরা আল-আহযাব-এ আলরাহ তায়াল ব বলেন, ‘অবশ্যই তোমাদের জন্য আলরার রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ সুতরাং মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

গ উদ্দীপকে যে দ্বিতীয় খলিফার কথা বলা হয়েছে তাঁর নাম হযরত উমর ফারবক (রা)। আইনের শাসন ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন ন্যায ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। তিনি ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তার শাসনামলে আইন ছিল সকলের জন্যই সমান। আইনের শাসন ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একজন রাষ্ট্রনায়ক তার কাছ থেকে নানা বিষয়ে শিবালাভ করতে পারে যেমন :

অবশ্যই একজন রাষ্ট্রনায়ককে গণতন্ত্রমনা এবং সাম্য ও মানবতাবোধের অধিকারী হতে হবে। শাসকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। শাসনকার্যে শাসকের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। লোভ, প্রতিহিংসা

তাগ করে ন্যাযপরায়ণ হতে হবে। সর্বোপরি আইনের শাসন ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় একজন রাষ্ট্রনায়ক তাঁর কাছ থেকে শিবা লাভ করতে পারে।

ঘ তৃতীয় খলিফা হিসেবে ইসলামের সেবায় যার বিভিন্ন অবদানের কথা উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও লজ্জাশীল ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তার সম্পদ ব্যয় করেন। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি আঠারো হাজার দিনার ব্যয়ে একটি কূপ ক্রয় করে তা জনসেবায় ওয়াকফ করে দেন। আবার মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে যখন মুসলিমদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না তখন তিনি নিজ খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করে দেন। তাবুক যুদ্ধে দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন এবং এক হাজার উট দান করেন। এছাড়াও তিনি সাতটি ঘোড়া ও এক হাজার দিনার মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দরবারে দান করেন। হযরত উসমান (রা)-এর খেলাফতকালে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিশ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা) -এর কাছে সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত কপির আলোকে আরও ৭টি কপি তৈরি করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। ফলে সারাবিশ্বে একই রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত সম্ভব হয়। এজন্য তাঁকে ‘জামেউল কুরআন’ বলা হয়। এভাবেই হযরত উসমান (রা) ইসলামের সেবায় বিভিন্ন অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন- ৪ ▶▶

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মদিনা সনদ

একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের লোকদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। হাকিম সাহেবের মধ্যস্থতায় তা মীমাংসা হলেও তৃতীয় পর্বের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি হাকিম সাহেবকে কাজ করতে দিচ্ছিল না। পরবর্তীকালে হাকিম সাহেব কিছু শর্তসাপেক্ষে সকল পর্বের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি করেন। এতে এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসে। [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]

- ক. কাদেরকে আনসার বলা হয়? ১
- খ. সকল মুসলিমের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হলো মসজিদে নববি।-ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের সমঝোতা চুক্তিটি মহানবি (স)-এর যে চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মহানবি (স)-এর মাদানি জীবনের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ✎

ক মুহাজিরদের সার্বিকভাবে সাহায্যকারী মদিনাবাসীকে আনসার বলা হয়।

খ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় হিজরত করে সেখানকার বিভিন্ন গোত্রের মাঝে দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধের জন্য উদ্যোগ নেন। এখানে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। গড়ে তুললেন ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা ও সকল মুসলমানের মিলনকেন্দ্র মসজিদে নববি। এই মসজিদে সকল মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ বজায় রেখে সুশৃঙ্খলভাবে আলরার ইবাদতে লিপ্ত হন।

গ উদ্দীপকের সমঝোতা চুক্তিটি মহানবি (স)-এর হুদাইবিয়ার সন্ধি বা চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছু কিছু শর্ত আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানদের

জন্য অপমানজনক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এ সন্ধির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। মহান আলরাহ পবিত্র কুরআনে এ সন্ধিকে ‘প্রকাশ্য বিজয়’ বলে উল্লেখ করেছেন। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র শক্তির জাতি হিসেবে স্বীকার করে নেয়। এ সন্ধিতে দশ বছর যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকার কথা উল্লেখ ছিল। এ কারণে মহানবি (স) নিশ্চিত মনে দেশে ও বিদেশে ইসলাম প্রচার করতে সর্বম হয়েছিলেন। এ সময় বিধর্মীরা মুসলমানদের সান্নিধ্যে এসে মুক্তমনে ইসলামকে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পায়। ফলে ক্রমান্বয়ে তারা ইসলামের অমর্ত্যবাহিত গুণাবলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। আর এ প্রেক্ষিতে হুদাইবিয়া সন্ধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ঘ মহানবি (স)–এর মাদানি জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হলো। মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কায় কাফিরদের অত্যাচারের মুখে আলরাহ পাকের নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় নবি (স) ধর্ম প্রচারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ পান। এখানে গোত্র গোত্র দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ নিরসন করে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে সর্বম হন। মুহাজির ও আনসারদের মাঝে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন, যা ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর ফলে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। এখানে তিনি মুসলিমদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববি স্থাপন করেন। মদিনায় বিভিন্ন গোত্রের মানুষ বসবাস করত। মুহাম্মদ (স) এখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের জন্য বিভিন্ন গোত্রকে একত্র করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদ হিসেবে পরিচিত। এ সনদের প্রতিটি ধারা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পথিকৃৎ।

প্রশ্ন- ৫ ▶▶ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর হিলফুল ফয়ল গঠন

ছগির দশম শ্রেণির ছাত্র। তার মহলরায় অন্যায় প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকজন সমমনা বন্ধুকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলল। সে নিজেও এ সংগঠনের একজন সদস্য।

[চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

- ক.** হিলফুল ফয়ল কী? ১
- খ.** উন্নত সমাজ গঠনে তরবণদের ভূমিকা উল্লেখ কর। ২
- গ.** ছগির সংগঠনের সদস্য হওয়ায় কীভাবে সমাজের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** উদ্দীপকে ছগিরের পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাজে কি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিলফুল ফয়ল হচ্ছে শান্তিসংঘ।

খ উন্নত সমাজ গঠনে তরবণদের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা তরবণরাই হচ্ছে সমাজের প্রাণ। সমাজ থেকে যেকোনো ধরনের অন্যায় ও অরাজকতা দূর করতে তরবণদের ভূমিকাই প্রধান। তরবণরা তাদের সমাজসেবামূলক মনোভাব ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনা, শান্তিশৃঙ্খলা ও শিবা বিস্তারে অবদান রাখতে পারে।

গ ছগির সংগঠনের সদস্য হওয়ায় সমাজের অন্যায় প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাচ্ছে। উদ্দীপকের ছগির দশম শ্রেণির ছাত্র। সে কয়েকজন সমমনা বন্ধুকে নিয়ে তার মহলরায় একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। ছগিরের মহলরায় যেসব অন্যায় আচরণ সংঘটিত হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে এই সংগঠনটি গড়ে তোলে। সে নিজেও এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। সমাজের প্রতি

দায়িত্ববোধ থেকে ছগির এই সংগঠনের সাথে জড়িত হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসেবে সকলেরই দেশের প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে। সেসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাই একজন সুনাগরিকের কাজ। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ছগির সকলের ভালোবাসা পাবে। বর্তমানে পাড়া বা মহলরাগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অন্যায়-অনাচার সংঘটিত হয়ে থাকে। এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রবখে দাঁড়ালে অন্যায়কারী আর অন্যায় করতে সাহস পাবে না।

ঘ ছগিরের পদ্ধতি অবলম্বন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কেননা যুবকরাই জাতি গঠনের কারিগর। যুবকরা সমাজের অন্যায়-অত্যাচার দূর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে এজন্য দরকার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। উদ্দীপকের ছগির এর রকম একজন যুবক। সে সমমনা কয়েকজন যুবককে নিয়ে মহানবি (স) –এর হিলফুল ফয়ল সংঘের অনুকরণে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। পাঠ্যপুস্তকের সর্গশিরষ্ট পাঠ থেকে জানা যায় যে, শৈশবকাল থেকেই মহানবি (স) ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী। সে সময় আরবে ফিজার যুদ্ধ শুরব হয়। পাঁচ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যব করে বাল্যাবস্থায় মহানবি (স)–এর কোমল হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে। তিনি আরবের শান্তিকামী কতিপয় যুবককে নিয়ে ‘হিলফুল ফয়ল’ বা শান্তিসংঘ গড়ে তোলেন। মহানবি (স)–এর আদর্শ অনুসরণ করে উদ্দীপকের ছগির তার মহলরার অন্যায় প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমমনা কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সেইরূপ একটি সংগঠন গড়ে তোলে। জাতিসংঘ থেকে শুরব করে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন শান্তিসংঘ হযরত মুহাম্মদ (স)–এর হিলফুল ফয়ল–এর কাছে অনেকাংশে ঋণী। তারাও হিলফুল ফয়লের মতো শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। তাই ছগির মহানবি (স)–এর আদর্শ অনুসরণ করে যে সংগঠন গড়ে তুলেছে তার মাধ্যমে গোটা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রশ্ন- ৬ ▶▶ হযরত মুহাম্মদ (স) এর শৈশবকাল এবং মদিনা সনদ

মাওলানা আক্বাছ বলেন, মহানবি (স)–এর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন মক্কায়ে কেটেছে। মক্কার লোকেরা তার পূতপবিত্র চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাকে আল-আমিন উপাধি দিয়েছে। কিন্তু নবুয়ত পাওয়ার পর যখন ইসলাম প্রচার শুরব করেন তখন মক্কার লোকেরা তার সাথে চরম শত্রুতা শুরব করে। অন্যদিকে মাওলানা কাশেম বলেন, পরবর্তীকালে মদিনায় হিজরত করে সেখানে তিনি একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করেন এবং মদিনার সনদ প্রণয়ন করেন। যা ছিল মানবাধিকারের এক অনন্য দলিল।

[কুমিল্লা জিলা স্কুল]

- ক.** কে মহানবি (স) কে শেষ নবি বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন? ১
- খ.** কাবা শরিফে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ.** মাওলানা আক্বাছের বক্তব্যের আলোকে মহানবি (স)–এর শৈশব ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** ‘মদিনার সনদ’ বিষয়ে মাওলানা আক্বাছের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? গুরুত্বপূর্ণ ধারা উল্লেখপূর্বক তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুহায়রা মহানবি (স) কে শেষ নবি বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

খ কাবা শরিফ পুনঃনির্মাণ করার সময় হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন নিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্র বিরোধ দেখা দেয়। সবাই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের গৌরব অর্জন করতে চাইলে গোত্র গোত্র যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম

হয়। অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত বিচরণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে যে ফয়সালা দেন সকলে তা নির্দিষ্ট মেনে নেয়।

গ মাওলানা আক্বাছের বক্তব্যের আলোকে মহানবি (স)-এর শৈশব বর্ণনা করা হলো—

আরবের কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। মাতার নাম আমিনা। জন্মের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ধাত্রী মা হালিমার ঘরে লালিত-পালিত হন। শৈশবকাল থেকে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের নজির দেখা যায়। তিনি ধাত্রী হালিমার একটি স্তন পান করতেন অন্যটি তাঁর দুধভাই আব্দুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। হালিমা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে পাঁচ বছর লালন-পালন করে তাঁর মা আমিনার নিকট রেখে যান। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন। চাচা আবু তালিব অত্যন্ত আদর-স্নেহ দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে লালন-পালন করতে থাকেন। তিনি ১২ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচার সঙ্গে সিরিয়া যান। যাত্রা পথে ‘বুহায়রা’ নামক এক পাদ্রির সাথে দেখা হলে বুহায়রা মুহাম্মদকে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, ‘এ বালকই হবে শেষ যামানার আখেরি নবি।’

এভাবেই মহানবি (স)-এর শৈশব অতিবাহিত হয়।

ঘ মাওলানা আক্বাছের বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করি। কারণ মহানবি (স) প্রণীত মদিনা সনদ মানবাধিকারের এক অনন্য দলিল। মক্কার লোকদের অত্যাচারের প্রেবিত্ত আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনা ছিল বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মের লোকজনের আবাস। হযরত মুহাম্মদ (স) সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত। মদীনা সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা হলো—

১. সনদে স্বাবরকারী, মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়গুলো সমানভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
২. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কর্তা।
৩. মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। অর্থাৎ কেউ কারও ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করবে না।
৪. স্বাবরকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কখনো বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা মীমাংসা করবেন।
৫. মদিনা পবিত্র নগরী বলে ঘোষণা করা হলো। এখন থেকে এই শহরে রক্তপাত, হত্যা, ব্যভিচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

উপরিউক্ত ধারাসমূহ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এ সনদ শুধু মদিনাবাসীর জন্য নয় বরং বিশ্বের সর্বত্র সকল জাতির জন্য কল্যাণকর। আর তাই মাওলানা কাশেম সাহেব এ সনদকে মানবাধিকারের অনন্য দলিল বলেছেন; যার সাথে আমিও সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি।

প্রশ্ন- ৭ ▶▶

হযরত উমর (রা)

সাদেকা ও সালমা সহপাঠী। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক দুরাবস্থা দেখে সাদেকা বলল, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো উপায় দেখছি না। সালমা বলল, আমি মনে করি, বর্তমান শাসকশ্রেণি যদি হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাহলে আবার বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা হবেই। কেননা, ‘উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ।’ [পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক.** উমর (রা) কে ছিলেন? ১
- খ.** হযরত উমর (রা)-এর ন্যায়বিচারের একটি উদাহরণ দাও। ২
- গ.** বর্তমান শাসকশ্রেণি কীভাবে উমর (রা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ.** ‘উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ।’ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত উমর (রা) ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা।

খ হযরত উমর (রা) ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। ন্যায়বিচারের বেত্রে তিনি ধনী-গরিব, উচ্চ-নিচু, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তিনি নিজের পুত্র আবু শাহমাকে মদ্যপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

গ হযরত উমর (রা)-এর ন্যায়বিচার ও শাসননীতি অনুসরণ করে বর্তমান শাসকশ্রেণি তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। হযরত উমর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রমনা। রাষ্ট্রের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। সকল সাহাবির মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য অনেক কাজ করেন। রাষ্ট্রের জনগণের খোঁজখবর রাখার জন্য পুলিশ বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করেন। সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রতি চার মাস পর বাধ্যতামূলক ছুটির ব্যবস্থা করতেন। এছাড়া কৃষি কাজের উন্নয়নের জন্য খাল খননের ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন। একবার রাতে তিনি বের হয়ে বুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। শাসক হয়েও তিনি নিজ কাঁধে আটার বস্তা ঐ তাঁবুতে নিয়ে যান। সুতরাং বলা যায়, বর্তমান শাসকশ্রেণি হযরত উমর (রা)-এর উল্লিখিত শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করে সমাজ ও দেশকে উন্নত ও সুন্দর করতে পারে।

ঘ ‘উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ’- উক্তিটি যথার্থ। হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজ ধনসম্পদ অকাতরে ব্যয় করেন। তাবুক অভিযানে তিনি তার সমুদয় সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্তপ্রতীক। তার চোখে ধনী-গরিব, উচ্চ-নিচু, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মদ্যপানের অপরাধে তিনি নিজ পুত্রকে শাস্তি দিতেও দ্বিধা করেননি। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তার মানবীয় গুণাবলি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি পুলিশ বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করেন। কৃষিকাজের উন্নয়নের জন্য খাল খনন করেন। জনসাধারণের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন। একজন শাসক হয়েও তিনি নিজ কাঁধে আটার বস্তা নিয়ে বুধার্ত শিশুর ঘরে রেখে আসেন। পৃথিবীর রাজা বাদশাহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন প্রজাবংশল শাসক আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তিনি ছিলেন মানবদরদি। সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা)। প্রত্যেক শূকরার জুমুআর নামাযের সময় তিনি জনসাধারণের জন্য শাসকের বিরুদ্ধে কারও কোনো অভিযোগ থাকলে তা জানানোর ব্যবস্থা প্রচলন করেন। আমাদের দেশেও যদি শাসনকার্যে এরকম জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা যায় তবে শাসন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কোনো ধরনের অন্যায় করতে পারবেন না। সুতরাং, হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সার্বিক জীবন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ।

প্রশ্ন- ৮ ▶▶

হিলফুল ফুয়ুল

রহমতপুর গ্রামের দু'পাড়ার লোকদের মধ্যে একবার ধান কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয় এবং তাকে অনেক লোক আহত হয়। উক্ত পরিস্থিতিতে স্থানীয় ইমাম সাহেব উক্ত পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একত্রিত করে মহানবি (স) এর 'হিলফুল ফুয়ুল' সংগঠনের ভূমিকা আলোচনা করেন। অতঃপর সকলের সম্মতিতে উভয় পাড়ার সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে 'সবুজ সংঘ' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সংগঠনের সদস্যবৃন্দের সক্রিয় ভূমিকায় বিরাজমান বিবাদ মিটিয়ে উভয় পাড়ার মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপনে সর্বম হন। [ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক. কে মহাম্মদ (স) কে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন? ১
- খ. আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'সবুজ সংঘ' প্রতিষ্ঠায় হিলফুল ফুয়ুলের কী প্রভাব ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ হিলফুল ফুয়ুলের কাছে অনেকাংশে ঋণি।" মূল্যায়ন কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুহায়রা নামক এক পাদ্রি মুহাম্মদ (স) কে অসাধারণ বালক বলে উল্লেখ করেন।

খ আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে বোঝায় ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগকে। মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা পূর্বোক্ত নবি ও রাসুলগণের আদর্শ ও শিবা ভুলে গিয়েছিল। ফলে তারা বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যেমন : নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি মূর্তিপূজা ইত্যাদি। আরব সমাজের এ বর্বর সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়।

গ সবুজসংঘ প্রতিষ্ঠায় হিলফুল ফুয়ুলের আদর্শের প্রভাব ছিল। মহানবি (স) এর প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুয়ুল নামক সংগঠনটির একটি আদর্শ ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্র গোত্র শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। সবুজ সংঘ প্রতিষ্ঠায় এই আদর্শের প্রভাবই লবণীয়। ইসলাম পূর্ব যুগে কায়েস গোত্র অন্যায়ভাবে কুরাইশদের ওপর ফিজার যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। এ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে নবি (স) এর হৃদয় কেঁদে উঠল। আহতদের আত্ননাদ শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি হিলফুল ফুয়ুল গঠন করলে। ফলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। এর অনুসরণেই সবুজ সংঘ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রহমতপুর গ্রামের দু'পাড়ার লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে ইমাম সাহেব উভয় পাড়ার লোকদের নিয়ে সবুজ সংঘ গঠন করলেন। ফলে উভয় পাড়ার মধ্যে বিরাজমান বিবাদ মিটে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। এতে প্রমাণিত হয় যে, সবুজ সংঘ প্রতিষ্ঠায় হিলফুল ফুয়ুলের আদর্শের প্রভাব ছিল।

ঘ আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ হিলফুল ফুয়ুলের কাছে অনেকাংশে ঋণি-মস্তব্যক্তি যথার্থ। মহানবি (স) প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুয়ুল নামক সংগঠনটি কয়েকটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গঠিত হয়েছিল। যেমন- আত্মর সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা। শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্র গোত্র শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখা। আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ নামক সংগঠনটিও এসব উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবতার মুক্তির দূত রাসুল (স) ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। ফলে তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুয়ুল নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। এর

আদর্শে তৎকালীন আরবের গোত্রকলাহ বন্ধ হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লিখিত অবস্থার মতো এক পরিস্থিতিতেই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিবেকবান মানুষের সৃদয়কে প্রকম্পিত করেছিল। ফলে তারা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লব্ধে প্রতিষ্ঠা করলেন জাতিসংঘ। এ সংগঠনটি হিলফুল ফুয়ুলের মতো সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছে। হিলফুল ফুয়ুল নামক শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর আরবের গোত্রীয় দ্বন্দ্বের প্রতিষ্ঠা মানসিকতা তৈরি হয়। অন্যায়, অত্যাচার পরিহার করে তারা সাম্য ভিত্তিক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ৯ ▶▶

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

এক ওয়াজ মাহফিলে মাওলানা কেরামত আলী বলেন, মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষ সর্বপ্রকার জঘন্যতম অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তাদের আচার-আচরণ ছিল মানবতাবিরোধী। এ সময়ে মানুষের জানমাল, ইজ্জত-আব্রুও কোনো নিরাপত্তা ছিল না। ওই যুগে আরবদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা।

- ক. কাবাঘরে কয়টি মূর্তি ছিল? ১
- খ. 'আস-সাবউল মুআলরাকাত' বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. মাওলানা কেরামত আলীর আলোচনায় কোন যুগের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'ওই যুগে আরবদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা'-বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল।

খ 'আস-সাবউল মুআলরাকাত' হলো সাতটি ঝুলন্ত গীতিকবিতা। আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এ সম্পদটি জাহিলি যুগেই রচিত। তৎকালীন আরবে উকায় মেলা নামে বাৎসরিক একটি মেলা বসত। মেলায় সে সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। যেসব কবিতা সেরা বিবেচিত হতো তা সোনালি বর্ণে লিখে পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হতো।

গ মাওলানা কেরামত আলীর আলোচনায় 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা অজ্ঞতার যুগের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। মহানবি (স) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষ চরম বর্বরতা ও অজ্ঞতার মাঝে ডুবে ছিল। সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। মানুষের জান, মাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদপান, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার। তৎকালীন সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। নারীদের ভোগ বিলাসের বস্তু মনে করা হতো। দাসী হিসেবে নারীদের বাজারে বিক্রি করা হতো। এককথায় অপরাধের এমন কোনো দিক ছিল না যা তারা করত না। তাই সে যুগকে আইয়ামে জাহিলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়। উদ্দীপকের মাওলানা কেরামত আলী তার আলোচনায় সেই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন আরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃপতিত।

ঘ 'ওই যুগে আরবদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা'। জাহিলি যুগে আরবের অধিকাংশ লোক নিরবর ও অশিবিহীন থাকলেও সাহিত্যের প্রতি

তাদের খুব অনুরাগ ছিল। তাদের অনেকেই মুখে মুখে গীতিকবিতা চর্চা করত। তৎকালীন আরবে উকায মেলা নামে বাৎসরিক একটি মেলা বসত। মেলায় তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করত। যেসব কবিতা সেরা বিবেচিত হতো সেগুলো সোনাগি বর্ণে লিখে পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ‘আস-সাবউল মুআলরাকাত’ জাহিলি যুগেই রচিত। কবিতা রচনার কারণে আরবরা জাহিলি যুগেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের কবিতা মানের দিক থেকে ছিল খুব উন্নত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ‘যদি তোমরা আলরার কিতাবের কোনো কিছু বুঝতে না পার তবে তার অর্থ আরবদের কবিতায় তালাশ কর। কারণ কবিতা তাদের জীবনালেখ্য।’ এতে বোঝা যায়, প্রাচীন আরবদের সংস্কৃতি চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল কবিতা। আর এ কারণেই উদ্দীপকের মাওলানা সাহেব জাহিলি যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরতে উক্তিটি করেন, যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য ও যথার্থ।

প্রশ্ন- ১০ ▶▶

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জন্ম, শৈশব ও কৈশোর

সেলিম সাহেব প্রায় তার নাতি-নাতনিকে বিভিন্ন নবি-রাসুলের জীবনী শুনিয়ে থাকেন। গতকাল তিনি তাদেরকে যে মহান ব্যক্তির জীবনী শুনিয়েছেন তিনি ছয় বছর বয়সে মাকে হারান, জন্মের পূর্বেই পিতাকে হারান। শৈশবে তিনি প্রথমে দাদা ও পরে চাচার কাছে লালিত-পালিত হন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী।

- ক. মহানবির (স) মাতার নাম কী? ১
- খ. বিয়ের পর মহানবি (স) কীভাবে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হন? ২
- গ. উদ্দীপকে যে মহান মনীষীর কথা বলা হয়েছে তাঁর শৈশবকাল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী’- বিশেষরূপ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহানবি (স)-এর মাতার নাম আমিনা।

খ. মহানবি (স) চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে খাদিজাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর খাদিজার আন্তরিকতায় ও সৌজন্যে হযরত মুহাম্মদ (স) প্রচুর সম্পদের মালিক হন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) এ সম্পদ নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করে অসহায়, দুঃখী, পীড়িত ও গরিব-মিসকিনদের সেবায় ব্যয় করেন।

গ. উদ্দীপকে যে মহান মনীষীর কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স)। তাঁর শৈশবকাল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরব দেশের মক্কা নগরিতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইম্তিকাল করেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ। আর তাঁর মাতা নাম রাখেন আহমাদ। জন্মের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ধাত্রী মা হালিমার ঘরে লালিত-পালিত হন। শৈশবকাল থেকে মহানবি (স)-এর মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি ধাত্রী হালিমার একটি স্তন পান করতেন অন্যটি তাঁর দুধভাই আব্দুলরার জন্য রেখে দিতেন। হালিমা মহানবি (স)-কে পাঁচ বছর লালন-পালন করে তাঁর মা আমিনার নিকট রেখে যান। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা ইম্তিকাল করেন। এ সময় প্রিয় নবি (স) অসহায় হয়ে পড়লে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। আট বছর বয়সে

তাঁর দাদাও মারা যান। এরপর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব। এভাবেই মহানবি (স)-এর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। উদ্দীপকের সেলিম সাহেব তার নাতি-নাতনদের উদ্দেশ্যে নবি-রাসুলের জীবনী আলোচনার ধারাবাহিকতায় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শৈশবকালের এ বর্ণনা দিয়েছেন।

ঘ. ‘তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী’ মহানবি (স) সম্পর্কে এ উক্তিটি করেছেন উদ্দীপকের সেলিম সাহেব। মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আলরাহ তায়াল্লা যুগে যুগে যে সব নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স)। এ মহামনীষীর জীবনী বর্ণনার শেষ পর্যায়ে উদ্দীপকের সেলিম সাহেব বলেন, ‘তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী।’ মহানবি (স) মাত্র ১২ বছর বয়সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচার সঙ্গে সিরিয়া যান। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা দেখেন। পাঁচ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। এ যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যব করে মুহাম্মদ (স)-এর কোমল হৃদয় কেঁদে ওঠে। তাই তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুযুল (শান্তিসংঘ) গঠন করেন। এ সংঘের মাধ্যমেই তিনি আতের সেবা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করেন এবং শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে মহানবি (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলি, আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার কারণে তৎকালীন আরবের লোকজন তাঁকে আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিল। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী।

প্রশ্ন- ১১ ▶▶

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যৌবনকাল, নবুয়ত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার

শাহপরান প্রতিদিন সম্প্রদায় তার নানার কাছ থেকে বিভিন্ন নবি-রাসুল ও গুলিদের জীবনী শোনে। সেদিন তার নানা বলেছিলেন তিনি দরিদ্র ছিলেন বটে কিন্তু লোভী ছিলেন না। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি একজন সম্পদশালী বিদুষী মহিলাকে বিবাহ করেন। এরপর তাঁর আন্তরিকতায় ও সৌজন্যে ঐ মহান ব্যক্তি প্রচুর সম্পদের মালিক হলেও নিজের ভোগ বিলাসে ব্যয় না করে অসহায়, দুঃখী ও গরিবদের সেবায় ব্যয় করেন। তার নানা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, আমাদেরও সত্য প্রচারে তেমন হওয়া উচিত।

তাছাড়া সত্য প্রচারে তিনি সীমাহীন আত্মত্যাগ এবং অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন।

- ক. মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন? ১
- খ. মদিনা সনদ বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে শাহপরানের নানা যে মহান ব্যক্তির কথা বলেছেন তার যৌবনকাল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. শাহপরানকে তার নানা কী বোঝানোর চেষ্টা করেন? উদ্দীপকের আলোকে- বিশেষরূপ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন।

খ. মদিনা সনদ হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। হিজরতের পর মহানবি (স) মদিনার সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে খ্যাত।

গ শাহপরানের নানা যে মহান ব্যক্তির কথা বলেছেন, তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স) যুবক বয়সে মুহাম্মদ (স)-এর সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও চারিত্রিক গুণাবলির তথ্য মক্কার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী বিদূষী ও বিধবা মহিলা হযরত খাদিজা (রা) তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব মুহাম্মদ (স)-এর উপর অর্পণ করেন। মহানবি (স)-এর ব্যবসায়িক সফলতা, দায়িত্বশীলতা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে খাদিজা (রা) নিজেই মুহাম্মদ (স)-এর নিকট তার বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে পঁচিশ বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (স) খাদিজা (রা) কে বিবাহ করেন। বিবাহের পর খাদিজা (রা)-এর আন্তরিকতায় ও সৌজন্যে হযরত মুহাম্মদ (স) প্রচুর সম্পদের মালিক হন। কিন্তু তিনি এ সম্পদ নিজের ভোগ বিলাসে ব্যয় না করে অসহায়, দুঃখী, পীড়িত ও গরিব-মিসকিনদের সেবায় ব্যয় করেন। মহানবি (স)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন কাবা শরিফে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রে বিরোধ দেখা দিলে তিনি অত্যন্ত বিচরণতা ও নিরপেক্ষতার সাথে তা ফায়সালা করেন। এভাবে যুবক বয়সেই মহানবি (স) আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে মানবিক মহৎ গুণাবলি অনুশীলন করতেন এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। উদ্দীপকে শাহপরানের নানার বর্ণনায় এটাই ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে যে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স), সত্য প্রচারে সীমাহীন আত্মত্যাগ এবং অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বিপদগামী মক্কাবাসীর নিকট ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথম তিন বছর তিনি গোপনে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে ইসলামের দাওয়াত দেন। পরে আলরাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। এতে মূর্তি পূজারিরা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল। নবিকে (স) তারা ধর্মদ্রোহী, পাগল বলে ঠাট্টা, বিদ্‌ প করতে লাগল। তারা তাঁর উপর শারীরিক, মানসিক নির্যাতন চালাল, পাথর ছুড়ে আঘাত করল, আবর্জনা নিষেধ করল, অপমান ও লাঞ্ছিত করল। মহানবি (স)-কে নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ ও সুন্দরী নারীর লোভ দেখাল। তখন মহানবি (স) বললেন, ‘আমার এক হাতে চন্দ্র আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার করা থেকে বিরত হব না।’ সত্য প্রচারে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) যে আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে শিবা নিয়ে আমাদেরও সত্য ও ন্যায়ের পথে আত্মত্যাগী, দৃঢ়সংযমী, ধৈর্যশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া উচিত। আর এ বিষয়টি উদ্দীপকের শাহপরানকে তার নানা বোঝাতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন- ১২ ▶▶ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ

হযরত মুহাম্মদ (স) দশ হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে একটি নগরীর অদূরে তাঁবু স্থাপন করলেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এই সৈন্য বাহিনী দেখে ভীত হয়ে কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার সাহস পেল না। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী ঐ পবিত্র নগরী জয় করল। তখন রাসূল (স) শত্রুকে হাতের নাগালে পেয়েও বমা করে দেন। এ বিজয়ের পর দশম হিজরিতে মহানবি (স) ঐতিহাসিক এক ভাষণ প্রদান করেছিলেন।

- | | |
|--|---|
| ক. আনসার শব্দের অর্থ কী? | ১ |
| খ. “জামিউল কুরআন” দ্বারা কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন পবিত্র নগরী বিজয়ের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ভাষণটি আলোচনা কর। | ৪ |

ক আনসার শব্দের অর্থ সাহায্যকারী।

খ জামিউল কুরআন দ্বারা বোঝায় কুরআন একত্রকারী বা কুরআন সংকলক। হযরত উসমান (র) পবিত্র কুরআন একত্রে সংকলন করেন। তাঁর সময়কালে একটি রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কুরআনের কপিগুলো মাসহাফে উসমানির প্রতিলিপি। কুরআন সংকলনে তাঁর অবদানের কারণে তাঁকে বলা হয় জামিউল কুরআন।

গ উদ্দীপকে পবিত্র নগরী মক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। হিজরতের পর অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার খুব দ্রুত বাড়তে থাকে। ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি (স) ও মুসলমানদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে। কুরাইশরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসূল (স) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে দশ হাজার মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। মক্কার অদূরে হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁবু স্থাপন করেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এই বাহিনী দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়। তারা কোনো প্রকার বাধা দেওয়ার সাহস করল না। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স) সাধারণ বমা ঘোষণা করে বললেন, ‘আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।’ সে সময়ে তিনি ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানসহ সকলকে হাতের নাগালে পেয়েও যেভাবে বমা করে দিয়েছেন মানবতার ইতিহাসে তা বিরল। উদ্দীপকে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ভাষণটি হলো মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ। হযরত মুহাম্মদ (স) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে (দশম হিজরিতে) লবধিক সাহাবি নিয়ে জীবনের শেষ হজ্জত পালন করেন এবং জিলহজ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন, যা ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত। এ ভাষণে মহানবি (স) প্রথমে আলরাহর প্রশংসা করেন। অতঃপর বলেন—

- হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনবে। কারণ আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কিনা জানি না।
- আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের নিকট পবিত্র।
- মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আলরাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।
- হে বিশ্বাসীগণ! স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে।
- সর্বদা অন্যের আমানত রবা করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে ও সুদ খাবে না।
- আলরাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করবে না।
- তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আলরাহর বাণী এবং তাঁর রাসূলের আদর্শ রেখে যাচ্ছি। এগুলো যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।
- আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি আসবে না।
- তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌছে দেবে।

এভাবে তিনি বিশ্বমানবতার জন্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

প্রশ্ন- ১৩ ▶▶

হযরত আবু বকর (রা)

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের বান্দিয়ালী গ্রামের গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি নিজেকে নবি ও আল্লাহর প্রতিনিধি বলে দাবি করে। সে পবিত্র কুরআন শরিফের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। তার প্রলোভনে দুর্বল ইমানের অনেক মুসলমান তার দিকে ধাবিত হয়। ঐ সময় শাসক পর্যায়ের একজন ব্যক্তি তাকে কঠোর হস্তে দমন করেন এবং ইসলামকে রবা করেন।

- ক. কত খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত প্রাপ্ত হন? ১
খ. মহানবি (স) কে খাদিজা (রা) নিজ ব্যবসায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মতো উদ্ধৃত পরিস্থিতি কোন খলিফার আমলে ঘটেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে উক্ত ব্যক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** ৬১০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত প্রাপ্ত হন।
- খ** যুবক বয়সে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও চারিত্রিক গুণাবলির তথ্য মক্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে মুগ্ধ হয়ে তখনকার আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী বিদুষী ও বিধবা মহিলা হযরত খাদিজা (রা) তাঁর ব্যবসার দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ (স)–এর উপর অর্পণ করেন।
- গ** উদ্দীপকের মতো উদ্ধৃত পরিস্থিতি ঘটেছিল ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)–এর আমলে। ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত সংকটজনক এক সন্ধিক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, ভণ্ডনবিদের উদ্ভব, কিছু লোকের যাকাত দিতে অস্বীকৃতি, কতিপয় লোকের ইসলাম ত্যাগ, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ প্রভৃতি সমস্যা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য তখন এক বিরাট হুমকি ছিল। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবিলা করে ইসলাম ও মুসলমানগণকে বিশৃঙ্খলা থেকে রবা করেন। বিশেষ করে সেসময় কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করলে হযরত আবু বকর (রা) মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদদের নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করে ভণ্ড নবিদের নির্মূল করেন। উদ্দীপকে এ ধরনের একটি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের বান্দিয়ালী গ্রামের গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি নিজেকে নবি বলে দাবি করে। অথচ আমরা জানি, মুহাম্মদ (স) ই সর্বশেষ নবি। তাঁর পর আর কোনো নবি আসবেন না। তাই গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি একজন ভণ্ড নবি। তাকে বিশ্বাস করলে কেউ মুসলিম থাকতে পারবে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের পরিস্থিতি খলিফা আবু বকর (রা)–এর আমলে ভণ্ডনবিদের উত্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ঘ** উক্ত ব্যক্তি বলতে হযরত আবু বকর (রা) বুঝানো হয়েছে। ইসলামের জন্য তার ত্যাগ ও অবদানের জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইন্তিকালের পর রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা) তা অতি অল্প সময়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইন্তিকালের পরপরই সুযোগসম্পাদী চার ভণ্ড নিজেদের নবি বলে দাবি করেন ইসলামি রাষ্ট্র এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। হযরত আবু বকর (রা) এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আবার এক শ্রেণির লোক নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযরত আবু বকর (রা) সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তিনিই সর্বপ্রথম স্থায়ী পদ্ধতিতে কুরআন সংকলনের ও সংস্কারের কাজ সমাধা করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তার

সমস্ত সম্পদ দান করে তিনি নিঃস্ব হয়েছিলেন। ইসলামি রাষ্ট্রের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এসব সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি প্রখ্যাত সাহাবিদের মজলিশে শূরা বা পরামর্শ সভা গঠন করেন। ফলে সহসাই রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

প্রশ্ন- ১৪ ▶▶

হযরত উমর (রা)

আহসান ও আকমল দুই সহপাঠী। তারা একজন খলিফার জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করছিল। আহসান বলল, ‘তিনি প্রথম জীবনে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে সালাত আদায়ের ঘোষণা দেন।’ এরপর আকমল বলল, ‘তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ।’

- ক. আদর্শের আরবি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. হযরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২
গ. আহসান ও আকমলের আলোচিত খলিফার ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ‘তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ’– আকমলের এ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪



১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** আদর্শের আরবি প্রতিশব্দ হলো ‘উছওয়া’।
- খ** হযরত আবু বকর (রা)–এর খিলাফতকালে কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব সমস্যা মোকাবিলা করে ইসলাম ও মুসলমানগণকে বিশৃঙ্খলা থেকে রবা করেন। তাছাড়া তিনি পবিত্র কুরআন সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এসব কাজের জন্য তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।
- গ** আহসান ও আকমলের আলোচিত খলিফা হলেন হযরত উমর (রা)। হযরত উমর (রা) প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। একদা মহানবি (স)–কে হত্যার জন্য তিনি খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বের হলেন। পথে শুনলেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের হত্যা করার জন্য তাঁদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ওপর অনেক অত্যাচার করা সত্ত্বেও ইসলাম ত্যাগ না করায় অবশেষে উমর (রা)–এর ভাবান্তর ঘটল। তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি মহানবি (স)–এর দরবারে গিয়ে নিজের তরবারিটি মহানবি (স)–এর পায়ের কাছে রেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ৩৩ বছর বয়সে উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করে মহানবি (স) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যে দাওয়াত দিচ্ছেন তা কি সত্য? মহানবি (স) বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, তাহলে আর গোপন নয়, এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে কাবা ঘরের সামনে সালাত আদায় করব। মহানবি (স) অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে ফারবক উপাধি দিলেন। উদ্দীপকের আহসান ও আকমলের আলোচনায় এ বিষয়টির প্রতি ইজ্জিত করেছে।
- ঘ** ‘তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ’– উদ্দীপকে আকমলের এ উক্তিটি ছিল হযরত উমর (রা) সম্পর্কে। হযরত উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সত্য ও অসত্যের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের খোঁজখবর রাখতেন। জনসাধারণের অবস্থা স্বচর্চে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহলরায় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে নিজ কাঁধে করে আটার বস্তা নিয়ে তিনি তাঁবুতে দিয়ে আসেন। স্ত্রী সত্ৰী উন্মে কুলসুমকে প্রসব বেদনায় কাতর এক বেদুইনের স্ত্রীকে সাহায্য

করার জন্য তার ঘরে নিয়ে যান। পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন প্রজাবৎসল শাসক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হযরত উমর (রা) আইনের চোখে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। মদপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে তিনি শরিয়ত অনুসারে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দেন। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মানব দরদি হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ।

প্রশ্ন- ১৫ ▶▶

হযরত উমর (রা)

আলরাহ তায়াল্লা কাকে কোন সময় হিদায়াত দান করেন তা বুঝা কঠিন। তার প্রমাণ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাহাবিদের মধ্যেও পাওয়া যায়। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে যে রাসুল (স) কে হত্যার জন্য বের হয়েছিলেন সেই এক সময় মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁকে অত্যন্ত খুশি হয়ে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী উপাধি দিয়েছিলেন।

- ক. ইসলামের প্রথম খলিফা কে ছিলেন? ১
খ. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন সাহাবির ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা রয়েছে? ৩
ঘ. উক্ত সাহাবি ছিলেন ন্যায়বিচারক-বিশেষরূপে কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদিন একটি অতি পরিচিত পরিভাষা। শাস্তিক অর্থ পথ প্রদর্শকদের প্রতিনিধিগণ। পরিভাষায় খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে বুঝায়। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলি (রা)-এই চারজনকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলে।

গ উদ্দীপকে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা রয়েছে। তিনি প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। একদিন উমর (রা) মহানবি (স) কে হত্যার জন্য খোলা তরবারি নিয়ে বের হলেন। পথিমধ্যে শোনলেন তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছে। একথা শুনে তিনি তাদের হত্যার জন্য তাদের বাড়ি যান। তাদের উপর অত্যাচার চালান এবং ইসলাম ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু তারা প্রাণের বিনিময়েও ইসলাম ত্যাগ করতে চাইলেন না। তাদের অনড় অবস্থা দেখে তাঁর ভাবান্তর ঘটল। তিনি মুসলমান হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তখন হযরত উমর (রা) মহানবি (স)-এর দরবারের গিয়ে তরবারিটি মহানবি (স) এর পায়ের কাছে রেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ৩৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ঘ উক্ত সাহাবি হলেন হযরত উমর (রা)। তিনি ছিলেন ন্যায় ও ইসলামের এক মূর্ত প্রতীক। আইনের চোখে তিনি ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু আপন-পর কোনো ভেদাভেদ করতেন না। মদপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শাহমাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। রাফিকের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাদের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। খলিফা হওয়ার পর এই গুণটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি সত্য ও অসত্যের বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ থাকতেন। জনসাধারণের অবস্থা সচবে দেখার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে পাড়া-মহলরায় ঘুরে বেড়াতেন। সর্বোপরি হযরত উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতার মহান আদর্শ। দেশের শাসক যদি ন্যায়বিচারক হয় তাহলে দেশ সুস্থ ও সুন্দরভাবে চলবে তা হযরত উমর (রা) এর খিলাফতকালের প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায়।

প্রশ্ন- ১৬ ▶▶

হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)

রফিক সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তার নিজ গ্রামের পুকুর ও খালবিল শুকিয়ে যাওয়ায় তার এলাকায় তীব্র পানি সংকট দেখা দেয়। তাই তিনি নিজ উদ্যোগে কিছু আধুনিক পাম্প বসিয়ে গ্রামের লোকজনের জন্য পানির ব্যবস্থা করেন। এ নিয়ে তার কিছু নিকটাত্মীয় ব্যবসার চিন্তা করলে তিনি কঠোরভাবে তাদের থামিয়ে দেন এবং প্রকল্পটি চালু রাখেন।

- ক. হযরত আবু বকর (রা) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. হযরত আলি (রা) কে শৌর্যবীর্যের প্রতীক বলা হয় কেন? ২
গ. রফিক সাহেবের কাজটি হযরত উসমান (রা)-এর কোন গুণের অনুসরণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিকটাত্মীয়দের থামিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রফিক সাহেব হযরত উমর (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেছেন- বিশেষরূপে কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আবু বকর (রা) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

খ হযরত আলি (রা)-এর অসাধারণ শক্তি ও বীরত্বের জন্য তাঁকে শৌর্যবীর্যের প্রতীক বলা হয়। হযরত আলি (রা) ছিলেন একজন শক্তিশালী যোদ্ধা। অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও বিক্রমের অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। বদরযুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের জন্য মহানবি (স) তাঁকে ‘যুলফিকার’ নামক তরবারি উপহার দেন। খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁকে ‘আসাদুল্লাহ’ উপাধি প্রদান করেন।

গ রফিক সাহেবের কাজটি হযরত উসমান (রা)-এর জনকল্যাণমূলক কাজের অনুসরণ। উদ্দীপকে রফিক সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি তাঁর এলাকার তীব্র পানির সংকট দূর করার জন্য নিজ উদ্যোগে আধুনিক পাম্প বসিয়ে গ্রামের লোকজনের পানির ব্যবস্থা করেন। এটি একটি প্রশংসনীয় জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ, যা বিশিষ্ট সাহাবি খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর প্রত্যব অনুসরণ। খলিফা উসমান (রা) আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তাঁর সম্পদ ব্যয় করেন। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮০০০ (আঠার হাজার) দিনার ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। উদ্দীপকে রফিক সাহেব হযরত উসমান (রা)-এর এ গুণের অনুসরণ করে গ্রামের লোকজনের জন্য নিজ উদ্যোগে কিছু আধুনিক পাম্প বসিয়ে পানির ব্যবস্থা করেন। এ কাজের ফলে তিনি সমাজে প্রশংসিত হবেন এবং মহান আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণ লাভ করবেন।

ঘ নিকটাত্মীয়দের থামিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রফিক সাহেব হযরত উমর (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেছেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতার মহান আদর্শ। তাঁর চরিত্রে কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব সর্মিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি যেমন আইনের ব্যাপারে ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, তেমনি মানুষের দুঃখ-কষ্টে ছিলেন পুষ্পের মতো কোমল। আইনের বিষয়ে তাঁর নিকট উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মদপানের অপরাধে স্বীয়পুত্র আবু শাহমাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে উদ্দীপকে রফিক সাহেব নিকটাত্মীয়দের কঠোরভাবে থামিয়ে দেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন- ১৭ ▶▶

হযরত উসমান (রা)

আরমানিটোলা ইসলামি পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে মাওলানা করিম আজাদি এক খলিফার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে কঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে এক খলিফা তার চাচার নির্মম অত্যাচারের শিকার হন। অথচ তিনি রাসুল (স)-এর প্রিয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসুল (স)-এর দু'কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি কুরআনকে একত্রিত করেন।

- ক. হযরত উমর (রা) কত বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন? ১
- খ. হিলফুল ফুযুল গঠন করা হয়েছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন খলিফার বর্ণনা রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের খলিফা ছিলেন কুরআন সংকলনের জন্য বিখ্যাত— বিশেষরূপে বর্ণনা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. হযরত উমর (রা) ৩৩ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।
- খ. ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে কিশোর রাসুল (স)-এর মন কঁদে ওঠে। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে তিনি হিলফুল ফুযুল বা শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আত্মের সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, গোত্র গোত্র শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখা, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।
- গ. উদ্দীপকে যে খলিফার বর্ণনা পাওয়া যায় তিনি হলেন হযরত উসমান (রা)। মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা)। তিনি ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশে উমাইয়া গোত্র গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও লজ্জাশীল ছিলেন। শিবা-দীবাও ছিলেন সনামধন্য। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) তার দুই কন্যা রবকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে (একজনের মৃত্যুর পর আরেকজনকে) তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তাঁকে যুনুসরাইন (দুই জ্যোতির অধিকারী) বলা হয়। তিনি ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার চাচা হাকাম তাঁকে নানা রকম নির্যাতন করে। সব নির্যাতন তিনি সহ্য করেন। আত্মীয়দের নির্যাতন অসহ্য পর্যায়ে পৌঁছালে তিনি মহানবি (স) এর কন্যা ও স্ত্রী সহধর্মিনী রবকাইয়াকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। উদ্দীপকে মাওলানা করিম আজাদি এ বিষয়গুলো আলোচনা করতে গিয়েই কঁদে ফেলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, উদ্দীপকে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর বর্ণনা রয়েছে।
- ঘ. উদ্দীপকের খলিফা হযরত উসমান (রা) কুরআন সংকলনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের আরো বিস্তৃতি ঘটে। এতে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। উসমান (রা) এ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত পদক্ষেপ নেন। তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করেন। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) কে প্রধান করে কুরআন সংকলনের জন্য একটি কমিটি করে দেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা), সাইদ ইবনে আল আস (রা) ও আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ (রা)। হিজরি ৩০ মোতাবেক ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন সংকলন কমিটি হযরত হাফসা (রা) হতে সংগৃহীত কপির আলোকে আরো ৭টি কপি তৈরি করেন এবং তা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। একে ‘মাসহাফে উসমানি’ বলা হয়। ফলে সারাবিশ্বে একই রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়।

প্রশ্ন- ১৮ ▶▶

হযরত উসমান (রা)

আব্দুর রহমান সমাজের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। পর্যাপ্ত অর্থ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দান করার বেত্রে তিনি খুবই কৃপণ। এ ব্যাপারটি লব্ধ করে তাঁর বড় ভাই একদিন তাকে ইসলামে দানের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝালেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর কথা উল্লেখ করে বললেন যে, হযরত উসমান (রা) তাঁর অর্থসম্পদ অকাতরে দান করেছিলেন।

- ক. হযরত উসমান (রা) কে ছিলেন? ১
- খ. হযরত উসমান (রা) অকাতরে দান করেছেন কেন? ২
- গ. হযরত উসমান (রা)-এর আদর্শ অনুসারে একজন বিত্তশালী হিসেবে আব্দুর রহমানের করণীয় ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইসলামের সেবায় উদ্দীপকের খলিফা (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. হযরত উসমান (রা) ছিলেন মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা।
- খ. ইসলামের সেবায় হযরত উসমান (রা) অকাতরে দান করেন। তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ব্যবসা করে এসব ধন-সম্পদ তিনি অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তাঁর সম্পদ দান করেন।
- গ. হযরত উসমান (রা)-এর আদর্শ অনুসারে একজন বিত্তশালী হিসেবে উদ্দীপকের আব্দুর রহমানের যথেষ্ট করণীয় রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর খলিফা হযরত উসমান (রা) ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেন। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮,০০০ দিনার ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। তাবুক যুদ্ধের সময় দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন। এভাবে ইসলাম ও মানবতার সেবায় হযরত উসমান (রা) অকাতরে অর্থ-সম্পদ দান করেন। কিন্তু উদ্দীপকের আব্দুর রহমান সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। পর্যাপ্ত অর্থ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি দান করার বেত্রে খুবই কৃপণ। অথচ ইসলামে দানের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই উদ্দীপকের আব্দুর রহমানের করণীয় হলো হযরত উসমান (রা)-এর দানের উক্ত ঘটনাবলি থেকে শিবা নেওয়া। বিত্তশালী হিসেবে তাঁকে কৃপণতা পরিহার করতে হবে এবং ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে অর্থ-সম্পদ খরচ করতে হবে। আর এবেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে হযরত উসমান (রা)-কে। কেননা তিনি সর্বকালের সম্পদশালীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।
- ঘ. ইসলামের সেবায় হযরত উসমান (রা)-এর অবদান অপরিমিত। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উসমান (রা) ইসলামের সেবায় অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেন। মসজিদে নববিত্তে মুসলিমদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তাবুক যুদ্ধে দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন এবং এক হাজার উট দান করেন। অন্যদিকে কুরআন সংকলনেও হযরত উসমান (রা) অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের আরও বিস্তৃতি ঘটে। এতে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা) এ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা)-কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সহায়তায় তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত-পবিত্র কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করে তার আলোকে আরও ৭টি কপি

তৈরি করেন এবং তা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। একে ‘মাসহাফে উসমানি’ বলা হয়। কুরআন সংকলনে অবদানের জন্য তাকে ‘জামেউল কুরআন’ বলা হয়। এভাবে হযরত উসমান (রা) ইসলামের সেবায় যে অপরিসীম অবদান রাখেন তা সর্বকালের মুসলমানদের সঠিক, সহজ, সরল পথ দেখিয়ে চলেছে।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামের সেবায় হযরত উসমান যে অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন তা সর্বকালের মানুষের জন্য আদর্শ।

প্রশ্ন- ১৯ ▶▶

হযরত আলি (রা)

সাকিবদের ধর্মীয় শিবক শামিম হায়দার শ্রেণিতে পাঠদানকালে বললেন, হযরত আলি (রা) সবচেয়ে কম বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। মহানবি (স) তাঁকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের মূর্তপ্রতীক। কুরআন, হাদিস ও আরবি ব্যাকরণে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। মহানবি (স) বলেছেন, ‘আমি জ্ঞানের শহর আর আলি (রা) তার দরজা।’

- ক. হযরত আলি (রা) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. মহানবি (স) হযরত আলি (রা) কে যুলফিকার তরবারি কেন দিয়েছিলেন? ২
- গ. জ্ঞান সাধনায় উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা (রা)-এর অনুকরণে সাকিব কীভাবে নিজেকে গড়ে তুলবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ইসলামের দুর্বীর বিজয়ের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফার অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. হযরত আলি (রা) মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
- খ. বদরযুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের জন্য মহানবি (স) হযরত আলি (রা)-কে ‘যুলফিকার’ নামক তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। হযরত আলি (রা) একজন শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও বিক্রমের অধিকারী। তাঁর নাম শুনলে কাফিরদের মনে ভ্রাস সৃষ্টি হতো।
- গ. জ্ঞান সাধনায় উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা হযরত আলি (রা)-এর অনুকরণে সাকিব নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। হযরত আলি (রা) বিত্তশালী না হলেও তিনি তাঁর অসীম সাহস ও লেখনির মাধ্যমে ইসলামের খেদমতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর জ্ঞান সাধনার ফসল ‘দেওয়ানে আলি’ আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। হযরত আলি (রা)-এর মতো জ্ঞান অর্জন করে সেটা যদি দীনের সেবায় ব্যয় করা যায় তবেই সে জ্ঞান প্রকৃত কাজে লাগবে। জ্ঞান অর্জন করে সে জ্ঞান মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। আর প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে উদ্দীপকের সাকিবকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এরপর অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী দীনের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। হযরত আলি (রা) দীনের জন্য যেমন বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তেমনি জনিকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তা বিতরণ করতে হবে।
- ঘ. ইসলামের দুর্বীর বিজয়ের বেষ্ট্রে হযরত আলি (রা)-এর অবদান অপরিসীম। শের-ই-খোদা হযরত আলি (রা) ছিলেন সরলতা ও উদারতার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। মুসলিম উম্মাহর চরম সংকটময় মুহূর্তে তিনি খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। তিনি একাধারে প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, সাহসী ও বীরযোদ্ধা ছিলেন। হযরত আলি (রা) ইসলামের প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। রাসুল (স) তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ তলোয়ার ‘যুলফিকার’ প্রদান করেন। খায়বার বিজয়ের ফলে মহানবি (স)

তাঁকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন। তিনি ইয়েমেনেও ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত সফলতা অর্জন করেন। অসীম সাহসিকতা, বীরত্ব, জ্ঞানচর্চা, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে হযরত আলি (রা) ছিলেন আদর্শ। মহানবি (স) যখন হিজরত করে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন আলি (রা)-কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে যান আমানতসমূহ মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য। আলি (রা) জানতেন, এতে তাঁর জীবনের ঝুঁকি আছে। এতদসত্ত্বেও তিনি নবির নির্দেশ মানতে দ্বিধা করেননি। জীবনের মায়া তাঁর কাছে বড় ছিল না। বরং নবি (স) কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনই ছিল বড় ব্যাপার। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম প্রচার ও বিজয়ের বেষ্ট্রে হযরত আলি (রা)-এর অবদান ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন- ২০ ▶▶

ইমাম বুখারি (রা)

ইংরেজির শিবক হয়েও অধ্যাপক শাহজালাল ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তিনি ক্লাসে ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি শিবার্থীদের সংকর্মশীল ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর আদর্শ জীবনচরিত আলোচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল তিনি এমন একজন মুসলিম মনীষী সম্পর্কে আলোচনা করেন, যিনি মাত্র ছয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। দশ বছর বয়সে হাদিস মুখস্থ করা শুরব করে মাত্র ষোল বছর বয়সে একাধিক হাদিসগ্রন্থ মুখস্থ করেছিলেন। জ্ঞান সাধনায় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করলে যে স্মরণীয় ও বরণীয় হওয়া যায় তিনি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

- ক. ইকরা শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ‘সুফফা’ বলতে কী বোঝে? ২
- গ. অধ্যাপক শাহজালাল কোন মুসলিম মনীষীর জীবনচরিত আলোচনা করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘তিনি ছিলেন অগাধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী’- উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ‘ইকরা’ শব্দের অর্থ আপনি পড়ুন।
- খ. ‘সুফফা’ হলো একটি শিবায়তন। মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পর মসজিদে নববির বারান্দায় ৭০ জন শিবার্থীর সমন্বয়ে এ শিবপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। সেখানে সুদূর পারস্য, রোম, কুফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া ও মিসর থেকে শিবার্থীরা এসে জ্ঞানের জন্য ভিড় জমাত।
- গ. অধ্যাপক শাহজালাল যে মুসলিম মনীষীর জীবনচরিত আলোচনা করেছেন তিনি হলেন ইমাম বুখারি (রা)। বাল্যকাল থেকেই জ্ঞানার্জনের প্রতি ইমাম বুখারি (রা)-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি খুব তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ফলে ছয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন। দশ বছর বয়স থেকেই তিনি হাদিস মুখস্থ করা আরম্ভ করেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আলরামা ওয়াকি-এর লেখা হাদিসগ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মা ও ভাইসহ হজ করতে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। সেখানে তিনি হিজায়ের মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিসশাস্ত্র শিবা লাভ করেন। একাধারে ছয় বছর হাদিস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পর তিনি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য কুফা, বাগদাদ, বসরা, মিসর, সিরিয়া, আসকালান, হিমস, দামিশক ইত্যাদি স্থানে গমন করেন। তিনি লবাধিক হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেন। জ্ঞান সাধনায় এভাবে সীমাহীন ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে ইমাম বুখারি (রা) স্মরণীয় ও

বরণীয় হয়ে আছেন। আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকের অধ্যাপক তার ছাত্রদের জ্ঞান সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে এ মহান মনীষীর জীবন চরিত্র আলোচনা করেন।

ঘ ‘তিনি ছিলেন অগাধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী’— প্রশ্নোত্তরেখিত উক্তিটি যথার্থ। কারণ ইমাম বুখারি (র) যা দেখতেন বা শুনতেন তা তাঁর মনে থাকত। তাঁর বয়স যখন এগার তখন ‘দাখেলি’ নামক এক মুহাদ্দিস তাঁর সামনে হাদিস বর্ণনায় ভুল করলে তিনি তা শূন্য করে দেন। উপস্থিত সবাই ইমাম বুখারির মেধা দেখে আশ্চর্যান্বিত হন। সমরকন্দের প্রসিদ্ধ চারশত হাদিস বিশারদ তাঁর হাদিস মুখস্থের পরীবা নেন। তিনি তাতে অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলে সবাই তাকে সে যামানার শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর ৯০ হাজারের উপরে ছাত্র ছিল যারা তাঁর কাছে হাদিস শিখেছেন। ইমাম বুখারি (র)—এর মেধা ও স্মৃতিশক্তির প্রমাণ মেলে বাল্য অবস্থায়ই। তিনি এতটাই তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন যে, মাত্র ছয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফজ করে ফেলেন। আর দশ বছর বয়স থেকে ষোল বছর বয়সের মধ্যেই তিনি একাধিক হাদিসগ্রন্থ মুখস্থ করেন। এমন কি লবধিক হাদিস সনদসহ তাঁর মুখস্থ ছিল। উদ্দীপকের অধ্যাপক শাহজালালের আলোচনায়ও ইমাম বুখারির স্মৃতিশক্তির এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারি (র) ছিলেন অগাধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

প্রশ্ন- ২১ ▶▶

ইমাম আবু হানিফা (র)

কুদ্দুস ও শাহীন ১০ম শ্রেণির ছাত্র। তারা পরস্পরে জ্ঞান চর্চায় মুসলিম মনীষীদের অবদানের কথা আলোচনা করছিল। কুদ্দুস বলল, কুসুমহাটী এলাকার ইমাম হাসান এতই আলরাহওয়াল যে, একাধারে ১০ বছর সাওম পালন ও প্রতি রমযান মাসে ৪০ বার আল-কুরআন খতম করেন। আর শাহীন বলল, উক্ত ইমাম সাহেব এমন একজন মুসলিম মনীষীর আদর্শ গ্রহণ করেছেন, যিনি সতের বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করলেও অল্প দিনের মধ্যেই হাদিস, তাফসির, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তবে ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক।

- | | |
|--|---|
| ক. ‘আমিরবল মু‘মিনুন ফিল হাদিস’ কার উপাধি? | ১ |
| খ. হুজ্জাতুল ইসলাম বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কুদ্দুসের কথায় কোন মুসলিম মনীষীর প্রতি ইর্থাগত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. ‘ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক’ তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

২১ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

- ক** ‘আমিরবল মু‘মিনুন ফিল হাদিস’ ইমাম বুখারি (র)—এর উপাধি।
- খ** ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ অর্থ ইসলামের দলিল। ইমাম গাযালি (র) প্রামাণ্য যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামি দর্শন ও শিবায অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ‘হুজ্জাতুল ইসলাম’ নামে অভিহিত করা হয়।
- গ** উদ্দীপকে কুদ্দুসের কথায় মুসলিম মনীষী ইমাম আবু হানিফা (র) এর প্রতি ইর্থাগত করা হয়েছে। ইমাম আযম আবু হানিফা (র) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, আবিদ ও বুদ্ধিমান। হযরত মক্কি ইবনে ইবরাহিম বলেন, ইমাম আবু হানিফা তাঁর কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি এত বেশি ইবাদত করতেন যা চিন্তা করাও কঠিন। তিনি একাধারে ত্রিশ বছর রোযা রেখেছেন। চল্লিশ বছর ঘুমাননি। তিনি প্রতি রমযানে ৬১ বার কুরআন মজিদ খতম করতেন। তিনি

মোট ৫৫ বার হজ করেন। তিনি এতই আলরাহতীরব ছিলেন যে, কুফায় ছাগল চুরির কথা শুন্যর পর তিনি সাত বছর বাজার থেকে ছাগলের গোশত ক্রয় করেননি এই ভয়ে যে, এটি চুরিকৃত ঐ ছাগলের গোশত হতে পারে। তিনি বিনা পয়সায় জ্ঞান বিতরণ করতেন। ইমাম আবু হানিফার এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি নিঃসন্দেহে আলরাহওয়াল ব্যক্তি ছিলেন। উদ্দীপকের কুদ্দুসের কথা অনুযায়ী ইমাম হাসানও যথেষ্ট আলরাহওয়াল। কেননা তিনি একাধারে ১০ বছর সাওম পালন ও প্রতি রমযান মাসে ৪০ বার আল-কুরআন খতম করেন। মূলত তার এ কথায় ইমাম আবু হানিফা (র) এর প্রকাশ হয়েছে।

ঘ ফিকাহশাস্ত্রে তার অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (র)—এর অবদান ছিল সর্বাধিক। ইমাম আবু হানিফা (র) সতের বছর বয়স থেকে জ্ঞানার্জন শুরব করেন। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী হওয়ায় তিনি অল্প দিনের মধ্যেই হাদিস, তাফসির, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বস্তুত ইমাম আবু হানিফা (র) ফিকাহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি তাঁর চল্লিশজন ছাত্রের সম্মুখে ফিকাহ সম্পাদনা বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ড দীর্ঘ বাইশ বছর কঠোর সাধনা করে ফিকাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে রূপ দান করেন। পরবর্তীতে তিনি বোর্ডের চল্লিশ জন সদস্য হতে দশজনকে নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। ফিকাহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের বেত্রে এই বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোনো মাসআলা বা সমস্যা এলেই এ বোর্ড তা নিয়ে গবেষণা করত এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষণা করে ফতোয়া বা সমাধান দিত। এভাবে কুতবে হানাফিয়াতে ৮৩ হাজার মাসআলা ও সমাধান লিপিবদ্ধ করা হয়। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কঠিন বস্তুও যে সহজ করা যায় ইমাম আবু হানিফার ফিকাহ বোর্ড এর প্রমাণ। তাছাড়া হাদিসশাস্ত্রে তিনি ‘মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা’ নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন, যাতে ৫০০ হাদিস রয়েছে। তবে ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। উদ্দীপকের শাহীনের বক্তব্যেও ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার অবদানের এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন- ২২ ▶▶

ইলমে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা এবং জারির আত-তাবারির

ইতিহাস গ্রন্থ

জামাল তার সহপাঠীদের সাথে মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের বেত্রে তাসাউফের চর্চা কীভাবে ভূমিকা রাখে এ নিয়ে আলোচনা করছিল। প্রসঙ্গক্রমে জামাল তাবারির ইতিহাস গ্রন্থ ‘তারিখ আর রুসুল ওয়ালমুলুক’ এর উদাহরণ দেয়।

- | | |
|---|---|
| ক. ইবনে জারির আত-তাবারির পুরো নাম কী? | ১ |
| খ. আল গাযালিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি দার্শনিক বলা হয় কেন? | ২ |
| গ. জামাল ও তার সহপাঠীদের আলোচনার বিষয়বস্তু নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. জামালের উল্লিখিত গ্রন্থের মূল্যায়ন কর। | ৪ |

২২ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

- ক** ইবনে জারির আত-তাবারির পুরো নাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারির।
- খ** ইমাম গাযালি সুফিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ইসলামি অনুশাসনসমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলামি বিধানের চর্চা ও কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন ইলমে তাসাউফের। তাছাড়া তিনি দর্শনশাস্ত্রের ওপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এসব কারণে ইমাম গাযালিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি দার্শনিক বলা হয়।
- গ** জামাল ও তার সহপাঠীদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের বেত্রে তাসাউফের চর্চা বিশেষ ভূমিকা রাখে। মানুষ

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় ও সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের বেঁচে তাসাউফের চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে আল্লাহর যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই ইলমে তাসাউফের প্রয়োজন। সৃষ্টি হিসেবে মানুষের প্রয়োজন তার পরমস্রষ্টা আল্লাহর পরিচয় জানা ও সেই সাথে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় জীবনযাপন করা। কিন্তু মানুষ পৃথিবীর বণস্থায়ী জীবনের মোহে নিজের ও স্রষ্টার পরিচয় ভুলে যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতেই তাসাউফের চর্চার প্রয়োজন হয়। আজীবন ইসলামি বিধানের চর্চা ও কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন তাসাউফ চর্চা। তাসাউফ চর্চার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর পরম সন্তা সম্পর্কে ধারণা ও আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করে। এতে মানুষ হয়ে ওঠে সর্বাস্তকরণে সৎ, খোদাতীরাব ও কল্যাণকামী। মোটকথা, মানুষ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। মানুষের আত্মিক উন্নতির জন্য তাসাউফের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ঘ জামালের উলিরখিত ‘তারিখ আর-রবসুল ওয়াল মুলুক’ নামক ইতিহাস গ্রন্থটি ইবনে জারির আত-তাবারির (র) অনবদ্য সৃষ্টি। ‘তারিখ আর-রবসুল ওয়াল মুলুক’ তথা পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থটি তাবারির প্রধানতম গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ Leyden সংস্করণ এই বিরাটাকার মূল গ্রন্থের সারসংক্ষেপ করেন। এটি মূল গ্রন্থের এক-দশমাংশ; কিন্তু তবুও তা সাড়ে বারো খণ্ডে বিভক্ত। এমনকি এই সারসংক্ষেপও সম্পূর্ণ নয়। পরবর্তীকালে যেসব লেখক তাবারির বিশ্ব ইতিহাস ব্যবহার করেছেন তাদের রচনা থেকেই এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ পূরণ করতে হয়েছিল। এই গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে প্রাচীন যুগ, হযরত মুহাম্মদ (স) এবং প্রথম চার খলিফার যুগ, উমাইয়াদের ইতিহাস এবং পরিশেষে আব্বাসীয়দের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম যুগ থেকে বিষয়বস্তুগুলো হিজরি সাল অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়েছে। এ ইতিহাস গ্রন্থে ধর্মীয় নীতি ও আইন সম্পর্কীয় বিষয়ে বহু বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থটি ৩০৩ হিজরি মুহাররম/৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে সমাপ্ত হয়। উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, ‘তারিখ আর-রবসুল ওয়াল মুলুক’ তথা পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থটি তাবারির অমর কীর্তি।

প্রশ্ন- ২৩ ▶▶

চিকিৎসা বিদ্যায় ইবনে সিনার অবদান

আমানউল্লাহ দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করা তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে ক্লাসে তার বন্ধুবান্ধবদের মাঝে প্রায়ই চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান ও কৃতিত্বের ওপর আলোচনা করে। চিকিৎসাশাস্ত্রে যেসব মুসলিম মনীষী অবদান রেখেছেন আমানউল্লাহর নিকট তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্বকে শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। তার রচিত গ্রন্থই চিকিৎসা শাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ।

- | | |
|--|---|
| ক. আলরাযি কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? | ১ |
| খ. আলবিরবনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন কেন? | ২ |
| গ. আমানউল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় ও অবদান ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. চিকিৎসাবিজ্ঞানে উদ্দীপকে নির্দেশিত গ্রন্থটির মূল্যায়ন কর। | ৪ |

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** আল রাযি ৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
- খ** আলবিরবনি ছিলেন মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান গবেষক। তিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী বড় দার্শনিকও

ছিলেন। স্বাধীন চিন্তা, মুক্তবুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচনা ও সঠিক মতামতের জন্য তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

গ উদ্দীপকের আমানউল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব হলেন ইবনে সিনা। ইবনে সিনার পুরো নাম আবু আলি আল-হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি বুখারার নিকটবর্তী আফশানা নামক গ্রামে ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ করেন। তিনি দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। উদ্দীপকে এ তথ্য উল্লিখিত হয়েছে ইবনে সিনা রচিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’ একটি অমর গ্রন্থ। ড. ওসলার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। আধুনিক বিশ্বে তাঁর গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাঠদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্যরকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা চলে। উদ্দীপকের আমানউল্লাহর একমাত্র লক্ষ্য হলো চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করা। এ বেঁচে ইবনে সিনা রচিত গ্রন্থগুলো তার যথেষ্ট সহায়ক হবে। সজ্ঞাত কারণেই আমানউল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হলেন ইবনে সিনা, যিনি ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

ঘ উদ্দীপকে ইবনে সিনার আলোচনার প্রেক্ষিতে তার রচিত গ্রন্থ চিকিৎসা শাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’ নির্দেশিত হয়েছে। বস্তুত ইবনে সিনা রচিত ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’ চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অমর গ্রন্থ। ইবনে সিনা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ‘আল কানুন ফিত-তিব্ব’ অথবা সংক্ষেপে ‘আল কানুন’ চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের একটি বৃহৎ, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও পরিণত রচনা। এতে প্রাচীন ও সমসাময়িক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে ইসলামি আমলে লব্ধ জ্ঞান অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ কারণেই এ পুস্তক প্রকাশের পর গ্যালেন, রাযি এবং আলি ইবনে আব্বাসের রচনাবলির ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্রই পরবর্তী ছয়শ বছর অর্থাৎ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা আল-কানুনের ভিত্তিতেই হতো। প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরমোন্নতি গ্যালেনের মাধ্যমে হয়েছিল। কিন্তু ইবনে সিনা এ গ্রন্থের মাধ্যমে গ্যালেনকেও অতিক্রম করেছিলেন। ড. ওসলার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’ এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। আধুনিক বিশ্বেও তাঁর গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঠদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা চলে।

প্রশ্ন- ২৪ ▶▶

চিকিৎসাবিদ্যায় ইবনে সিনার অবদান

ইরফান এইচএসসি পরীষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাবাকে বলল, আমি বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি শল্য চিকিৎসার দিশারি হিসেবে আজও আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং ইউনানী শাস্ত্রে যাঁর অসাধারণ অবদান রয়েছে তাঁর আদর্শ অনুকরণে একজন চিকিৎসাবিদ হতে চাই, মানবতার সেবা করতে চাই। এ লব্ধে আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক।

- ক.** কিতাবুল মানসুরি গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১
- খ.** ‘ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণের ধর্ম’-কথ্যটি

বুঝিয়ে লেখ।	২
গ. ইরফান যাকে অনুসরণ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হতে চায় তাঁর অবদান ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. ‘ইরফানের মেডিকেল ভর্তির উদ্দেশ্যটি সত্যিই প্রশংসনীয়’ – ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনা কর।	৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিতাবুল মানসুরি গ্রন্থের রচয়িতা আবু বকর আলরাযি।

খ ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব কল্যাণের ধর্ম। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। মহানবি (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ।’

অপরদিকে মহানবি (স) মানবতার কল্যাণে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মহানবি (স) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।’ সুতরাং বলা যায়, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণের ধর্ম।

গ ইরফান ইবনে সিনাকে অনুসরণ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানী হতে চায়।

ইবনে সিনা দার্শনিক, চিকিৎসক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ এবং মুসলিম জগতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালী এবং শল্য চিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’ একটি অমর গ্রন্থ। ড. ওসলার এ গ্রন্থটিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলে উল্লেখ করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে এর সমপর্যায়ে কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। আধুনিক বিশ্বেও তাঁর এ গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঠদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্রয় রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের আশ্রয় রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বৃহৎ সংগ্রহ বলা চলে।

ঘ ইরফানের মেডিকেল ভর্তির উদ্দেশ্যটি সত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ মেডিকেল ভর্তি হয়ে একজন চিকিৎসক হয়ে সে আত্মপীড়িত মানুষের সেবা করতে পারবে। যা ইবাদতের শামিল। ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম। যে ব্যক্তি মানুষের সেবা করেন তিনি মহৎপ্রাণ। সমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালাও এরূপ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। যিনি মানুষের সেবা, সাহায্য-সহযোগিতা করেন, আল্লাহ তায়ালাও তাকে সাহায্য ও দয়া করেন। তাছাড়া মানবসেবা মুমিনের গুণ। মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই অন্য মানুষের খেদমতে নিয়োজিত থাকে। মহানবি (স) বলেছেন, ‘তোমরা বুধার্তকে খাদ্য দাও, রবগুণ ব্যক্তির সেবা কর, বন্দীকে মুক্ত কর এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত কর।’ ইরফান মেডিকেল ভর্তি হয়ে একজন চিকিৎসক হয়ে রবগুণ ব্যক্তিকে সেবা করার মাধ্যমে মহানবি (স)–এর নির্দেশ মান্য করতে পারে।

তাই বলা যায়, ইরফানের মেডিকেল ভর্তির উদ্দেশ্য সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন- ২৫ ▶▶

রসায়নশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ‘জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানদের অবদান’ শীর্ষক একটি সেমিনার সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উক্ত সেমিনারে জনাব সান্তার এমন একজন মুসলিম মনীষীর অবদানের কথা আলোচনা করেন, যিনি পরিস্রবণ, দ্রবণ, তন্মীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো প্রভৃতি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে রসায়নশাস্ত্রের জনকও বলা হয়। তাছাড়া আল কিন্দি ও জুননুন মিসরিও রসায়নশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন।

ক. আল-কেমি শব্দের অর্থ কী?	১
খ. আল-কাসির পরিচয় দাও।	২
গ. জনাব সান্তার সেমিনারে কোন মুসলিম মনীষীর অবদানের কথা আলোচনা করেন? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. ‘আল কিন্দি ও জুননুন মিসরিও উক্ত মনীষীর মতো রসায়নশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন’ মতামত দাও।	৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-কেমি শব্দের অর্থ রসায়ন।

খ ইবনে আব্দুল মালিক আল কাসি একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদেই অবস্থান করতেন। তাঁর লেখা ‘আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ’ গ্রন্থটি রসায়ন শাস্ত্রে মূল্যবান একটি সংযোজন। তিনি এ গ্রন্থে রসায়নের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় শাখার সরল ও সহজ পন্থা সর্থাৎ সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন। যে সকল বস্তু সাদা এবং যেসকল বস্তু লাল এদের ব্যবহার ও পার্থক্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

গ জনাব সান্তার সেমিনারে যে মুসলিম মনীষীর অবদানের কথা আলোচনা করেন তিনি হলেন জাবির ইবনে হাইয়ান। তিনি দরিণ আরবের আয়দ বংশে ৭২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়নশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কুফায় একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই গবেষণারত ছিলেন। রসায়নকে তিনি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রসায়ন ও বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রেষ্ট্র যথা পরিস্রবণ, দ্রবণ, তন্মীকরণ, বাষ্পীকরণ, গলানো প্রভৃতি তাঁরই আবিষ্কার। তিনি তাঁর গ্রন্থে ধাতুর শোধন, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ ও চুলের কলপ, লেখার কালি ও কাঁচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালি ও বিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছেন বিধায় তাকে এ শাস্ত্রের ‘জনক’ বলা হয়। উদ্দীপকে সান্তার ‘জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানদের অবদান’ শীর্ষক সেমিনারে এ মুসলিম মনীষীর অবদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে যাদের নিরলস পরিশ্রম ও অকৃত্রিম অবদানের ফলে রসায়নশাস্ত্র আজ উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে জাবির ইবনে হাইয়ান তাদের অন্যতম বরং পথিকৃৎ।

ঘ আল কিন্দি ও জুননুন মিসরিও উক্ত মনীষী অর্থাৎ জাবির ইবনে হাইয়ানের মতো রসায়নশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন– আমি এ কথাটির সাথে সম্পূর্ণ একমত। কারণ তারা উভয়েই রসায়নশাস্ত্রের উপর গবেষণা ও লেখালেখি করেছেন। খলিফা মামুনের সময়ে জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসক ও দার্শনিক হিসেবে আল-কিন্দির সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আল-কিন্দি নিউপেরটোনিজমের উদ্ভাবক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম পেরটো ও এরিস্টটলের মতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ করেছেন। তিনি অনধিক ৩৬৫টি গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। অন্যদিকে আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রের উপর যারা প্রথমদিকে গবেষণা করেন তাঁদের অন্যতম হলেন জুননুন মিসরি। তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেন। তাঁর লেখায় সোনা, রূপাসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি মিসরীয় সাংকেতিক বর্ণের মর্মার্থ বুঝতেন।

সুতরাং উদ্দীপকের বক্তা জনাব সান্তার রসায়নশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীদের অবদানের বেঁচে জাবির ইবনে হাইয়ানের প্রতি ইজিত্য করলেও আল কিন্দি ও জুননুন মিসরিও এ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের সকলের নিরলস পরিশ্রম ও অকৃত্রিম অবদানের ফলে রসায়নশাস্ত্র আজ উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে।

প্রশ্ন- ২৬ ▶▶

ভূগোলশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীদের অবদান

হাসিব ও হামিম একে অপরের বন্ধু। দুজনে প্রায়ই বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় মগ্ন থাকে। একদিন বিকেলে উভয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে ভূগোলশাস্ত্রে মুসলিম ভূগোলবিদদের অবদান নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল। এক পর্যায়ে হাসিব বলল, ভূগোলশাস্ত্রে যেসব মুসলিম মনীষী অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি স্পেন, ভারতবর্ষ ও সিজিস্তান ব্যতীত সমগ্র মুসলিম পৃথিবী ভ্রমণ করেন। আরেকজন ‘মুজামুল বুলদান’ নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তা ভূগোলশাস্ত্রের এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। অতঃপর হামিম বলল, উক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় আল মাসুদি ও ইবনে খালদুন ও ভূগোল বিষয়ের পণ্ডিত ছিলেন।

?

- ক. জুননুন মিসরির প্রকৃত নাম কী? ১
- খ. ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’-কে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সগ্রহ বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে হাসিব ভূগোলশাস্ত্রে অবদান রাখা কোন মুসলিম মনীষীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. হামিমের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক জুননুন মিসরির প্রকৃত নাম ছাওবান।

খ চিকিৎসাশাস্ত্রে ‘আল-কানুন ফিত-তিব্ব’ একটি অমর গ্রন্থ। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর সমপর্যায়ের কোনো গ্রন্থ আজও দেখা যায় না। আধুনিক বিশ্বেও গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাঠদান করা হচ্ছে। চিকিৎসা সম্প্রদায়ী যাবতীয় তথ্যের আশ্চর্য রকম সমাবেশ থাকার কারণে গ্রন্থটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ সগ্রহ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে হাসিব ভূগোলশাস্ত্রে অবদান রাখা যে দু’জন মুসলিম মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত করেছে তাঁরা হলেন আল মোকাদাসি ও ইয়াকুত ইবনে আদুলরাহ। আল মোকাদাসির নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম আহমাদ। তিনি ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বাইতুল মোকাদাস এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি আল মোকাদাসি নামে পরিচিত। তিনি একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি স্পেন, ভারতবর্ষ ও সিজিস্তান ব্যতীত সমগ্র মুসলিম পৃথিবী ভ্রমণ করেন। দীর্ঘ বিশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ৯৮৫ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম হলো ‘আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতুল আকালিম’। আর ‘মুজামুল বুলদান’ নামক গ্রন্থ রচনা করে যিনি ভূগোলশাস্ত্রে অবদান রেখেছেন তিনি হলেন ইয়াকুত ইবনে আদুলরাহ। তিনি পারস্যে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূগোলশাস্ত্রের উক্ত প্রামাণ্যগ্রন্থে তিনি প্রত্যেক স্থানের ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয় ও ঘটনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উদ্দীপকের হাসিবের বক্তব্যের আলোকে বলা যায়, আল মোকাদাসি ও ইয়াকুত ইবনে আদুলরাহ ভূগোলশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

ঘ ‘আল-মাসুদি ও ইবনে খালদুন ও ভূগোল বিষয়ের পণ্ডিত ছিলেন’-হামিমের এ বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন আল-মাসুদি একাধারে পরিব্রাজক, ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ‘ভূগোল বিশ্বকোষ’-এ তাঁর ভ্রমণসমূহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করেন। পৃথিবীর আকার, আয়তন, গতি ও প্রধান প্রধান বিভাগগুলোর বিবরণ দেন। ভারত মহাসাগর, পারস্য সাগর, আরব

সাগরের ঝড়ের অবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেন। ৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভূকম্পন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। অন্যদিকে তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করা ইবনে খালদুন এর বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে ছিল তাঁর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমা। এ গ্রন্থে তিনি ভূগোল বিষয়ের যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করেছেন তা তাঁকে ভূগোলশাস্ত্রে অমরত্ব দান করেছে। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, আল-মাসুদি ও ইবনে খালদুন ও ভূগোল বিষয়ের পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, হামিমের বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন- ২৭ ▶▶

গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

শফিক স্যার ক্লাসে এসে বললেন, ছাত্ররা তোমরা গণিতকে ভয় পাও! দেখ এই গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদানই ছিল বেশি। তোমরা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারেযমির কথা শুনছ। যাকে গণিতশাস্ত্রের জনক বলা হয়। তাছাড়া আরও একজন গণিতবিদের কথা বলি যিনি দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও গণিত বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন।

- ক. উমর খৈয়াম লিখিত অমর গ্রন্থখানির নাম কী? ১
- খ. মুসা আল-খাওয়ারেযমিকে গণিত শাস্ত্রের জনক বলা হয় কেন? ২
- গ. শফিক স্যার দ্বিতীয়বার কোন মনীষীর কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদানই বেশি’-উদ্দীপকে শফিক স্যারের এ উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

?

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক উমর খৈয়াম লিখিত অমর গ্রন্থখানির নাম ‘কিতাবুল জিবার ওয়াল মুকাবালা।’

খ গণিতশাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য মুসা আল-খাওয়ারেযমিকে গণিতশাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি গণিতশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বীজগণিতের আবিষ্কারক হলেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর রচিত ‘হিসাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালাহ’ গ্রন্থের নামানুসারে এ শাস্ত্রকে পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা আল-জেবরা নামকরণ করে।

গ শফিক স্যার দ্বিতীয়বার যে মনীষীর কথা বলেছেন তিনি হলেন হাসান ইবনে হায়সাম। তিনি একজন চক্ষুবিজ্ঞানী ছিলেন। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চক্ষু বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ ‘কিতাবুল মানাযির’ তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। মধ্যযুগে আলোক বিজ্ঞানের এটি একমাত্র গ্রন্থ ছিল। গবেষক রোজার বেকন, নিউলার্ডো, কেপলার প্রমুখ এ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই তাঁদের গবেষণা করেন। তিনি দৃষ্টিশক্তির প্রতিফলন ও প্রতিফলন বিষয়ে গ্রিকদের ভুল ধারণা খণ্ডন করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বাহ্যপদার্থ থেকেই আমাদের চোখে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়। তিনিই ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেন। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা গতিবিজ্ঞানকে তাদের আবিষ্কার দাবি করলেও ইবনে হায়সাম এ বিষয়ে বহু পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন। তাছাড়া স্যার আইজ্যাক নিউটনকে মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত শক্তির আবিষ্কারক মনে করা হলেও ইবনে হায়সাম এ বিষয়ে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। উদ্দীপকে শফিক স্যার এ তথ্যটিও উল্লেখ করেছেন। হাসান ইবনে হায়সাম এতসব বিষয়ে অবদান রাখলেও গণিতশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

এ কারণেই উদ্দীপকের শফিক স্যার গণিতে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন।

ঘ ‘গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদানই বেশি’— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বলা যায় শফিক স্যারের এ উক্তিটি যথার্থ। গণিতশাস্ত্র আবিষ্কার, অগ্রগতি, উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। আল-খওয়ারেযমি, ইবনে হায়সাম, উমর খৈয়াম ও নাছির উদ্দিন তুসিসহ অনেক মুসলিম মনীষী এ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুসা আল-খওয়ারেযমি গণিতশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁকে গণিতশাস্ত্রের জনক বলা হয়। বীজগণিতের আবিষ্কারক হলেন তিনি। তাঁর রচিত ‘হিসাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালাহ’ গ্রন্থের নামানুসারে এ শাস্ত্রকে পরবর্তীকালে ইউরোপীয় আল-জেবরা নামকরণ করে। তিনি এ গ্রন্থে আট শতাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেন। সমীকরণের সমাধান করার ছয়টি নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন। তেমনিভাবে উমর খৈয়াম ছিলেন প্রথম শ্রেণির গণিতবিদ। তাঁর ‘কিতাবুল জিবর ওয়াল মুকাবালা’ গণিতশাস্ত্রের একটি অমরগ্রন্থ। ঘন সমীকরণ এবং অন্যান্য উন্নত শ্রেণির সমীকরণের পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং সংজ্ঞানুসারে এগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করে উমর খৈয়াম বীজগণিতের অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেন। আবার নাসির উদ্দিন তুসি জ্যামিতি, গোলাকার ত্রিকোণোমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে মোট ষোলটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ত্রিকোণোমিতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে পৃথক করে সমতল এবং গোলাকৃতি ত্রিকোণোমিতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। অন্যদিকে হাসান ইবনে হায়সাম একজন চক্ষুবিজ্ঞানী হলেও গণিত বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদানই বেশি। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শফিক স্যারের উক্তিটি যথার্থ।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ২৮ ▶▶

হযরত আলী (রা)

হযরত আলী (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন এবং সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। হাদিস, তাফসির, আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি তার যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার রচিত ‘দিওয়ানে আলি’ নামক কাব্যগ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

- ক.** হযরত আলী (রা) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ.** হযরত আলী (রা) কীভাবে আমানত রবা করেছিলেন? ২
- গ.** উদ্দীপকে হযরত আলী (রা) এর জীবনাদর্শের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** উদ্দীপকের খলিফা (রা)-এর মতো অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে ইসলামের সেবা করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

— ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর —

- ক** হযরত আলী (রা) কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।
- খ** মহানবি (স) -এর নিকট গচ্ছিত আমানত প্রকৃত মালিকদের নিকট পৌঁছে দিয়ে হযরত আলী (রা) আমানত রবা করেছিলেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) হিজরত করে মদিনা যাওয়ার সময় হযরত আলী (রা)-কে আমানতের মালের দায়িত্ব দিয়ে মহানবি (স)-এর বিছানায় রেখে যান। জীবনের কঠিন ঝুঁকি সত্ত্বেও তিনি আমানত রবার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন।
- গ** উদ্দীপকে হযরত আলী (রা) এর জীবনাদর্শের জ্ঞান সাধনার দিকটি ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন জ্ঞান সাধনার মূর্তপ্রতীক। হযরত আলী (রা) ছিলেন

অসাধারণ মেধাবী। ছোটবেলা থেকেই তিনি জ্ঞানচর্চা করতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানতাপস ও জ্ঞান সাধক। হাদিস, তাফসির ও আরবি ব্যাকরণে তিনি তার যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কথিত আছে ‘হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন জ্ঞানের শহর, আর আলি হলেন তার দরজা।’ শৌর্যবীর্য, সাহসিকতা ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের অনেক সেবা করেছেন। তার রচিত ‘দিওয়ানে আলি’ নামক কাব্যগ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আরবি সাহিত্যের উন্নয়নে তার অবদান অপরিসীম। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। আরবি ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে তিনি আরবি ভাষা, ব্যাকরণ এবং সাহিত্য নিয়ে অনেক কাজ করে গেছেন। সুতরাং বলা যায়, হযরত আলী (রা) ছিলেন জ্ঞান সাধনার মূর্ত প্রতীক।

ঘ হযরত আলী (রা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর মতো অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে ইসলামের সেবা করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের সর্থীরস্ট পাঠ থেকে জানা যায় যে, হযরত আলী (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি ছিলেন মহানবি (স)-এর চাচাতো ভাই। বাল্যকাল হতেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে থাকতেন এবং তাঁর আদর্শে বড় হন। বালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলামধর্ম গ্রহণকারী সাহাবি। পরবর্তীতে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হয়েও তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। সারাজীবন জ্ঞানসাধনায় ব্যস্ত থাকায় সম্পদ উপার্জন করার সময় তিনি পাননি। তিনি নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কখনো তিনি না খেয়েও দিন কাটিয়েছেন। তবুও এর জন্য তার কোনো আবেগ ছিল না। তার বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। তার স্ত্রী রাসুলুল্লাহ (স)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) নিজ হাতে বাসার সব কাজ করতেন। তিনি খাঁতা পিষে গম গুঁড়া করে রবটি তৈরি করতেন। কাজ করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল, তবুও কোনো কাজের লোক রাখেননি। সুতরাং হযরত আলী (রা)-এর অনাড়ম্বর জীবন থেকে শিবা নিয়ে ব্যক্তিত্বগঠন করে ইসলামের সেবায় আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

প্রশ্ন- ২৯ ▶▶

রসায়নশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্র

মাওলানা আবু জাফর ছাত্র আকিলকে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করতে বললেন। আকিল অনুচ্ছেদটিতে লিখল ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চায় মুসলমানগণ দর্বার পরিচয় দিয়েছিলেন। আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক শাখা মুসলমানদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরই সফল। রসায়নশাস্ত্রের জনক মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান। এছাড়াও আল কিন্দি, জুননুন মিসরি, ইবনে আবদুল মালিক আল কাসি রসায়নে অবদান রাখেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান।’

- ক.** রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয় কাকে? ১
- খ.** রসায়নশাস্ত্রে জাবির ইবনে হাইয়ানের অবদান বর্ণনা কর। ২
- গ.** আকিল রসায়ন শাস্ত্রের জনক হিসেবে কাকে উল্লেখ করে? বিজ্ঞানে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত আকিলের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৩

— ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর —

- ক** জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়।
- খ** জাবির ইবনে হাইয়ানকে রসায়নশাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম রসায়নশাস্ত্রকে পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রসায়ন ও বিজ্ঞানের

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বেত্র তথা পরিস্রবণ, বাস্পীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, লোহার মরিচারোধক বার্নিশ ও চুলের কলপ, লেখার কালি ও কাচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালি ও বিধি তারই আবিষ্কার। তিনি তার গ্রন্থে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গ আকিলের তৈরি করা অনুচ্ছেদে রসায়ন শাস্ত্রের জনক হিসেবে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানে তার অবদান অনেক। আবু আব্দুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান গণিতশাস্ত্রে শিবালাত শেষে চিকিৎসাশাস্ত্রেও শিবা গ্রহণ করেন। তিনি কুফায় চিকিৎসা জীবন শুরব করলেও এর মধ্যে তিনি রসায়নশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কুফায় একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু (৮০৪ খ্রি.) সেখানেই গবেষণারত ছিলেন। রসায়নকে তিনি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রসায়ন ও বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বেত্রে যথা পরিস্রবণ, দ্রবণ, ভস্মীকরণ, বাস্পীকরণ, গলানো প্রভৃতি তারই আবিষ্কার। তিনি তার গ্রন্থে ধাতুর শোধন, তরলীকরণ, বাস্পীকরণ, ইস্পাত তৈরির প্রক্রিয়া, লোহার মরিচা রোধক বার্নিশ ও চুলের কলপ, লেখার কালি ও কাচ ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালি ও বিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নশাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দান করেছেন বিধায় তাকে এ শাস্ত্রের ‘জনক’ বলা হয়। তিনি ৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

ঘ আকিল তার অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অবদান। যে সকল মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীর অবদানের কারণে চিকিৎসাশাস্ত্র উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-আবু বকর আল রাযি, আল বিরবনি, ইবনে সিনা, ইবনে রবশদ প্রমুখ। শল্যচিকিৎসায় আল-রাযি ছিলেন তার সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার অস্ত্রোপচার পদ্ধতি ছিল গ্রিকদের থেকেও উন্নত। তিনি বসন্ত ও হাম রোগের উপর আল জুদাইরি ওয়াল হাসবাহ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হাম, শিশু চিকিৎসা, নিউরোসাইক্রিয়াটিক ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রচার করেন। ‘আল মানুষরি’ গ্রন্থে তিনি এনাটমি, ফিজিওলজি, মেজাজ, ঔষধ, স্বাস্থ্যরবা বিধি, চর্মরোগ ও প্রসাধন দ্রব্য, শল্যচিকিৎসা, বিষ, জ্বর ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন।

চিকিৎসায় অসাধারণ অবদানের জন্য ইবনে সিনাকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্যচিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। তার রচিত ‘আল-কানুন ফিত-তিব’ চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অমর গ্রন্থ। চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ইবনে রবশদ এর লেখা গ্রন্থের নাম ‘কুলিয়ারাত’। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমাদৃত হয়েছে। উপরি উক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির পেছনে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন- ৩০ ▶▶

ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর অবদান

মাহি ও কাফি দশম শ্রেণির ছাত্র। বর্তমানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বেত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত জটিল সমস্যা দেখা দেয়, বিশেষ করে শেয়ারের মতো বিষয় তাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। এগুলো সমাধান কল্পে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করা হয়। এ বোর্ডের কাজ হলো বিশিষ্ট মনীষীদের সহায়তা নিয়ে ইসলামের আলোকে সমসাময়িক সমস্যাগুলোর সঠিক সমাধান বের করা। তাদের শ্রেণিশির্ষক বিষয়টি জেনে খুশি হয়ে বললেন, ইমাম আবু হানিফা (রা) এভাবেই একটি বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন।

ক. ‘তারিখ আল-রসূল ওয়াল মুলুক’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ১

খ. ইমাম গাযালি (রা)-কে “হুজ্জাতুল ইসলাম” বলা হয় কেন? ২

গ. মাহি ও কাফি প্রণীত বোর্ডের কার্যক্রম কীসের সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাহি ও কাফির গৃহীত পদবেপগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

— ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক ‘তারিখ আল-রসূল ওয়াল মুলুক’ গ্রন্থটি রচনা করেন ইবনে জারির আত-তাবারি (রা)।

খ ইসলামকে যুক্তি ও প্রমাণের সাথে উপস্থাপন এবং সুফিবাদ ও ইসলামি দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ইমাম গাযালি তার সব রকমের চেষ্টা ও সাধনা করেন। ইসলামি দর্শন ও শিবায অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে হুজ্জাতুল ইসলাম নামে অভিহিত করা হয়।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের

উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার অবদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ “বর্তমান সমস্যার সমাধানকল্পে ইমাম আবু হানিফা (রা)-এর ফিকাহ শাস্ত্র যথেষ্ট”—তুমি কি উক্তিটি সমর্থন কর?

প্রশ্ন- ৩১ ▶▶

হযরত উমর (রা)

সালাম সাহেব একজন নবনির্বাচিত দায়িত্ব সচেতন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। দায়িত্বপ্রাপ্তির পর থেকে তিনি সরকারি সাহায্য যথাযথভাবে বিতরণের জন্য গভীর রাতে ঘুরে ঘুরে তালিকা তৈরি করেন। বিচার-সালিশের ব্যাপারেও তিনি আপন-পর না দেখে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকেন।

ক. মদপানের অপরাধে কোন খলিফা স্খীয় পুত্রকে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন? ১

খ. হযরত উমর (রা)-এর ‘ফারবক’ উপাধি প্রাপ্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ইসলামের ইতিহাসের যে মনীষীর ইজিত করা হয়েছে তার প্রজাবাৎসল্যের বিবরণ দাও। ৩

ঘ. চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর। ৪

— ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক হযরত উমর (রা) তাঁর স্খীয় পুত্রকে মদপানের অপরাধে শাস্তি দিয়েছিলেন।

খ হযরত উমর (রা) প্রথম জীবনে ছিলেন ইসলামের ঘোর শত্রু। তিনি মুহাম্মদ (স)কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পথে বোন এবং ভগ্নিপতির মুসলমান হওয়ার খবর পান এবং তাদের ইসলামের প্রতি দৃঢ়তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে নিজেও রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে মুসলমান হন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। তাই ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ঘোষণা দিলেন আর গোপনে নয়, এবার প্রকাশ্যে কাবাঘরের সামনে সালাত আদায় করব। তার এ সাহসিকতা দেখে রাসূল (স) মুগ্ধ হন এবং তাকে ‘ফারবক’ উপাধিতে ভূষিত করেন।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের

উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ হযরত উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব কীভাবে পালন করতেন? বর্ণনা কর।

ঘ শাসক হিসেবে হযরত উমর (রা)-এর জবাবদিহিতার দৃষ্টান্ত বিবরণ বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন- ৩২ ▶▶


হযরত আবু বকর (রা)

তাবুক যুদ্ধের সময় ব্যয় মিটানোর জন্য প্রায় সকল সাহাবি কিছু না কিছু সাহায্য করেছেন। রাসুল (স) লব্ধ করলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসেন। রাসুল (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি উত্তর দেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)কে।

- ক. হযরত আবু বকর (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. হযরত আবু বকর (রা)কে মহানবি (স) সিদ্দিক উপাধি দিয়েছিলেন কেন? ২
- গ. হযরত আবু বকর (রা)-এর সর্বস্ব দানের মাধ্যমে তাঁর কোন গুণের প্রকাশ ঘটেছে? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা থেকে শিবা নিয়ে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি তার বাস্তবজীবনে এ শিবাকে কীভাবে কাজে লাগাতে পারে? মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

- ক. হযরত আবু বকর ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
- খ. হযরত আবু বকর (রা) প্রথম বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের খিদমতে তিনি সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। মহানবি (স)-এর প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। রাসুল (স)-এর মিরাজের ঘটনা শুনে তিনি নির্দিষ্ট ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। এ জন্য রাসুল (স) তাঁকে 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী উপাধি দিয়েছিলেন।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরজার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. হযরত আবু বকর (রা)-এর দানশীলতা গুণটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বাস্তবজীবনে দানশীলতার প্রয়োগ বিশ্লেষণ কর।


প্রশ্ন- ৩৩ ▶▶ হযরত আলি (রা)

শিবক জারিফকে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বললে জারিফ লিখল হযরত আলী (রা) ছিলেন খুলাফায়ে রাশিদিনের মধ্যে অন্যতম খলিফা। তিনি জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি জীবনযাপন করতেন। শৌর্য, বীর্য ও বিক্রমের অধিকারী ছিলেন। আর মহানবি (স) তাকে দিয়েছিলেন আসাদুল্লাহ উপাধি। হযরত মুহাম্মদ (স) হযরত আলি এর জ্ঞানের উপমা দিয়ে বলেন, “আমি (মহানবি) জ্ঞানের শহর, আলি তার দরজা।”

- ক. হযরত আলি (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. হযরত উসমান (রা) কে কেন গনি বলা হতো? ২
- গ. শিবকের উল্লিখিত জীবনাদর্শ কীভাবে তোমার জীবনে বাস্তবায়ন করতে পার? ৩
- ঘ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত মহানবি (স) এর উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

- ক. হযরত আলি (রা) ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
- খ. হযরত উসমান (রা) ছিলেন তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। তিনি অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন বলে তাকে গনি বা ধনী বলা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর বিপুল সম্পদ তিনি ইসলামের পথে দান করেন।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরজার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. হযরত আলি (রা)-এর জীবনাদর্শ তোমার জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে? ব্যাখ্যা কর।

য. জ্ঞানসাধনায় হযরত আলি (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন কর।


প্রশ্ন- ৩৪ ▶▶ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

দশম শ্রেণির ছাত্র শরিফ পাঠ্যপুস্তক থেকে জানতে পারল মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা নবি ও রাসুল (স)-এর শিবা ভুলে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। তাদের আচার ব্যবহার ও চালচলন ছিল বর্বর ও মানবতাবিরোধী। রাহাজানি, খুন-খারাপি, ডাকাতি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, মদপান, ব্যভিচার ইত্যাদি ছিল তখনকার প্রচলিত ব্যাপার।

- ক. اسوة (উছওয়াতুন) শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে কী বোঝ? ২
- গ. শরিফ বর্তমান যুগের সাথে তার পঠিত যুগের কোনো মিল খুঁজে পায় কি? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে শরিফের করণীয় বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

- ক. উছওয়াতুন অর্থ আদর্শ।
- খ. আইয়ামে জাহিলিয়া বলতে বোঝায় ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগকে। মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজের লোকেরা পূর্বের নবি ও রাসুলগণের আদর্শ ও শিবা ভুলে গিয়েছিল। ফলে তারা বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যেমন— নরহত্যা, রাহাজানি, খুনখারাবি, ডাকাতি, মূর্তিপূজা ইত্যাদি। আরব সমাজের এ বর্বর সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ বলা হয়।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরজার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. জাহিলিয়া যুগের সাথে বর্তমান যুগের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বর্তমান যুগের অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে তোমার করণীয় নির্ণয় কর।

প্রশ্ন- ৩৫ ▶▶ ইসলামের খেদমতে হযরত উসমান (রা)

একটি ইসলামি জলসায় একজন বিজ্ঞ ইসলামি চিন্তাবিদ বললেন, অধুনা বিশ্বের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং ক্ষুধা দারিদ্র্য বিমোচনে সমাজের বিত্তবানরা ইসলামি খিলাফতের মহান খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর মতো যদি দানের হাতকে প্রসারিত করতেন, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় আজকের পৃথিবীও একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ উপহার দিতে সক্ষম হতো।

- ক. হযরত উসমান (রা) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. হযরত উসমান (রা) কেন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে ইসলামের দৃষ্টিতে ধনীদের কর্তব্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বিজ্ঞ চিন্তাবিদের নির্দেশনা যুক্তিযুক্ত—বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর সৃ

- ক. হযরত উসমান (রা) কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।
- খ. জাহিলি বা অসংস্কার যুগে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে সামাজিক জীব হিসেবে মনে করা হতো না। দাসী এবং পণ্য হিসেবে নারীদের বাজারে বিক্রি করা হতো। নারীদের মনে করা হতো ভোগ্যপণ্য। কন্যা সন্তান জন্মানাকে অশুভ মনে করে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। ইসলাম সর্বপ্রথম নারীদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করে নারী তথা—মা, বোন, স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ ইসলামের সেবায় ধনীদেব করণীয় কী তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ “হযরত উসমান (রা) ধনীদেব জন্য এক মহান আদর্শ।”— উক্তিটি বিশেষরূপ কর।

প্রশ্ন- ৩৬ ▶▶

দাসদাসী ও নারীদের অধিকার

জোহরার বাসায় একটি এতিম মেয়ে কাজ করে। সে তাকে নিজের সম্মতানের মতো দেখে। তারা নিজেরা যা খায়, পরে তাকেও তাই খেতে-পরতে দেয়। কোনো প্রকার খারাপ ব্যবহার করে না। অন্যদিকে হাকিম মিয়া তার স্ত্রীকে পিটিয়ে আহত করে। স্ত্রীর অধিকার আছে বলে সে স্বীকার করতে চায় না।

ক. হিজরি কোন সনে বিদায় হজ হয়েছিল? ১

খ. কেন মদিনা সনদ সাবরিত হয়েছিল? ২

গ. জোহরার ব্যবহারে নবি করিম (স) এর বিদায় হজের ভাষণের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাকিম মিয়ার কাজটি বিদায় হজের ভাষণ ও নারীর মর্যাদা পাঠের আলোকে বিশেষরূপ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিজরি দশম সনে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়।

খ মদিনার সকল জাতির একত্রিত অবস্থানের ভিত্তিতে সঠিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মদিনা সনদ সাবরিত হয়েছে।

মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস। হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স) এ সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিলেন। এ রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে মদিনা সনদ সাবরিত হয়েছিল।



সুপার লিঙ্ক : প্রয়োগ ও উচ্চতর দবতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ দাসদাসী ও এতিমদের ব্যাপারে মহানবি (স) বিদায় হজের ভাষণে কী বলেছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ “হাকিম মিয়ার কাজটি বিদায় হজের ভাষণের লঙ্ঘন।”— উক্তিটি বিশেষরূপ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ৩৭ ▶▶

ইমাম হানিফা (রা) এবং আদর্শ শিবাখীর বৈশিষ্ট্য

প্রধান শিবক শহীদ সাহেব তার ছাত্র কুতুব উদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, ‘শিবা অর্জনের বেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই।’ তুমি কী শোননি একজন মহান মনীষী ১৭ বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাদিস, তাফসির, ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবকও ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, ‘সকল শিবাখীর নিয়মিত স্কুলে যাওয়া উচিত। সর্বাবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও শিবকের আদর্শ মেনে চলা উচিত।’ [তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়] [স. বো. '১৬]

ক. ‘যুননুরাইন’ কাকে বলা হয়? ১

খ. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে প্রধান শিবক শহীদ সাহেব কোন মুসলিম মনীষীর জ্ঞান সাধনার বর্ণনা দিয়েছেন— তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিবকের সর্বশেষ বক্তব্যটি একজন আদর্শ শিবাখীরূপে পে গড়ে উঠার ইজ্জাত বহন করে— মন্তব্য কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত উসমান (রা) কে ‘যুননুরাইন’ বলা হয়।

খ ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদিন একটি অতি পরিচিত পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ—পথপ্রদর্শকদের প্রতিনিধিগণ। পরিত্যায় খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে বোঝায়। অর্থাৎ— হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলি (রা)—এই চারজনকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলে।

গ উদ্দীপকে প্রধান শিবক শহীদ সাহেব হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)—এর জ্ঞান সাধনার বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। প্রাথমিক জীবনে তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু কুফা নগরীর তৎকালীন আলেম-উলামার পরামর্শক্রমে তিনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। সতেরো বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করলেও তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যে হাদিস, তাফসির, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর শিবক হযরত হাম্মাদ (র)—এর নিকট একাধারে দশ বছর ফিকহ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। সুতরাং স্পষ্টত উদ্দীপকে প্রধান শিবকের আলোচনায় ইমাম আবু হানিফা (র)—এর জ্ঞান সাধনার তথ্যই ধরা পড়েছে।

ঘ “সর্বাবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও শিবকের আদর্শ মেনে চলা উচিত” শিবকের সর্বশেষ বক্তব্যটি একজন আদর্শ শিবাখীরূপে পে গড়ে উঠার ইজ্জাত বহন করে। একজন শিবাখীর যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া এবং শিবককে অনুসরণ করা। শিবাখীদের জীবনের লব্য-উদ্দেশ্য কী হবে শিবকরাই ছোটবেলায় তা শিখিয়ে দেন। শিবকগণ শিবাখীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বিনয়, নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি শিবা দিয়ে থাকেন, যা তারা পরিণত বয়সে কাজে লাগিয়ে সার্বিক উন্নতি লাভ করে। ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় শিবকগণ ত্যাগের পরিচয় দেন। ছাত্র-শিবক সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। এটি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। পিতা যেমন সর্বদা পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন, শিবকও তেমনি তাঁর ছাত্রের কল্যাণ কামনা করেন ও তাকে সৎ পথ দেখান। পুত্র তার পিতা থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অন্যদিকে ছাত্রও তার শিবক থেকে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে আমরা তাই দেখি নবি ও রাসুলগণ হলেন শিবক আর তাঁদের উম্মত হলো তাঁদের ছাত্র। রাসুলুল্লাহ (স) এই উম্মতের জ্ঞানীদেরকে নবিদের উত্তরাধিকারী বলেছেন। সুতরাং আদর্শ শিবাখী সুশৃঙ্খল এবং শিবকের অনুসরণে গড়ে উঠবে— বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন- ৩৮ ▶▶

কুফর ও হযরত আবু বকর (রা)

জনাব আরাফাত সাহেব নিয়মিত সালাত আদায় করেন। তিনি প্রত্যহ সকালে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। কিন্তু তিনি যাকাত আদায় করেন না। এমনকি অর্থ কমে যাওয়ার ভয়ে তিনি প্রচার করে বেড়ান যে, সালাত পড়লেই চলে যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মসজিদের ইমাম সাহেব যাকাতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন যে, ইসলামের একজন খলিফা যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। [অধ্যায় : ১ম ও ৫ম]

ক আখলাক শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হাক্কুল্লাহ বলতে কী বোঝায়? ২

- গ. উদ্দীপকে আরাফাত সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়ের প্রতিফলন পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মসজিদের ইমাম সাহেবের বর্ণিত খলিফার শাসন সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ—ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আখলাক শব্দের অর্থ চরিত্র, স্বভাব।

খ হাক্কুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহর হক বা অধিকার। মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে। যেমন : সালাত কায়েম করা, সাওম পালন করা ও হজ্জ করা ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে আরাফাত সাহেবের কর্মকাণ্ডে কুফরের প্রতিফলন পাওয়া যায়। মূলত মহান আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়। ইহা ইমানের বিপরীত। যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় কাফির। কাফির ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে থাকে। সে আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা বা রিয়িকদাতা হিসেবে মানে না। এছাড়াও সে ফেরেশতা, নবি-রাসূল, আসমানি কিতাব, আখিরাত, তাকদির ইত্যাদিতে অবিশ্বাস করে। তাছাড়া সে নামায, রোযা, হজ্জ যাকাত ইত্যাদিকে ইবাদত হিসেবে মানে না। সে হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল মনে করে থাকে। যেমন : উদ্দীপকে জনাব আরাফাত যাকাত তো আদায় করেনই না বরং তার প্রয়োজন নেই বলে প্রচার করে বেড়ান। মানবজীবনে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কাফির ব্যক্তিকে শুধু দুনিয়াতেই নয়, বরং আখিরাতে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে। সুতরাং এ ধরনের পাপ থেকে সকলেরই বিরত থাকা উচিত।

ঘ উদ্দীপকে মসজিদের ইমাম সাহেবের বর্ণিত খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা) এর শাসন ছিল সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ। মূলত মহানবি (স) এর ইন্তিকালের পর খলিফা নির্বাচন, রাসূল (স) এর ওফাতের পর দাফন ও রাসূলের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা সমাধা হয়। ফলে মুসলমানরা এক অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পায়। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, যে যতদিন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এর অনুসরণ করি ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ করবে এবং আমাকে সাহায্য করবে। আর ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সাথে সাথে সংশোধন করে দেবে। হযরত আবু বকর (রা) এর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর মুসলমান রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে। কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে। আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবিলা করেন। কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি পবিত্র কুরআনকে অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তার শাসন সকল রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য আদর্শ অনুকরণীয়।

সালাত যথাসময়ে আদায় করবে। আর তোমাদের বাড়ির দাস-দাসীদের তাই পানাহার করবে যা তোমরা নিজেরা পানাহার কর। কেননা, মহানবি (স) জীবনের শেষ ভাষণে একথা বলেছেন। [অধ্যায় : ২য় ও ৫ম]

- ক. সর্বশেষ নবি কে? ১
- খ. আখলাকে যামিমাহ কাকে বলে? ২
- গ. উদ্দীপকে শিবক পাঁচ স্তম্ভ বলতে কী বুঝিয়েছেন— বিশেষরূপে কর। ৩
- ঘ. শিবক শেষ ভাষণ বলতে কোন ভাষণকে বুঝিয়েছেন, তার সারমর্ম আলোচনা কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবি।

খ আখলাকে যামিমাহ অর্থ-নিষ্পন্নীয় স্বভাব। মানুষের সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভালো নয়। বরং এমন অনেক চারিত্রিক দিক রয়েছে যা অপছন্দনীয় বা নিষ্পন্নীয়। মানব চরিত্রের এ নিষ্পন্নীয় স্বভাবগুলোকে আখলাকে যামিমাহ বলে।

গ শিবক পাঁচটি স্তম্ভ বলতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে বুঝিয়েছেন। যথা :

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর। সাথে এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ সারা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক এবং মহানবি (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল।
২. দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মতো আদায় করা, কাযা না করা।
৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত প্রদান করা।
৪. রমযান মাসের রোযা রাখা।
৫. সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানকে জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা। শিবক পাঁচটি স্তম্ভ বলতে এ বিষয়গুলোকে বুঝিয়েছেন।

ঘ শিবক শেষ ভাষণ বলতে বিদায় হজের ভাষণকে বুঝিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণের সারমর্ম হলো—

মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল, তখন মহানবি বিদায় হজ্জ আরাফাতের ময়দানের পার্শ্বে ‘জবালে রহমত’ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন—

‘হে লোক সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কেননা, আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে হতে পারবো কিনা জানি না।’

মনে রাখবে একদিন সবাইকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। ‘দাস-দাসীর প্রতি সদ্যবহার করবে এবং নিজেরা যা খাতে তাদেরকে তা খাওয়াবে।’

‘তোমরা যারা উপস্থিত আছো তারা, অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌছে দিবে।’

প্রশ্ন- ৩৯ ▶▶

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিদায়

হজের ভাষণ

ধর্মীয় শিবক আহমাদ জামি শ্রেণিকবে প্রবেশ করে বললেন, ইসলাম পাঁচ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে সালাত অন্যতম। তোমরা দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত

কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১ ১ ১ উকায মেলায় কী হতো?

উত্তর : উকায মেলায় তৎকালীন আরবের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করত।

প্রশ্ন ২ ৥ জাহিলি যুগে আরবরা কী কারণে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল?

উত্তর : জাহিলি যুগে আরবরা কবিতা রচনার কারণে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

প্রশ্ন ৩ ৥ আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর : আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল।

প্রশ্ন ৪ ৥ মহানবি (স) কী চরাতেন?

উত্তর : মহানবি (স) মেষ চরাতেন।

প্রশ্ন ৫ ৥ হারবুল ফিজার কত বছর স্থায়ী ছিল?

উত্তর : হারবুল ফিজার পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল।

প্রশ্ন ৬ ৥ মহানবি (স)-এর সাথে সিরিয়া যান কে?

উত্তর : হযরত খাদিজা (রা)-এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী মাইসারা মহানবি (স)-এর সাথে সিরিয়া যান।

প্রশ্ন ৭ ৥ মহানবি (স)-এর কত বছর বয়সে কাবা শরিফ পুনঃনির্মাণ করা হয়?

উত্তর : মহানবি (স)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন কাবা শরিফ পুনঃনির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন ৮ ৥ মহানবি (স) খাদিজা (রা)-কে কার অনুমতি নিয়ে বিবাহ করেন?

উত্তর : চাচা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে মহানবি (স) খাদিজা (রা)-কে বিবাহ করেন।

প্রশ্ন ৯ ৥ মদিনায় কারা বসবাস করত?

উত্তর : মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের লোকজনের আবাস।

প্রশ্ন ১০ ৥ রাসূলে পাক (স)-এর লিখিত সনদের নাম কী?

উত্তর : রাসূলে পাক (স)-এর লিখিত সনদের নাম মদিনা সনদ।

প্রশ্ন ১১ ৥ মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করার ফলে কী হলো?

উত্তর : সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হলো।

প্রশ্ন ১২ ৥ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মহানবি (স) কুরাইশদের কী বললেন?

উত্তর : সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মহানবি (স) কুরাইশদের বললেন, “আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।”

প্রশ্ন ১৩ ৥ ইসলাম আমাদের জন্য কী?

উত্তর : ইসলাম আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

প্রশ্ন ১৪ ৥ বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রথম মহানবি (স) কী বলেন?

উত্তর : বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবি (স) প্রথম বলেন, ‘হে মানবসকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কারণ আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কিনা জানি না।’

প্রশ্ন ১৫ ৥ বয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে?

উত্তর : বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১৬ ৥ সিদ্দিক কার উপাধি?

উত্তর : সিদ্দিক হযরত আবু বকর (রা)-এর উপাধি।

প্রশ্ন ১৭ ৥ কার শাসন সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ?

উত্তর : হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসন সর্বকালের শাসকদের জন্য আদর্শ।

প্রশ্ন ১৮ ৥ কে আটার বস্তা কাঁধে নিয়েছিলেন?

উত্তর : হযরত উমর (রা) আটার বস্তা কাঁধে নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ১৯ ৥ হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছিল কে?

উত্তর : হযরত উমর (রা) এর বিরুদ্ধে এক প্রজা অভিযোগ দিয়েছিল।

প্রশ্ন ২০ ৥ প্রজার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন কে?

উত্তর : হযরত উমর (রা)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ প্রজার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ২১ ৥ হযরত উসমান (রা)-কে আব্দুল্লাহ কী দিয়েছিলেন?

উত্তর : হযরত উসমান (রা)-কে আব্দুল্লাহ প্রচুর ধনসম্পদ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ২২ ৥ কাকে ‘জামিউল কুরআন’ বলা হয়?

উত্তর : হযরত উসমান (রা)-কে ‘জামিউল কুরআন’ বলা হয়।

প্রশ্ন ২৩ ৥ হযরত উসমান (রা)-এর ওপর কে অত্যাচার করেন?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের কারণে হযরত উসমান (রা)-এর ওপর তাঁর চাচা হাকাম অত্যাচার করেন।

প্রশ্ন ২৪ ৥ হযরত আলি (রা)-এর পিতার নাম কী ছিল?

উত্তর : হযরত আলি (রা)-এর পিতার নাম ছিল আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন ২৫ ৥ আবু তালিব কে ছিলেন?

উত্তর : আবু তালিব ছিলেন রাসূল (স)-এর চাচা।

প্রশ্ন ২৬ ৥ কে ইসলামের প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?

উত্তর : হযরত আলি (রা) ইসলামের প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ২৭ ৥ ইমাম বুখারি (র)-এর মেধা কেমন ছিল?

উত্তর : ইমাম বুখারি (র) খুব তীক্ষ্ণমেধার অধিকারী ছিলেন।

প্রশ্ন ২৮ ৥ ইমাম বুখারি (র) কার লেখা হাদিস মুখস্থ করেন?

উত্তর : ইমাম বুখারি (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) ও আলরামা ওয়াকি-এর লেখা হাদিস গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করেন।

প্রশ্ন ২৯ ৥ প্রাথমিক জীবনে ইমাম আবু হানিফা (র) কী করতে চাইলেন?

উত্তর : প্রাথমিক জীবনে ইমাম আবু হানিফা (র) ব্যবসায় মনোনিবেশ করতে চাইলেন।

প্রশ্ন ৩০ ৥ ইমাম আবু হানিফা (র) কত বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা শুরু করেন?

উত্তর : ইমাম আবু হানিফা (র) সতের বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা শুরু করেন।

প্রশ্ন ৩১ ৥ কঠিন সাধনা থাকলে কী করা সম্ভব?

উত্তর : কঠিন সাধনা থাকলে যেকোনো সময় জ্ঞানার্জন করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৩২ ৥ ইহইয়াউ উলুমিদ দীন অর্থ কী?

উত্তর : ইহইয়াউ উলুমিদ দীন অর্থ ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জীবন।

প্রশ্ন ৩৩ ৥ ইমাম গাযালি (র) কাদের জন্য আদর্শ?

উত্তর : যারা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি করতে চান ইমাম গাযালি (র) তাদের জন্য আদর্শ।

প্রশ্ন ৩৪ ৥ হুজ্জাতুল ইসলাম অর্থ কী?

উত্তর : হুজ্জাতুল ইসলাম অর্থ ইসলামের দলিল।

প্রশ্ন ৩৫ ৥ চিকিৎসাশাস্ত্রে কাদের অবদান অবিস্মরণীয়?

উত্তর : চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়।

প্রশ্ন ৩৬ ৥ আল রাযি কে ?

উত্তর : আল রাযি একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী।

প্রশ্ন ৩৭ ৥ ভূগোলের অবরেকার পরিমাপ নির্ণয় করেন কে?

উত্তর : ভূগোলের অবরেকার পরিমাপ নির্ণয় করেন আল বিরবনি।

প্রশ্ন ৩৮ ৥ আল কাসির পূর্ণনাম কী?

উত্তর : আল কাসির পূর্ণনাম আবুল হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আল খারেজেমি আল কাসি।

প্রশ্ন ৩৯ ৥ আল কাসির কোন গ্রন্থ রসায়নশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ?

উত্তর : আল কাসির লিখা ‘আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস সানাহ’ (Essence of the Art and Aid of worker) গ্রন্থটি রসায়নশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রশ্ন ৪০ ৥ আল কিস্দি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : আবু ইয়াকুব ইবনে ইছহাক আল কিন্দি ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১১ ৥ আল মোকাদাসি ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে কোন গ্রন্থ রচনা করেন?

উত্তর : আল মোকাদাসি দীর্ঘ বিশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে যে গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতুল আকালিম।

প্রশ্ন ১২ ৥ আল-মাসুদির পুরো নাম কী?

উত্তর : আল-মাসুদির পুরো নাম আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন আল-মাসুদি।

প্রশ্ন ১৩ ৥ মুকাদ্দিমা কী?

উত্তর : ইবনে খালদুন এর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ আল মুকাদ্দিমা নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ১৪ ৥ নাসির উদ্দিন তুসি কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : নাসির উদ্দিন তুসি ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১৫ ৥ উমর খৈয়াম কত খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : উমর খৈয়াম ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন ১৬ ৥ হাসান ইবনে হায়সাম কী বিষয়ের বিজ্ঞানী ছিলেন?

উত্তর : হাসান ইবনে হায়সাম চক্ষুবিজ্ঞানী ছিলেন।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১ ৥ মহান আল্লাহ মহানবি (স)-কে কেন প্রেরণ করেন?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)-কে পথপ্রদর্শক হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। মহানবি (স) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের মানুষ চরম বর্বরতা ও অজ্ঞতার মাঝে লিপ্ত ছিল। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল চরমভাবে অধঃপতিত। তারা অসংখ্য মূর্তি তৈরি করত এবং মূর্তির পূজা করত। গোত্রের ভিন্নতার পাশাপাশি তাদের মূর্তিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তারা পবিত্র কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। কালের এ চরম অবক্ষয়ের কারণে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে প্রেরণ করলেন।

প্রশ্ন ২ ৥ কবিতা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত কী?

উত্তর : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ‘যদি তোমরা আল্লাহর কিতাবের কোনো কিছু বুঝতে না পার তবে তার অর্থ আরবদের কবিতায় তালাশ কর। কারণ কবিতা তাদের জীবনালেখ্য।’

প্রশ্ন ৩ ৥ মহানবি (স) হিলফুল ফযুল গঠন করেছিলেন কেন?

উত্তর : শৈশবকাল হতেই মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সত্যবাদী ও শান্তিকামী। সিরিয়া হতে ফিরে এসে তিনি ফিজার যুদ্ধের বিতীষিকা দেখলেন। পাঁচ বছর এ যুদ্ধ স্থায়ী ছিল। হযরত মুহাম্মদ (স) এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে বহু মানুষ আহত ও নিহত হয়। তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠে। আহতদের আর্তনাদ শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি তাঁর সহ্য হলো না। তাই তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে ‘হিলফুল ফযুল’ (শান্তি সংঘ) গঠন করেন।

প্রশ্ন ৪ ৥ মহানবি (স) কীভাবে নবুয়তপ্রাপ্ত হন?

উত্তর : হযরত খাদিজা (রা)-এর সাথে বিবাহের পর হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। দীর্ঘদিন ধ্যানে মগ্ন থাকার পর ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের পবিত্র রমযান মাসের ২৭ তারিখ রাতে হযরত জিবরাইল (আ) তাঁর নিকট ওহি নিয়ে আসেন এবং তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হন। জিবরাইল (আ) বললেন, **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** অর্থ : পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (সূরা আলাক, আয়াত ১)। উত্তরে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরাইল (আ) তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। এভাবে তিনবার প্রিয়নবি (স)-কে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর তৃতীয়বারের সময় তিনি পড়তে সক্ষম হলেন।

প্রশ্ন ৫ ৥ মদিনা সনদ কী? বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : মদিনা সনদ হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সথবিধান। হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় বসবাসরত সকল জাতিকে এক করে সেখানে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সকল গোত্রের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে ‘মদিনা সনদ’ নামে খ্যাত।

প্রশ্ন ৬ ৥ মক্কা বিজয়ের কাহিনী সথবেপে লেখ।

উত্তর : ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ও মুসলমানদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে। কুরাইশরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসুল (স) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে দশ হাজার মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিযুখে অভিযান করেন। মক্কার অদূরে হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁবু স্থাপন করেন। কুরাইশরা মুসলিমদের এই বাহিনী দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হলো। বিনা রক্তপাতে ও বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কা বিজয় করল। পবিত্র কুরআনে মক্কা বিজয়কে ফাতহাম মুবীন বা প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭ ৥ হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছিল?

উত্তর : হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় মুসলিম রাষ্ট্রে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবি করে, কতিপয় লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে, আবার কতিপয় লোক ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসব মোকাবিলা করে ইসলাম ও মুসলমানগণকে বিশৃঙ্খলা হতে রক্ষা করেন।

প্রশ্ন ৮ ৥ হযরত উমর (রা)-এর শাসননীতি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের শাসন প্রণালিতে হযরত উমর (রা) কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক পরিপূর্ণ রূপ দান করেন এবং প্রজাতন্ত্রকে ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত উমর (রা) ইসলামের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জনগণের সমর্থন ও কল্যাণের দিকে সবিশেষ লক্ষ রেখে এবং সকল এলাকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনি এক অনন্য সাধারণ শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন।

প্রশ্ন ৯ ৥ ইসলামে হযরত উসমান (রা)-এর অবদান উল্লেখ কর।

উত্তর : হযরত উসমান (রা) ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেন। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি ১৮০০০ (আঠার হাজার) দিনার ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। মসজিদে নববিতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তাবুক যুদ্ধে দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন এবং এক হাজার উট দান করেন। এ ছাড়াও

তিনি সাতটি ঘোড়া ও এক হাজার দিনার মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দরবারে দান করেন। তিনি পবিত্র কুরআন সংকলন করেন।

প্রশ্ন ১০ ॥ মহানবি (স) হযরত আলি (রা)-কে আসাদুল্লাহ উপাধি দেন কেন?

উত্তর : হযরত আলি (রা) ইসলামের প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। খায়বার যুদ্ধে হযরত আলি (রা) বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে কামুসদুর্গ দখল করেন। এ কারণেই রাসুল (স) হযরত আলি (রা)-কে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন। উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধে হযরত আলি (রা) দুর্গের একটি বিশালাকার দরজাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন ১১ ॥ ইমাম বুখারি (র)-এর পরিচয় দাও।

উত্তর : ইমাম বুখারি (র)-এর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম ইসমাইল, দাদার নাম ইবরাহিম। উপাধি ‘আমিরুল মু’মিনুন ফিল হাদিস’ (হাদিস বর্ণনায় মু’মিনদের নেতা)। তিনি ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র বুখারা (বর্তমান রাশিয়ায়) নগরীতে ১৯৪ হিজরি ১৩ শাওয়াল, ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই, শুব্বার জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসায় তিনি বড় হন।

প্রশ্ন ১২ ॥ ইমাম বুখারি (র) রাজা-বাদশাহদের দরবারে যেতেন না কেন?

উত্তর : ইমাম বুখারি (র) রাজা-বাদশাহদের দরবারে যেতেন না। কারণ তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি।

প্রশ্ন ১৩ ॥ ইমাম আবু হানিফা (র) কীভাবে ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : তৎকালীন বাগদাদের খলিফা আল মানসুর ইমাম আবু হানিফা (র)-কে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন নি। ফলে তাঁকে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখা হয়। অতঃপর ১৫০ হিজরি মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফার নির্দেশে প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার প্রভাবে এই মহান মনীষী ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন ১৪ ॥ ইমাম গায়ালির পরিচয় বর্ণনা কর।

উত্তর : ইমাম গায়ালির পুরো নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে তাউস আহমদ আল তুসী আল শাফী আল নিশাপুরী আল গায়ালি (র)। তিনি ৪৫০ হিজরি ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের ‘তুস’ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তুস নগরে প্রাথমিক শিবা লাভের পর উচ্চতর শিবা গ্রহণের জন্য জুরজান, নিশাপুর, বাগদাদ প্রভৃতি স্থান

ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম চিন্তাজগতের সর্বশেষ দিশারি, মহান সুফি ও যুক্তিবাদী দার্শনিক।

প্রশ্ন ১৫ ॥ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় মুসলমানদের অবদান বর্ণনা কর।

উত্তর : শুধু সাধারণ শিবা নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায়ও মুসলমানগণ সমান দবতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রচেষ্টা ও অবদানের ওপর ভিত্তি করে মুসলমানগণ একসময়ে সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক শাখা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরই ফসল। চিকিৎসা, রসায়ন, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে মুসলিম মনীষীদের অবদান স্বর্ণাবরে সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন ১৬ ॥ জুননুন মিসরির পরিচয় ও অবদান উল্লেখ কর।

উত্তর : নুননুন মিসরির নাম ছাওবান, পিতার নাম ইব্রাহিম। তিনি জুননুন মিসরি নামে পরিচিত। তিনি মিসরের আখমিম নামক স্থানে ৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রের উপর যঁারা প্রথমদিকে গবেষণা করেন তাঁদের অন্যতম। তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেন। তাঁর লেখায় সোনা, রূ পাশহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি মিসরীয় সংকেতিক বর্ণের মর্মার্থ বুঝতেন। তিনি মিসরের আল জিজাহ নামক স্থানে ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

প্রশ্ন ১৭ ॥ ভূগোলশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন কারা?

উত্তর : যেসব মুসলিম মনীষী ভূগোলশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রাখেন তাঁরা হলেন, আল মোকাদাসি, আল মাসুদি, ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইবনে খালদুনসহ অনেক মুসলিম মনীষী।

প্রশ্ন ১৮ ॥ নাসির উদ্দিন তুসির গণিত বিষয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : গণিতশাস্ত্র বিষয়ে নাসির উদ্দিন তুসি রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মুতাওয়াসিতাত বাইনাল হান্দাসা ওয়াল হাইয়া (The Middle Books between Geometry and Astronomy), জামিউল হিসাব বিত তাখতে ওয়াত্হোরাব (Summary of the Whole of Computation with Table and Earth), কাওয়ায়েদুল হান্দাসা, তাহরিরবল উসুল অন্যতম।